মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৩তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০১০

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১৩তম বর্ষ	১২ম সংখ্যা
রামাযান-শাওয়াল	১৪৩১ হিঃ
ভাদ্র-আশ্বিন	১৪১৭ বাং
সেপ্টেম্বর	২০১০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সহকারী সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

কম্পোজ : হাদীছ ফাউন্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক, মোবাইল : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ, মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোন : ৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোন : ৯৫৬৮২৮৯

দেশে বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিঃ ডাকে) ২৫০/= টাকা এবং ষান্মাসিক ১৩০/= টাকা।

● হাদিয়া : ১৬ টাকা মাত্র ●

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২

✡ **প্রবন্ধ :**

❑ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী *(২৪/৩ কিস্তি)* ০৩
- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

❑ ইসলামে ভাতৃত্ব *(৩য় কিস্তি)* ১১
- ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ

❑ পিতা-মাতার উপর সন্তানের অধিকার *(শেষ কিস্তি)* ১৪
- ড. মুহাম্মাদ শফীকুল আলম

❑ আদল : মানব জীবনের এক মহৎ গুণ ১৬
- ড. মুহাম্মাদ আজিবার রহমান

✡ **মহিলা ছাহাবী :** ১৮

◆ উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিছ (রাঃ)
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

✡ **মনীষী চরিত :** ২০

◆ ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) *(৪র্থ কিস্তি)*
-নূরুল ইসলাম

✡ **কবিতা :** ২৩

◆ রামাযান ◆ ইফতারকালে নিবেদন
◆ মাহে রামাযান ◆ খুশীর ঈদ
◆ হারিয়ে যাব!

✡ **মহিলাদের পাতা** ২৪

◆ নফল ছিয়াম : পরকালীন মুক্তির পাথেয়
-শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন

✡ **সোনামণিদের পাতা** ২৭

✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ২৮

✡ **মুসলিম জাহান** ৩০

✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৩০

✡ **সংগঠন সংবাদ** ৩১

✡ **প্রশ্নোত্তর** ৩৩

✡ **বর্ষসূচী** ৪১

ছিয়াম দর্শন

'ছিয়াম' অর্থ বিরত থাকা। ছুবহে ছাদিক হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানা-পিনা ও যৌনসম্ভোগ হ'তে বিরত থাকার নাম 'ছিয়াম'। এসময় মিথ্যা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়, অন্যায় কাজ এমনকি অন্যায় চিন্তা থেকেও বিরত থাকতে হয়। এমনকি গোপনেও কেউ এক গ্লাস পানি পান করে না। হঠাৎ কোন মিথ্যা বা গীবত করে ফেললেও সাথে সাথে তওবা করে কেন? কে তাকে নিষেধ করল? এজন্য তার পিছনে কোন গোয়েন্দা পুলিশ লাগানো হয় না। এগুলি না করলে তার জেল-ফাঁস হয় না বা দুনিয়াবী কোন শাস্তি হয় না। তবুও কোন দর্শন মানুষকে স্বেচ্ছায় ক্ষুৎ-পিপাসার এই কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে নিতে উদ্বুদ্ধ করে? ছোট বাচ্চা পর্যন্ত ছিয়াম রাখার জন্য বে-ক্বারার হয়? কেন কোন সে শক্তি, কোন সে দর্শন?

মানুষের মধ্যে নফসানিয়াত ও রব্বানিয়াত অর্থাৎ প্রবৃত্তিমুখী ও আল্লাহমুখী দু'টি প্রবণতা সর্বদা কার্যকর রয়েছে। প্রবৃত্তি পরায়ণতা সবসময় মানুষকে দেহ সর্বস্ব চিন্তায় ব্যাকুল রাখে। পক্ষান্তরে রব্বানিয়াত সর্বদা মানুষকে তার স্রষ্টামুখী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে। এ দু'য়ের অহরহ দ্বন্দ্বে মানুষের পরীক্ষা হয়। মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে এ পরীক্ষা দিয়ে যেতে হয়। এ পরীক্ষায় হারজিতের উপরেই নির্ভর করে তার ইহকালীন মঙ্গল বা অমঙ্গল এবং পরকালীন জান্নাত অথবা জাহান্নাম। আর এব্যাপারে তার শেষ আমলটাই কার্যকর হয়।

রামাযানের মাসব্যাপী ফরয ছিয়াম ও অন্যান্য সময়ের নফল ছিয়াম সমূহ বান্দার দেহযন্ত্রকে যেমন সুস্থ, সুঠাম ও সবল রাখে, তেমনি তাকে নফসানিয়াত থেকে মুক্ত করে রব্বানিয়াতের উচ্চমার্গে নিয়ে যায়। ছিয়ামের কঠোর সংযম তার ষড় রিপুকে দমিত রাখে। মাসব্যাপী নিয়মিত ছিয়াম এই সংযমকে স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত করে। পরবর্তী শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম ও প্রতি সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবারের নফল ছিয়াম তাকে ঐ অভ্যাসের দিকে বারবার ধাবিত করে। যেন রব্বানী বান্দা শয়তানের ফেরেবে পড়ে আবার নফসের পূজারী না হয়ে পড়ে। রামাযানের মাসব্যাপী ছিয়ামে সে জামা'আতের সাথে নিয়মিত তারাবীহ পড়ে। এতে তার মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর সমাজ চেতনা জাগ্রত হয়। ধনী-গরীব, উঁচু-নীচু সবাই এক আল্লাহ্র সামনে এক কাতারে শামিল হয়ে তার রহমত কামনায় ব্রতী হয়। এতে তার অহংকার চূর্ণ হয়। আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে সকল বান্দা যে সমান, এ অনুভূতি শাণিত হয়। রামাযানের প্রতিটি সৎ কর্মের পুরস্কার ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ বর্ধিত হয়, এমনকি আল্লাহ তার চেয়ে অগণিত ছওয়াব দান করে থাকেন। এই ঘোষিত পুরস্কার লাভের জন্য ছায়েম সকল পাপ বর্জন করে ও পুণ্য অর্জনে সচেষ্ট হয়। শুধু তাতেই সে ক্ষান্ত হয় না। বরং সে নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা শুরু করে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সৎকর্মকেও সে বড় বলে মনে করে। জীবনের এ খেলাঘরে হঠাৎ কখন মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠবে, সে জানেনা। তাই সৎকর্মের সামান্যতম সুযোগকেও সে হাতছাড়া করতে চায় না। ছায়েম তাই ছিয়াম অবস্থায় নিজেকে সকল হারাম থেকে দূরে রাখে। ছিয়াম ভঙ্গ হয়, এমন কোন কাজ সে গোপনেও করে না। কারণ সে জানে যে, কেউ না দেখলেও আল্লাহ তাকে দেখছেন। এই অনুভূতি তার কর্মজীবনের প্রতি ক্ষেত্রে যখন প্রতিভাত হয়, তখনই সে হয় প্রকৃত রব্বানী মানুষ, প্রকৃত ইনসানে কামেল। ছিয়াম অবস্থায় সে লুকিয়েও একটা সিঙ্গাড়া খায়নি আল্লাহ্র ভয়ে। অনুরূপভাবে সে লুকিয়েও কোন পাপ করবে না, ঘুষ খাবেনা, অতিলোভে খাদ্যে ও ঔষধে বিষ ও ভেজাল মিশাবে না, মিথ্যা সাক্ষী দেবে না, মিথ্যা ভাউচারে সই করবে না, কারু নামে মিথ্যা মামলা দেবে না, মিথ্যা প্রচার করবে না। কেননা তার সবকিছু আল্লাহ দেখছেন ও শুনছেন। তার কাঁধের দুই ফেরেশতা তার দৈনন্দিন আমলনামা লিখছেন। সিসিটিভি ক্যামেরার ন্যায় তার সবকিছু সেখানে রেকর্ড হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, যদি সে তওবা করে ও পাপ বর্জন করে এবং অনুতপ্ত হয়ে বান্দা ও আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চায়, তাহ'লে কম্পিউটার থেকে লেখা মুছে দেওয়ার ন্যায় আল্লাহ তার আমলনামা থেকে ঐ পাপটুকু মুছে দেবেন। নইলে দুনিয়াতে বাহবা কুড়ালেও আখেরাতে তাকে সাহায্য করার কেউ থাকবে না। প্রতিটি সৎ ও অসৎ কর্মের প্রতিদান ও প্রতিফল তাকে পেতে হবে। আল্লাহ্র সুক্ষ্ম বিচারে কোন কিছুই সেদিন লুকানো থাকবে না।

একইভাবে রব্বানী বান্দা যখন হারাম বর্জন করে ও হালাল উপার্জন করে এবং যাকাত ও ছাদাক্বা দেয়, তখন তার হৃদয় প্রশান্ত হয়, অন্তর পবিত্র হয়, ত্যাগের আনন্দে তার হৃদয়জগত নির্মল আলোয় উদ্ভাসিত হয়। সে দুনিয়াতেই স্বর্গীয় সুখ অনুভব করে। সে তার ধনে অসহায় বান্দার অধিকার স্বীকার করে। তার কাছে গচ্ছিত ধনকে সে আল্লাহ্র ধন ও তাঁর আমানত বলে বিশ্বাস করে। তাই আল্লাহ্র হুকুমে আল্লাহ্র ধন আল্লাহ্র বান্দাকে দিয়ে সে দায়মুক্ত হয়, ভারমুক্ত হয়। অন্যকে দিতে না পারলে সে অস্থির হয়ে ওঠে। পাগলপরা হয়ে সে প্রার্থী খুঁজে বেড়ায়। রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফের নিরিবিলি সুযোগে বান্দা আল্লাহ্র আরও নিকট সান্নিধ্যে চলে যায়। অতঃপর রামাযান শেষে মাথাপ্রতি এক ছা' অর্থাৎ আড়াই কেজি চাউলের ফেৎরা আদায় করে সে আরো তৃপ্ত হয়। এরপর আসে ঈদুল ফিতর বা পাপ মুক্তির ঈদ। ঈদের দিনের নির্মল আনন্দ মুসলমানকে দুনিয়া ভুলিয়ে আখেরাতের মিলনমেলায় নিয়ে যায়। মন চায় জীবনের প্রতিদিন যদি ঈদের দিন হ'ত। এদিন নামী-দামী প্রাসাদ, এমনকি বড় বড় মসজিদ ছেড়ে বান্দা ময়দানে গিয়ে সিজদা করে। উপরে নীলাকাশ, নীচে সবুজ ঘাস, ঐ মাটির নীচেই হবে তার শেষ নিবাস-এ চিন্তা যখন নিজের মধ্যে কাজ করে তখন তার মধ্যে কোন অহংকার থাকে কি? পাশের মুছল্লী ও তার মধ্যে সে তখন কোন প্রভেদ খুঁজে পায় না। মাটির উপরে দাঁড়িয়ে সে যখন ভাবে যে, সে নিজে এই মাটি থেকে সৃষ্ট, সে একদিন মরে এই মাটিতে মিশে যাবে। অতঃপর প্রথম সৃষ্টির ন্যায় পুনরায় আল্লাহ তাকে এখান থেকে ক্বিয়ামতের দিন উঠাবেন ও বিচারের সম্মুখীন করবেন- তখন তার ভিতরের অবস্থাটা কেমন হয়, বুঝতে কষ্ট হয় কি?

প্রশ্ন হ'ল : একই মানুষ একজন অন্ধকারের কৃমিকীট, আরেকজন আলোর পথের পথিক, কোন সে দর্শন যা তাকে এমন অবস্থায় নিয়ে যায়? এখানে একটাই দর্শন কাজ করছে- আর তা হ'ল রব্বানিয়াতের দর্শন। নফসের পূজারী ব্যক্তি স্থূল দেহ ও তার চাহিদা নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে। পক্ষান্তরে রব্বানী ব্যক্তি নফসের প্রয়োজনীয় দাবী মিটিয়ে রব্বানিয়াত অর্জনে মশগুল থাকেন। নফসানী ব্যক্তির চিন্তা সর্বদা সংকীর্ণ ও নিম্নমুখী। পক্ষান্তরে রব্বানী ব্যক্তির চিন্তা-দর্শন সর্বদা উদার ও উর্ধ্বমুখী। সে সর্বদা সেদিনকে ভয় করে, যেদিন তাকে ফিরে যেতে হবে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র কাছে। আর সেই দিন শুরু হয়ে যায় তার মৃত্যুর সাথে সাথে। ছিয়ামের এ রব্বানী দর্শন বান্দা যত বেশী আত্মস্থ করবে, সমাজ তত বেশী সুন্দর ও শান্তিময় হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!! *(স.স)*।

১৩তম বর্ষ শেষে ১৪তম বর্ষের আগমনে এবং ঈদুল ফিৎরের শুভক্ষণে আমরা আমাদের সকল পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আত-তাহরীকের অগ্রযাত্রা যেন অব্যাহত থাকে রামাযানের এ পবিত্র মাসে আল্লাহ্র নিকটে আকুলভাবে সেই প্রার্থনা জানাচ্ছি। -সম্পাদক

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২৪/৩ কিস্তি)

২৫. হযরত মুহাম্মাদ
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

অলীদ কে ছিল?

অলীদ বিন মুগীরা ছিল মক্কার সেরা ধনী। আল্লাহ তাকে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য দান করেছিলেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তার ফসলের ক্ষেত ও বাগ-বাগিচা মক্কা হ'তে ত্বায়েফ পর্যন্ত (৬০ মাইল) বিস্তৃত ছিল। ছওরী বলেন, তার বার্ষিক আয় ছিল এক কোটি দীনার। শীত-গ্রীষ্ম উভয় মৌসুমে তার ক্ষেতের ফসল ও বাগানের আমদানী অব্যাহত থাকত। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেছেন, وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُوداً 'তাকে আমি দিয়েছিলাম প্রচুর মাল-সম্পদ' *(মুদ্দাছছির ৭৪/১২)*। তাকে আরবদের সরদার গণ্য করা হ'ত। সে 'রায়হানাতু কুরায়েশ' (কুরায়েশ-এর শান্তি) নামে খ্যাত ছিল। অহংকারে স্ফীত হয়ে সে নিজেকে 'অহীদ ইবনুল অহীদ' 'অদ্বিতীয়ের বেটা অদ্বিতীয়' বলত। অর্থাৎ সে ভাবত যে, গোটা কুরায়েশ বংশের মধ্যে সে ও তার বাপ ছিল অতুলনীয় ও অদ্বিতীয়। একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা গাফের/মুমিন পাঠ করছিলেন- حم، تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ- 'হা-মীম'। কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে, যিনি পরাক্রমশালী। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তাঁর কাছেই সবার প্রত্যাবর্তন স্থল' *(গাফের ৪০/১-৩)*।

শুরুতে উক্ত তিনটি আয়াত শুনে সে বলে উঠল... 'আল্লাহ্র কসম আমি তার মুখে এমন কালাম শুনেছি, যা কোন মানুষের কালাম হ'তে পারে না এবং তা কোন জিনেরও কালাম হ'তে পারে না। এতে রয়েছে এক অপূর্ব মাধুর্য এবং এর শব্দ বিন্যাসে রয়েছে এক বিশেষ বর্ণাঢ্যতা। এর বাহ্যিক আবরণ হৃদয়গ্রাহী এবং অভ্যন্তরভাগে প্রবাহিত রয়েছে এক স্নিগ্ধ ফল্গুধারা। এটা নিশ্চিতই সবার ঊর্ধ্বে থাকবে এবং এর উপরে কেউ প্রবল হ'তে পারবে না। এটা কখনোই মানুষের কালাম নয়'।

কিন্তু দুঃখজনক কথা এই যে, সবকিছু স্বীকার করার পরও কেবল অহংকার ও বিদ্বেষবশতঃ সে রাসূলের নবুঅতকে স্বীকৃতি না দিয়ে বিরুদ্ধাচরণের পথ বেছে নিল। ওইদিন অলীদের গৃহে অনুষ্ঠিত বৈঠকে রাসূলকে 'জাদুকর' বলে প্রচার করার সিদ্ধান্তের ঘটনা এবং অলীদের বাকভঙ্গী আল্লাহ নিজস্ব রীতিতে বর্ণনা করেন নিম্নোক্ত ভাবে-

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ- فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ- ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ- ثُمَّ نَظَرَ- ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ- ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ- فَقَالَ إِنْ هَـذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ- إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ-

'সে চিন্তা করল ও মনস্থির করল'। 'ধ্বংস হৌক সে কিরূপ মনস্থ করল'? 'ধ্বংস হৌক সে কিরূপ মনস্থ করল'? 'অতঃপর সে তাকাল'। 'অতঃপর ভ্রুকুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল'। 'অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল ও অহংকার করল'। 'তারপর বলল, অর্জিত জাদু বৈ কিছু নয়'। 'এটা মানুষের উক্তি বৈ কিছু নয়' *(মুদ্দাছছির ৭৪/১৮-২৫)*। অত্র সূরায় ১১ হ'তে ২৬ পর্যন্ত ১৬টি আয়াত কেবল অলীদ সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, অলীদ রাসূলকে 'মিথ্যাবাদী' বলতে সাহস করেনি। তাই অবশেষে কালামে পাকের জাদুকরী প্রভাবের কথা চিন্তা করে রাসূলকে 'জাদুকর' বলে অপবাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। এতে আল্লাহ তাকে পরপর দু'বার অভিসম্পাৎ দিয়ে বলেন, فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ- ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ- 'ধ্বংস হৌক সে কিরূপ মনস্থ করল'। 'ধ্বংস হৌক সে কিরূপ মনস্থ করল'।

হজ্জের মৌসুমে রাসূলের দাওয়াত :

যথা সময়ে হজ্জের মৌসুম এসে গেল। হজ্জের মাসের আগে-পিছে দু'মাস হ'ল হরমের মাস। এ তিন মাস মারামারি-কাটাকাটি নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হজ্জে আগত মেহমানদের তাঁবুতে গিয়ে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। ওদিকে অলীদের পরামর্শ মতে আবু লাহাবের নেতৃত্বে পরিচালিত গীবতকারী দল সবার কাছে গিয়ে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন অপবাদ প্রচার করতে থাকে এবং শেষে বলে আসে যে, সে একজন জাদুকর। তার কথা শুনলেই জাদুগ্রস্ত হয়ে যেতে হবে। অতএব কেউ যেন তার ধারে কাছে না যায়। খোদ আবু লাহাব নির্লজ্জের মত রাসূলের পিছে পিছে ঘুরতে লাগল। রাসূল (ছাঃ) যেখানেই যান, সেখানেই সে গিয়ে বলে لاَتُطِيْعُوْهُ فَإِنَّهُ صَابِئٌ كَذَّابٌ 'তোমরা কেউ এর কথা শুনো না। সে বেদ্বীন ও মিথ্যুক'।[১]

১. *আহমাদ হা/১৬০৬৬, ১৬০৬৯, সনদ হাসান, ইবনু খুযায়মাহ হা/১৫৯, সনদ ছহীহ।*

শুধু তাই নয়, সে উপরোক্ত গালি দিয়ে হজ্জ মৌসুমের বাইরে যুল-মাজাযের বাজারে রাসূলের পায়ে সজোরে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল। যাতে তাঁর গোড়ালী রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল।[২]

লাভ ও ক্ষতি

এই ব্যাপক অপপ্রচারের ফলে রাসূলের জন্য লাভ ও ক্ষতি দু'টিই হ'ল। লাভ হ'ল এই যে, তাঁর নবুঅত দাবীর কথা সর্বত্র প্রচারিত হ'ল। যা সুদূর মদীনায় কিতাবধারী ইহুদী-নাছারাদের কানে পৌঁছে গেল। এতে তারা বুঝে নিল যে, তাওরাত-ইনজীলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আখেরী যামানার নবীর আগমন ঘটেছে। ফলে দ্বীনদার লোকদের মধ্যে তাঁর প্রতি ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হ'ল।

পক্ষান্তরে ক্ষতি হ'ল এই যে, একজন লোকও তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিল না। বরং অনেকের মধ্যেই তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হ'ল। সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক ছিল আবু লাহাবের নোংরা প্রচারণা। কেননা সে ছিল রাসূলের আপন চাচা, নিকটতম প্রতিবেশী, তাঁর দুই মেয়ের সাবেক শ্বশুর এবং সুপরিচিত নেতা ও বড় ব্যবসায়ী। তার কথা সবাই বিশ্বাস করে নিল। পরিণামে দীর্ঘ তিন মাসব্যাপী দিন-রাতের দাওয়াত বাহ্যতঃ নিষ্ফল হ'ল।

বিরোধিতার নয়া কৌশল সমূহ

১. অপবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি :

হজ্জের মৌসুম শেষে নেতারা পুনরায় হিসাব-নিকাশে বসে গেল। তারা দেখল অপবাদ রটনায় কাজ হয়েছে সবচেয়ে বেশী। এর দ্বারা যেমন প্রতিপক্ষকে মানসিকভাবে দুর্বল করা যায়। অন্যদিকে তেমনি সাধারণ মানুষ দ্রুত সেটা লুফে নেয়। কেউ যাচাই-বাছাই করতে চাইলে তো আমাদের কাছেই আসবে। কেননা আমরাই সমাজের নেতা এবং আমরাই তার নিকটতম আত্মীয় এবং প্রতিবেশী। অতএব আমরাই যখন তার বিরুদ্ধে বলছি, তখন কেউ আর এ পথ মাড়াবে না। অতএব অপবাদের ধারা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল। একটি হিসাব মতে রাসূলের বিরুদ্ধে তারা অনেকগুলি অপবাদ তৈরী করল। যেমন-

তিনি **(১) পাগল (২) কবি** وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ *(ছাফফাত ৩৭/৩৬)*, **(৩) জাদুকর ও (৪) মহা মিথ্যাবাদী** وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ *(ছোয়াদ ৩৮/৪)*, **(৫) পুরাকালের উপাখ্যান বর্ণনাকারী** إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ *(আনফাল ৮/৩১)*। **(৬) অন্যের সাহায্যে মিথ্যা রচনাকারী** يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ *(নাহল ১৬/১০৩)*, **(৭) মিথ্যা রটনাকারী** وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ *(ফুরক্বান ২৫/৪)*, **(৮) ভবিষ্যদ্বক্তা** فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ *(তূর ৫২/২৯)*। **(৯) ফেরেশতা নয়, এতো সাধারণ মানুষ** وَقَالُوا مَال هَذَا الرَّسُول يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاق لَوْلاَ أُنزل إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُون مَعَهُ نَذِيراً *(ফুরক্বান ২৫/৭)*। **(১০) পথভ্রষ্ট** وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلاَء لَضَالُّونَ *(তাত্বফীফ ৮৩/৩২)*। **(১১) বেদ্বীন** قَالَ ابو لهب: لاَتُطِيْعُوْهُ فَإِنَّهُ صَابِىءٌ كَذَّابٌ *(আর-রাহীক্ব পৃঃ ৮২)*। **(১২) পিতৃধর্ম বিনষ্টকারী (১৩) জামা'আত বিভক্তকারী** *(আর-রাহীক্ব পৃঃ ৯৭)* **(১৪) জাদুগ্রস্ত** يَقُوْلُ الظَّالِمُوْنَ إِنْ تَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوْراً *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৪৭)*। **(১৫) 'মুযাম্মাম' (নিন্দিত)** *(আর-রাহীক্ব পৃঃ ৮৭)*। **(১৬) এতদ্ব্যতীত মদীনায় হিজরত করার পর সেখানকার দুরাচার ইহুদীরা রাসূলকে 'রা'এনা' (رَاعِنَا) বলে ডাকত**। তাদের মাতৃভাষা হিব্রুতে যার অর্থ شريرنا 'আমাদের দুষ্ট ব্যক্তিটি'।[৩]

এইসব অপবাদের জওয়াবে আল্লাহ বলেন, انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلاً 'দেখ ওরা তোমার জন্য কেমন সব উপমা দেয়। ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব ওরা পথ পেতে পারে না' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৪৮)*।

২. নাচ-গানের আসর করা : গল্পের আসর জমানো এবং গান-বাজনা ও নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠান করা, যাতে মানুষ মুহাম্মাদের কথা না শোনে। এজন্য অন্যতম কুরায়েশ নেতা ও বিত্তশালী ব্যবসায়ী নযর বিন হারেছ তৎকালীন সমৃদ্ধ নগরী ইরাকের 'হীরা' চলে গেল এবং সেখান থেকে পারস্যের প্রাচীন রাজা-বাদশাদের কাহিনী, মহাবীর রুস্তম ও খৃষ্টপূর্বকালের দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের কাহিনী শিখে এসে মক্কায় বিভিন্ন স্থানে গল্পের আসর বসাতে শুরু

---

২. *ছহীহ ইবনু হিব্বান, হাকেম ২/৬১১; দারাকুৎনী হা/২৯৫৭, সনদ হাসান; তফসীরে কুরতুবী।*

৩. *আরবী ভাষায় এর অর্থ 'আমাদের তত্ত্বাবধায়ক'। মাদ্দাহ الرعاية والحفظ এই লকবে ডেকে তারা বাহ্যতঃ মুসলমানদের খুশী করত। কিন্তু এর দ্বারা তারা নিজেদের ভাষা অনুযায়ী টিটকারী অর্থ নিত। সেকারণ আল্লাহ এটাকে নিষিদ্ধ করে انظُرْنَا ('আমাদের দেখাশুনা করুন') লকবে ডাকার নির্দেশ দিলেন (বাক্বারাহ ২/১০৪)।*

www.at-tahreek.com

করল। যেখানেই রাসূল (ছাঃ) মানুষকে জাহান্নামের ভয় ও জান্নাতের সুখ-শান্তির কথা শুনিয়ে মানুষকে দ্বীনের পথে দাওয়াত দিতেন, নযর বিন হারেছ সেখানে গিয়ে উক্ত সব কাহিনী শুনিয়ে বলত, এগুলো কি মুহাম্মাদের কাহিনীর চেয়ে উত্তম নয়? এতেও সে ক্ষান্ত না হয়ে অনেকগুলি সুন্দরী দাসী ক্রয় করল, যারা নাচ-গানে পারদর্শী ছিল। সে বিভিন্ন স্থানে নাচ-গানের আসর বসাতো এবং মানুষকে সেখানে আকৃষ্ট করত। এমনকি কোন লোক মুহাম্মাদের অনুসারী হয়েছে জানতে পারলে সে ঐসব সুন্দরীদের তার পিছে লাগিয়ে দিত এবং তাকে ফিরিয়ে আনার যেকোন পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিত।

উপরোক্ত ঘৃণ্য ক্রিয়া-কলাপের প্রেক্ষিতেই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ-

'লোকেদের মধ্যে একটি শ্রেণী আছে, যারা মানুষকে আল্লাহ্র পথ হ'তে গোমরাহ করার জন্য অলীক কল্পকাহিনী খরিদ করে অজ্ঞতাবশে এবং এগুলো খেল-তামাশা রূপে গ্রহণ করে। এদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি' *(লোকমান ৩১/৬)*।

আধুনিক যুগের মিথ্যাচার ও খেল-তামাশার বাহন স্বরূপ ইসলাম বিরোধী প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সমূহ এ আয়াতের আওতাভুক্ত। সেযুগের চেয়ে এ যুগে এসবের ক্ষতি শত শতগুণ বেশী। কেননা সে যুগে এসব যে স্থানে প্রদর্শিত হ'ত, সে স্থানের দর্শক ও শ্রোতা লোকগুলিই কেবল সংক্রমিত হ'ত। কিন্তু আধুনিক যুগে এর প্রতিক্রিয়া হয় একই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি দর্শক ও শ্রোতার মধ্যে। সেকারণ এ যুগের পরিবার প্রধান ও বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দের সতর্কতা অবলম্বন করা বিগত যেকোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশী যরূরী।

৩. ইহুদী-নাছারা পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়ে তাঁকে ভণ্ডনবী প্রমাণের চেষ্টা।

এতদুদ্দেশ্যে কুরায়েশ নেতারা পরামর্শ করে নযর ইবনে হারেছ এবং ওক্বা ইবনে আবী মু'আইত্বকে মদীনায় পাঠায়। সেখানকার ইহুদী-নাছারা পণ্ডিতেরা তাদেরকে তিনটি প্রস্তাব শিখিয়ে দিয়ে বলল যে, যদি মুহাম্মাদ এগুলির সঠিক জবাব দিতে পারে, তাহলে সে যথার্থ নবী। নইলে সে ভণ্ড নবী। তারা এসে নবীকে তিনটি প্রশ্ন করল। পনের দিনের মধ্যে তিনি তাদের সবকটি প্রশ্নের জবাব দিলেন। প্রশ্ন তিনটি ছিল নিম্নরূপ :

(১) আছহাবে কাহফের সেই যুবকদের ঘটনা, যারা প্রাচীনকালে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

(২) যুল-ক্বারনায়েন-এর ঘটনা, যিনি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমে বিশ্বব্যাপী সফর করেছিলেন।

(৩) রূহ কি? এগুলির মধ্যে রূহ কি- এ প্রশ্নের জবাবে সূরা বনু ইস্রাঈলের ৮৫ আয়াতে নাযিল হয়। অতঃপর বাকী দু'টি ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা কাহফ নাযিল হয় *(ইবনু জারীর ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে এবং কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

৪. ইহুদী পণ্ডিতদের আনিয়ে সরাসরি নবীকে পরীক্ষা করা। যেমন মদীনা থেকে একদল ইহুদী পণ্ডিত এসে কুরায়েশ নেতাদের সাথে নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে প্রশ্ন করল। কেননা এ কাহিনী তখন মক্কার লোকদের নিকটে অজ্ঞাত ছিল। তাদের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে গোটা সূরা ইউসুফ নাযিল হয়ে যায়।

৫. চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করণের প্রস্তাব : সবকিছুতে ব্যর্থ হয়ে সবশেষে ইহুদী পণ্ডিতেরা কুরায়েশ নেতাদেরকে একটা বিস্ময়কর কৌশল শিখিয়ে দিল। তারা বলল, মুহাম্মাদ জাদুকর কি-না, যাচাইয়ের একটা প্রকৃষ্ট পন্থা এই যে, জাদুর প্রভাব কেবল যমীনেই সীমাবদ্ধ। আসমানে এর কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। অতএব তোমরা মুহাম্মাদকে বল, সে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করুক। সম্ভবতঃ হযরত মূসা (আঃ) কর্তৃক লাঠির সাহায্যে নদী বিভক্ত হওয়ার মু'জেযা থেকেই চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার চিন্তাটি ইহুদীদের মাথায় আসে। অথচ নদী বিভক্ত করার চাইতে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা কতই না কঠিন বিষয়। কুরায়েশ নেতারা এবার মহা খুশীতে বাগবাগ হয়ে গেল এই ভেবে যে, এবারে নির্ঘাত মুহাম্মাদ পরাজিত হবে। তারা দল বেঁধে রাসূলের কাছে গিয়ে এক চন্দ্রোজ্জ্বল রাত্রিতে উক্ত প্রশ্ন করল। ঐ সময় সেখানে হযরত আলী, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, জুবায়ের ইবনু মুত্বইম নওফেলী প্রমুখ ছাহাবী উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু ছাহাবী উক্ত বিষয়ে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যে কারণ হাফেয ইবনে কাছীর এতদসংক্রান্ত হাদীছকে 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ভুক্ত বলেছেন।

কুরায়েশ নেতাদের দাবী মোতাবেক আল্লাহ্র হুকুমে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) উক্ত মু'জেযা প্রদর্শন করলেন। মুহূর্তের মধ্যে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পূর্ব ও পশ্চিমে ছিটকে পড়ল। উভয় টুকরার মাঝখানে পাহাড় আড়াল হয়ে গেল। অতঃপর পুনরায় দুই টুকরা এসে সংযুক্ত হ'ল। এ সময় আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) মিনা-তে ছিলেন। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) কর্তৃক ছহীহায়নের বর্ণনায় এসেছে যে, এরপর রাসূল (ছাঃ)

উপস্থিত নেতাদের বললেন, إِشْهَدُوْا 'তোমরা সাক্ষ্য থাক'।[৪] ইবনু মাস'ঊদ ও ইবনু ওমর কর্তৃক ছহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে যে, ঐসময় আল্লাহকে সাক্ষী রেখে রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষ্য থাক।[৫] উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে শূরা ক্বামার নাযিল হয়। যার শুরু হ'ল اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ 'ক্বিয়ামত আসন্ন। চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে' *(ক্বামার ৫৪/১)*।

এতবড় ঘটনা চাক্ষুষ দেখা সত্ত্বেও কুরায়েশ নেতারা ঈমান আনলো না। পরে বিভিন্ন এলাকা হ'তে লোকদের কাছেও তারা একই ঘটনা শুনলো। কিন্তু যিদ ও অহংকার তাদেরকে বিরত রাখলো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ، وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ، 'তারা যদি কোন নিদর্শন (যেমন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করণ) দেখে, তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে যে, এটা তো বড় শক্ত জাদু'। 'তারা মিথ্যারোপ করল এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করল। অথচ প্রত্যেক কাজই স্থিরীকৃত *(ক্বামার ২-৩)*। তারীখে ফিরিশতায় বর্ণিত হয়েছে যে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করণের এই দৃশ্য ভারতের মালাবারের জনৈক মহারাজা স্বচক্ষে দেখেন এবং তা নিজের রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করেন। পরে আরব বণিকদের মুখে ঘটনা শুনে তিনি মুসলমান হয়ে যান।[৬] ১৯৬৯-এর ২০শে জুলাই চন্দ্রে প্রথম পদার্পণকারী দলের নেতা নেইল আর্মষ্ট্রং স্বচক্ষে চন্দ্রপৃষ্ঠের বিভক্তি রেখা দেখে বিস্ময়াভিভূত হন এবং ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু মার্কিন প্রশাসনের ভয়ে তিনি একথা কয়েক বছর পরে প্রকাশ করেন। তবে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এ খবরটির সত্যতা যাচাই করা যায়নি।

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা ছাড়াও রাসূলের জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মু'জেযা প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু এগুলি ছিল কেবল হঠকারীদের অহংকার চূর্ণ করার জন্য। এর দ্বারা তারা কখনোই হেদায়াত লাভ করেনি।

৬. আপোষমুখী দাওয়াতী পদ্ধতি গ্রহণের প্রস্তাব পেশ : বুদ্ধিবৃত্তিক ও অলৌকিক সকল পন্থায় পরাজিত হওয়ায় কুরায়েশ নেতারা এবার আপোষমুখী পদ্ধতি গ্রহণ করল। কিছু গ্রহণ ও কিছু বর্জনের নীতিতে তারা রাসূলের সাথে আপোষ করতে চাইল। কুরআনের ভাষায় وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ 'তারা চায় যদি আপনি কিছুটা শিথিল হয়ে যান, তাহ'লে তারাও নমনীয় হয়ে যাবে' *(ক্বলম ৬৮/৯)*। এ বিষয়ে তাদের প্রস্তাবগুলি ছিল নিম্নরূপ :

(ক) মুহাম্মাদ এক বছর আমাদের মা'বূদের (অর্থাৎ দেব-দেবীর) পূজা করবে, আমরাও একবছর মুহাম্মাদের রব-এর পূজা করব *(ইবনু জারীর ও ত্বাবারাণী)*। (খ) যদি মুহাম্মাদ আমাদের উপাস্যগুলির স্বীকৃতি দেয়, তাহ'লে আমরা সকলে তার উপাস্যের ইবাদত করব (গ) আমরা উভয়ে উভয়ের মা'বূদের পূজা করব। তারপর দেখব, যার মা'বূদ যে অংশে উত্তম, আমরা সেই অংশটুকু পরস্পরে গ্রহণ করে নেব (ঘ) মুহাম্মাদ আমাদের দেব-দেবীর গায়ে কেবল একটু হাত বুলিয়ে দিক, তাতেই আমরা তাকে সত্য বলে মেনে নিব। তখন সূরা কাফেরূণ নাযিল হয় এবং তাদের সাথে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য যে, সূরা কাফেরূন নাযিলের কারণ হিসাবে বর্ণিত উপরোক্ত বিষয়গুলির সূত্র যথার্থভাবে ছহীহ নয়। তবে এগুলির প্রসিদ্ধি অতি ব্যাপক।

৭. লোভনীয় প্রস্তাব পেশ : অতঃপর তারা সাধারণ মুসলমানদের ফিরিয়ে আনার জন্য লোভনীয় প্রস্তাব সমূহ প্রেরণ করল। সেরা ধনী অলীদ বিন মুগীরাহর নেতৃত্বে তারা নির্যাতিত-নিপীড়িত নওমুসলিমদের বলতে লাগলো যে, তোমরা পিতৃধর্মে ফিরে এলে তোমাদের জীবনে সচ্ছলতা ও সুখ-সাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এমনকি পরকালে তোমাদের পাপের বোঝা আমরা বহন করব। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন,

قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ-

'আপনি বলুন, আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে পালনকর্তা হিসাবে কামনা করব? অথচ তিনিই সকল বস্তুর প্রতিপালক। যে ব্যক্তি কোন পাপ করে, সেটা তারই। কেউ কারু বোঝা বহন করবে না। তোমাদের প্রভুর নিকটেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তিনিই তোমাদের জানিয়ে দিবেন যেসব বিষয়ে তোমরা বিরোধ করতে' *(আন'আম ৬/১৬৪)*।

৮. উদ্ভট দাবী সমূহ পেশ : যেমন (ক) কুরায়েশ নেতারা বলল, মুহাম্মাদ তুমি তোমার প্রভুকে বল যেন মক্কার পাহাড়গুলি সরিয়ে এস্থানটিকে সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেন (খ) এখানে নহর সমূহ প্রবাহিত করে

৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৫৪-৫৫*।
৫. *মুসলিম হা/৭০৭৩-৭৪ 'মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যাবলী' অধ্যায়, 'চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করণ' অনুচ্ছেদ*।
৬. *বঙ্গানুবাদ তাফসীর মাআরেফুল কুরআন পৃঃ* ১৩১২।

দেন, যেমন সিরিয়া ও ইরাকে রয়েছে' (গ) ছাফা পাহাড়কে যেন স্বর্ণের পাহাড় বানিয়ে দেন।[৭] (ঘ) তিনি যেন আমাদের বাপ-দাদাদের জীবিত করে দেন এবং তার মধ্যে যেন অবশ্যই আমাদের বিশ্বস্ত নেতা ও পূর্বপুরুষ কুছাই বিন কিলাব থাকেন। যিনি এসে বলবেন যে, হাঁ, আল্লাহ্র কাছে তোমার কিছু মর্যাদা আছে এবং তিনি তোমাকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন।[৮] জবাবে রাসূল প্রেরণের তিনটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ-

'তিনি সেই মহান সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের মধ্যকার একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের নিকটে তাঁর আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করেন ও তাদের (হৃদয় জগতকে) পরিচ্ছন্ন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ) শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে ছিল স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে' *(জুম'আ ৬২/২)*।

৯. দুনিয়াবী স্বার্থ লাভের দাবী পেশ : এক সময় তারা তিনটি দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়। **এক-** যদি তুমি সত্যই নবী হয়ে থাক, তবে মো'জেযার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার আমাদের কাছে এনে দাও। **দুই-** আমাদের ভবিষ্যৎ ভাল-মন্দের বিষয়গুলি বলে দাও। যাতে আমরা আগেভাগে সাবধান হ'তে পারি। **তিন-** তুমি একজন ফেরেশতাকে নবী হিসাবে এনে দাও, আমরা তাকে নেতা রূপে মেনে নেব। কেননা তুমি তো আমাদেরই মত একজন মানুষ মাত্র।

জবাবে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন,

قُل لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ-

'আপনি বলে দিন যে, আমি তোমাদেরকে একথা বলিনা যে, আমার কাছে আল্লাহ্র ধন-ভাণ্ডার সমূহ রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগত নই। আমি একথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো কেবল অহি-র অনুসরণ করি। যা আমার নিকটে প্রেরণ করা হয়। আপনি বলে দিন যে, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কখনো কি সমান হয়? তোমরা কি চিন্তা করবে না? *(আন'আম ৬/৫০)*।

১০. বিভিন্ন অপযুক্তি প্রদর্শন : যেমন- (ক) তারা যুক্তি দেখিয়ে বলে, আল্লাহ প্রেরিত রাসূল হ'লে সে কখনো মানুষের মত খাওয়া-দাওয়া ও বাজার-ঘাট করে বেড়াত না। আল্লাহ বলেন, وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلاَ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً- 'তারা বলে যে, এ কেমন রাসূল খাদ্য আহার করে ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করে? কেন তার নিকটে ফেরেশতা নাযিল হ'ল না যে তার সাথে ভয় প্রদর্শনকারী হ'ত' *(ফুরক্বান ২৫/৭)*। জবাবে আল্লাহ বলেন, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ- 'যদি আমরা কোন ফেরেশতাকে রাসূল করে পাঠাতাম, তবে সে মানুষের আকারেই হ'ত এবং তাকে ঐ ধরনের পোষাক পরাতাম, যা তারা পরিধান করে' *(আন'আম ৬/৯)*। তিনি বলেন, انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً- 'আপনি দেখুন ওরা কিভাবে আপনার নামে (বাজে) উপমাসমূহ প্রদান করছে। ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব ওরা আর পথ পেতে পারে না' *(ফুরক্বান ২৫/৯)*।

(খ) তারা বলল, যদি নিতান্তই কোন মানুষকে নবী করার ইচ্ছা ছিল, তাহ'লে মক্কা ও ত্বায়েফের বিত্তবান প্রভাবশালী কোন ব্যক্তিকে কেন নবী করা হ'ল না? আল্লাহ বলেন, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ- 'তারা বলে, কুরআন কেন দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপরে অবতীর্ণ হ'ল না? *(যুখরুফ ৪৩/৩১)*। জবাবে আল্লাহ বলেন, أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ 'তারা কি আপনার প্রতিপালকের রহমত বণ্টন করবে? *(যুখরুফ ৪৩/৩২)*। অর্থাৎ আল্লাহ কাকে নবুঅত দান করবেন এটা কেবল তাঁরই এখতিয়ার। রহমত বণ্টনের দায়িত্ব সম্পর্ণরূপে তাঁর হাতে।

(গ) কোন যুক্তিতে কাজ না হওয়ায় অবশেষে তারা অজুহাত দিল, যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহ'লে আমরা শিরক করতাম না। যেমন আল্লাহ বলেন,

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ-

'এখন মুশরিকরা বলবে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে

৭. *কুরতুবী, ইবনু কাছীর, বাক্বারাহ ১০৮।*
৮. *মনছূরপুরী, রহমাতুল লিল আলামীন ১/৬১।*

না আমরা শিরক করতাম, না আমাদের বাপ-দাদারা ... আপনি বলুন, তোমাদের কাছে কি কোন প্রমাণ আছে যে, আমাদের দেখাতে পার? তোমরা কেবল ধারণার অনুসরণ কর এবং কেবল অনুমান করে কথা বলে থাক' *(আন'আম ৬/১৪৮)*। অথচ বান্দা শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত হউক, এটা কখনোই আল্লাহ চান না। যেমন তিনি বলেন, وَلاَيَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ 'তিনি তার বান্দাদের কুফরীতে সন্তুষ্ট নন *(যুমার ৩৯/৭)*।

বিভিন্নমুখী অত্যাচার : (ক) রাসূলের উপর

সমস্ত যুক্তি, কৌশল ও আপোষ প্রস্তাব ব্যর্থ হওয়ার পর আবু লাহাবের নেতৃত্বে কুরায়েশ নেতাদের মধ্য থেকে ২৫ জনের একটি কমিটি গঠিত হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীদের বিরুদ্ধে এখন থেকে কঠোরতম নির্যাতন চালাতে হবে। এ ব্যাপারে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ করা চলবে না।

তারা দেখল যে, অন্য মুসলমানদের নিয়ে কোন সমস্যা নেই। তারা অধিকাংশই সমাজের দুর্বল শ্রেণীর। আবু বকর, ওছমান প্রমুখ যারা উচ্চ শ্রেণীর আছেন, তারা ভদ্র মানুষ। দুষ্টদের অভদ্রতার সামনে তারা মুহাম্মাদকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখেন না। সমস্যা হ'ল খোদ মুহাম্মাদ ও তাঁর চাচা আবু তালেবকে নিয়ে। এ দু'জনই অত্যন্ত সম্মানিত ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। তাদের উপরে হস্তক্ষেপ করলে তাদের দু'টি গোত্র বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব ঝাঁপিয়ে পড়বে। যদিও তারা মুশরিক। সবদিক ভেবেচিন্তে তারা দুর্বল মুসলমানদের উপরে নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি করার সাথে সাথে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে দৈহিকভাবে ও মানসিকভাবে অপদস্থ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যেমন-

১. রাসূলের উপর প্রতিবেশীদের অত্যাচার

আবু লাহাব ছিল রাসূলের চাচা ও নিকটতম প্রতিবেশী। সে ও তার স্ত্রী ছাড়াও অন্যতম প্রতিবেশী ছিল হাকাম বিন আবুল 'আছ বিন উমাইয়া, উক্বা বিন আবু মু'আইত্ব, আদী বিন হামরা ছাক্বাফী, ইবনুল আছদা আল-হুযালী। এদের মধ্যে কেবল হাকাম বিন আবুল 'আছ বিন উমাইয়া ইসলাম কবুল করেছিলেন। ইনিই ছিলেন উমাইয়া খেলাফতের অন্যতম খলীফা মারওয়ানের পিতা। বস্তুতঃ মু'আবিয়া ও ইয়াযীদ বাদে তাঁর বংশধরগণই উমাইয়া খেলাফতের ধারানুক্রমিক খলীফা ছিলেন। ইনি ব্যতীত বাকীরা রাসূলের উপর নানাবিধ অত্যাচার চালায়। যেমন, তাদের বাড়ির যবেহ করা দুম্বা-ভেড়ার নাড়ি-ভুঁড়ি তারা রাসূলের বাড়ীর মধ্যে ছুঁড়ে মারত। তাদের বাড়ীর আবর্জনাসমূহ রাসূলের রান্না ঘরের মধ্যে নিক্ষেপ করত যাতে রান্না অবস্থায় সব তরকারি নষ্ট হয়ে যায়। রাসূল সেগুলি কুড়িয়ে এনে দরজায় খাড়া হয়ে তাদের ডাক দিয়ে বলতেন يابنى عبد مناف أى جوارهذا؟ 'হে বনু আবদে মানাফ! এটা কেমন প্রতিবেশী সুলভ আচরণ?'এরপর তিনি সেগুলি দূরে ফেলে আসতেন।

২. কা'বা গৃহে ছালাতরত অবস্থায় কষ্টদান

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন যে, একদিন রাসূল (ছাঃ) বায়তুল্লাহর পাশে ছালাত আদায় করছিলেন। আবু জাহল ও তার সাথীরা অদূরে বসেছিল। কিছুক্ষণ পর তার নির্দেশে ভুঁড়ি এনে সিজদারত রাসূলের দুই কাঁধের মাঝখানে চাপিয়ে দিল, যাতে ঐ বিরাট ভুড়ির চাপে ও দূর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান। ইবনু মাসঊদ বলেন, আমি সব দেখছিলাম। কিন্তু এই অবস্থায় আমার কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না। অন্যদিকে শত্রুরা দানবীয় উল্লাসে ফেটে পড়ছিল। এই সময় কিভাবে এই দুঃসংবাদ ফাতেমার কানে পৌঁছলে তিনি দৌড়ে এসে ভুঁড়িটি সরিয়ে দিয়ে পিতাকে সাক্ষাত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাথা উঁচু করে তিনবার বলেন,

اللهم عليك بقريش (ثلاث مرات)، اللهم عليك بعمرو بن هشام اى بأبى جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وامية بن خلف وعقبة بن ابى مُعَيط وعُمارة بن الوليد، متفق عليه-

'হে আল্লাহ তুমি কুরায়েশকে ধরো (তিনবার)! হে আল্লাহ তুমি আমর ইবনে হেশাম আবু জাহলকে ধরো। হে আল্লাহ তুমি উৎবা ও শায়বাহ বিন রাবী'আহ, অলীদ বিন উৎবা, উমাইয়া বিন খালাফ, ওক্বা বিন আবু মু'আইত্ব এবং উমারাহ বিন অলীদকে ধরো'। ইবনু মাস'ঊদ বলেন, আমি তাদের (উক্ত ৭ জনের) সবাইকে বদর যুদ্ধে নিহত হয়ে কূয়ায় নিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখেছি'।[৯]

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নেককার ব্যক্তির দো'আ বা বদ দো'আ অবশ্যই আল্লাহর নিকটে কবুল হয়। তার বাস্তবায়ন সঙ্গে সঙ্গে হ'তে পারে কিংবা দেরীতে হয়ে থাকে অথবা পরকালে হয়। কিন্তু দেরীতে হওয়ার কারণে বদকারগণ ঐ বদ দো'আর কোন গুরুত্ব দেয় না। বরং পুনরায় কঠিনভাবে শত্রুতা করতে থাকে। যেমন আবু জাহল গং রাসূলের বদ দো'আ শুনে ঘাবড়ে গেলেও পরক্ষণে তা ভুলে যায় ও বিপুল উৎসাহে শত্রুতা করতে থাকে। অবশেষে এই ঘটনার প্রায়

৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৪৭; 'রাসূলের আবির্ভাব ও অহি-র সূচনা' অনুচ্ছেদ।*

দশ বছর পর বদর যুদ্ধে তাদের উপরে রাসূলের উক্ত বদ দো'আর বাস্তবায়ন ঘটে ও সবগুলো একত্রে ধ্বংস হয়ে যায়।

৩. সম্মুখে ও পশ্চাতে নিন্দা করা ও অভিশাপ দেওয়া : এ ব্যাপারে উমাইয়া বিন খালাফ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সে পশ্চাতে সর্বদা নিন্দা করত। তাছাড়া রাসূলকে দেখলেই তাঁর সামনে গিয়ে যাচ্ছে তাই বলে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করত এবং তাঁকে অভিশাপ দিত। এ প্রসঙ্গেই নাযিল হয়, وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ 'প্রত্যেক সম্মুখ নিন্দাকারী ও পশ্চাতে নিন্দাকারীর জন্য রয়েছে ধ্বংস' *(হুমাযাহ ১০৪/১)*।

৪. রাসূলের মুখে থুথু নিক্ষেপ করা :

(ক) উমাইয়া বিন খালাফের ভাই উবাই বিন খালাফ ছিল আরেক দুরাচার। সে যখন শুনতে পেল যে, ওক্বা বিন আবু মু'আইত্ব রাসূলের কাছে বসে কিছু আল্লাহ্র বাণী শুনেছে, তখন ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে ওক্বাকে বাধ্য করল যাতে সে তৎক্ষণাৎ গিয়ে রাসূলের মুখে থুথু নিক্ষেপ করে আসে। ওক্বা তাই-ই করল।

(খ) অনুরূপ এক ঘটনায় একদিন আবু লাহাবের পুত্র উতায়বা বিন আবু লাহাব এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, আমি সূরা নাজমের ১ ও ৮ আয়াত (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى- ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى) দু'টিকে অস্বীকার করি বলেই একটা হেঁচকা টানে রাসূলের গায়ের জামা ছিঁড়ে দিল এবং তাঁর মুখে থুথু নিক্ষেপ করল। অথচ এই হতভাগা ছিল রাসূলের জামাতা। যে তার পিতার কথা মত রাসূলের মেয়ে উম্মু কুলছূমকে তালাক দেয়। পরে উক্ত মেয়ের বিয়ে হযরত ওছমানের সাথে হয়। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তখন তাকে বদ দো'আ করে বললেন, اللهم سلط عليه كلبا من كلابك 'আল্লাহ তুমি এর উপরে তোমার কোন একটি কুকুরকে বিজয়ী করে দাও'। কিছুদিন পরে ওতায়বা সিরিয়ায় ব্যবসায়িক সফরে গেলে সেখানে যারক্বা (الزرقاء) নামক স্থানে রাত্রি যাপন করে। এমন সময় হঠাৎ একটা বাঘকে সে তাদের চারপাশে ঘুরতে দেখে ভয়ে বলে উঠল, هو والله يأكلني كما دعا محمد عليّ فقتلني وهو بمكة وانا بالشام 'আল্লাহ্র কসম! এ আমাকে খেয়ে ফেলবে। এভাবেই তো মুহাম্মাদ আমার বিরুদ্ধে দো'আ করেছিল। সে আমাকে হত্যা করল। অথচ সে মক্কায় আর আমি শামে'। পরদিন সকালে বাঘ এসে সবার মধ্য থেকে তাকে ধরে নিয়ে ঘাড় মটকে হত্যা করল। ইমাম কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে অত্র ঘটনাটি সূরা আবাসা-এর ১৭ আয়াত (قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ)-এর শানে নুযূল হিসাবে বর্ণনা করেছেন যাহহাকের সূত্রে ইবনু আব্বাস হতে। সেখানে নাম বলা হয়েছে উৎবা এবং স্থানের নাম বলা হয়েছে الغاضرة। তবে বর্ণনাটি صحيح নয়। কেননা ইবনু আব্বাসের সাথে যাহহাকের সাক্ষাৎ ঘটেনি।[১০]

৫. রাসূলের মুখে পচা হাড্ডি চূর্ণ ছুঁড়ে মারা :

উবাই বিন খালাফ নিজে একবার মরা-পচা হাড্ডি চূর্ণ করে রাসূলের কাছে গিয়ে তাঁর মুখের দিকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়। যাতে তাঁর মুখ ভর্তি হয়ে যায় এবং দুর্গন্ধে বমি হবার উপক্রম হয়।

৬. তার সামনে এসে মিথ্যা শপথ করা এবং পরে চোগলখুরী করা :

রাসূলকে নির্যাতনকারীদের মধ্যে অন্যতম সেরা বদমাশ ছিল আখনাস বিন শুরাইক্ব ছাক্বাফী। তবে মুফতী শফী এ ব্যক্তির নাম ওলীদ বিন মুগীরা বলেছেন। তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি আসলেই জারজ ছিল। সে ভাল মানুষ সেজে রাসূলের সামনে মিথ্যা শপথ করে কথা বলত এবং পরে লোকদের কাছে গিয়ে চোগলখুরী করত। আল্লাহ পাক তার নয়টি বদ স্বভাবের কথা বর্ণনা করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ- هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ- مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ- عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ-

'আপনি কথা শুনবেন না ঐ ব্যক্তির, যে অধিক শপথকারী ও হীন স্বভাব বিশিষ্ট'। 'যে সম্মুখে নিন্দা করে এবং একের কথা অন্যকে লাগিয়ে চোগলখুরী করে'। 'সে ভালকাজে অধিকহারে বাধাদানকারী, সীমা লংঘনকারী ও পাপিষ্ঠ'। 'রুক্ষ স্বভাবী এবং সে জারজ সন্তান' *(ক্বলম ৬৮/১০-১৩)*।

তার এই বাড়াবাড়ির কারণ ছিল তার অতুল বিত্ত-বৈভবের অহংকার। যেমন আল্লাহ বলেন,

أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّ بَنِيْنَ- إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ- سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوْمِ، (القلم ١٤-١٦)-

'আর এটা এ কারণে যে, সে ছিল মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মালিক'। 'যখন তার সম্মুখে আমাদের আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে বলে, এসব পুরাকালের উপকথা'। 'সত্বর আমরা তার নাসিকা দাগিয়ে দেব' *(ক্বলম ৬৮/১৪-১৬)*। হাতী বা শূকরের শুঁড়কে আরবীতে 'খুরতূম' বলা হয়। অথচ এখানে ঐ ব্যক্তির নাম সম্পর্কে এই

১০. *কুরতুবী পৃঃ ১৮৯।*

বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে তার হীনতা ও নিকৃষ্টতা প্রকাশ করার জন্য। ক্বিয়ামতের দিন তার নাসিকা দাগিয়ে দিয়ে চিহ্নিত করে দেওয়া হবে এজন্য যে, অন্যের সামনে তার লাঞ্ছনা যেন পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। দুনিয়াতে সে রাসূলের দাওয়াত থেকে নাক সিটকিয়েছিল, তাই ক্বিয়ামতের দিন তার বদলা হিসাবে তার নাসিকা দাগানো হবে। একাজ অন্যেরা করলেও তার পাপ ছিল বেশী এবং সে ছিল নেতা। তাই তাকে সেদিন চিহ্নিত করে দেওয়া হবে। نعوذ بالله من غضبه وقهره

৭. রাসূলের সামনে বসে কুরআন শোনার পর তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে গর্বের সাথে বুক ফুলিয়ে চলে যাওয়া :

এ কাজটা প্রায়ই আবু জাহল করত, আর ভাবত আমি মুহাম্মাদকে ও তাঁর কুরআনকে গালি দিয়ে একটা দারুণ কাজ করলাম। অথচ তার এই কুরআন শোনাটা ছিল কপটতা এবং লোককে একথা বুঝানো যে, আমার মত আরবের সেরা জ্ঞানী ব্যক্তির নিকটেই যখন কুরআনের কোন মূল্য নেই, তখন তোমরা কেন এর পিছনে ছুটবে? এ যুগের বামপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ পণ্ডিত ও জ্ঞানপাপী মুসলমানদের অবস্থাও ঠিক অনুরূপ। যারা দিনরাত কুরআন ও ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে মূলতঃ অন্যকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য। লোকেরা ভাবে, তারা বড় জ্ঞানী। অথচ তারা এ ব্যাপারে একেবারেই গোমূর্খ। আবু জাহলের এই কপট ও গর্বিত আচরণের কথা বর্ণনা করেন আল্লাহ এভাবে- فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى- وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى- ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى- 'সে বিশ্বাস করেনি এবং ছালাত আদায় করেনি'। 'পরন্তু সে মিথ্যারোপ করেছে ও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে'। 'অতঃপর সে দম্ভভরে নিজ পরিবারের কাছে ফিরে গিয়েছে' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/৩১-৩৩)*।

এক বর্ণনায় এসেছে যে, তার অশ্লীল গালিগালাজ শুনে এক পর্যায়ে রাসূল (ছাঃ) আবু জাহলের জামার কলার ধরে জোরে হেচকা টান মেরে নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন, أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى- ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى- 'তোমার দুর্ভোগের উপরে দুর্ভোগ'। 'অতঃপর তোমার দুর্ভোগের উপরে দুর্ভোগ' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/৩৪-৩৫)*।

৮. কা'বা গৃহে ছালাত আদায়ে নানারূপ বাধা সৃষ্টি :

(ক) প্রথম দিকে সকালে ও সন্ধ্যায় দু'রাক'আত করে ছালাত আদায়ের নিয়ম ছিল। প্রথম তিন বছর সকলে সেটা গোপনে আদায় করতেন। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটা প্রকাশ্যে কা'বা গৃহে আদায় করতে থাকেন। একদিন তিনি ছালাত আদায় করছেন। এমন সময় আবু জাহল গিয়ে তাঁকে ধমকের সুরে বলল, ألم أنهك عن هذا يا محمد! 'হে মুহাম্মাদ! আমি কি তোমাকে এসব করতে নিষেধ করিনি'? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে পাল্টা ধমক দেন। এতে সে বলে, بأى شيء تهددن يا محمد أما والله إن لأكثر هذا الوادى ناديًا. 'কিসের জোরে তুমি আমাকে ধমকাচ্ছ। আল্লাহ্র কসম! মক্কার এই উপত্যকায় আমার বৈঠক সবচেয়ে বড়'। অর্থাৎ আমার দল সবচেয়ে বড়। তখন আল্লাহ সূরা আলাক্ব-এর নিম্নোক্ত আয়াত গুলি নাযিল করেন।[১১]

كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى- أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى- إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى- أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى- عَبْداً إِذَا صَلَّى- أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى- أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى- أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى- أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى- كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ- نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ- فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ- سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ- كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ-

'কখনোই না। সত্য-সত্যই মানুষ সীমা লংঘন করে'। 'এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে'। 'নিশ্চয়ই আপনার প্রভুর দিকেই সবার প্রত্যাবর্তন হবে'। 'আপনি কি তাকে (আবু জাহলকে) দেখেছেন যে নিষেধ করে'? 'এক বান্দাকে (রাসূলকে) যখন সে ছালাত আদায় করে'। 'আপনি কি দেখেছেন যদি সে সৎপথে থাকে'। 'অথবা আল্লাহ ভীতির নির্দেশ দেয়'। 'আপনি কি দেখেছেন যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়'। 'সে কি জানেনা যে, (তার ভাল মানুষী ও মিথ্যাচার সবই) আল্লাহ দেখেন'। 'কখনোই না', যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি তার মাথার সামনের কেশগুচ্ছ ধরে কষে টান দেব'। 'মিথ্যুক পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ'। 'অতএব সে তার পারিষদবর্গকে ডাকুক'। 'আমরাও ডাকব আযাবের ফেরেশতাদের'। 'কখনোই না। আপনি তার কথা শুনবেন না। আপনি সিজদা করুন ও (আপনার প্রভুর) নৈকট্য তালাশ করুন' *(আলাক্ব ৯৬/৬-১৯)*।

আবু জাহল ও রাসূলের মধ্যকার এই ঘটনা স্মরণ করে এই আয়াত পাঠের পর পাঠক ও শ্রোতাকে সিজদা করার বিধান দেওয়া হয়েছে'।[১২]

[ক্রমশঃ]

১১. *তিরমিযী হা/৩৩৪৯, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৭৫।*
১২. *মুসলিম, মিশকাত হা/১০২৪ 'ছালাত' অধ্যায়, ২১ অনুচ্ছেদ।*

ইসলামে ভ্রাতৃত্ব

ড.এ.এস.এম.আযীযুল্লাহ

(৩য় কিস্তি)

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের উদ্দেশ্য :

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের মূল উদ্দেশ্য হ'ল আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান সমাজে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। সে লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কাজ অতীব যরূরী।

(ক) তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা : ইসলামী শরী'আতের মূল বিষয় হ'ল তাওহীদ প্রতিষ্ঠা। আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত পৃথিবীতে যত নবী এবং রাসূলের আগমন ঘটেছে, তাঁদের সকলেরই মূল দাওয়াত ছিল لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন (সত্য) মা'বূদ নেই'। অর্থাৎ আল্লাহ্র একত্বের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوْحاً وَّالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ.

'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারণ করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না' *(শূরা ৪২/১৩)*।

অত্র আয়াতে 'ইক্বামতে দ্বীন' বলতে তাওহীদ এবং আল্লাহ্র আনুগত্যপূর্ণ সকল কাজকে বুঝানো হয়েছে। অনেকে 'দ্বীন প্রতিষ্ঠা'র অর্থ 'হুকুমত প্রতিষ্ঠা' করে থাকেন, যেটা সর্বৈব ভ্রান্ত। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াব্যাপী মুশরিক সমাজকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেন যে, তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভু নির্ধারণ করেছেন সেই দ্বীন, যা তিনি নির্ধারণ করেছিলেন দুনিয়ার প্রথম রাসূল হযরত নূহ (আঃ)-এর উপর। অতঃপর শ্রেষ্ঠ রাসূলগণের মধ্যে ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরে। আর সেটা হ'ল, এককভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করা ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা।[১] বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ– 'আমি আপনার পূর্বেকার সকল রাসূলের নিকটে একই বিষয় প্রত্যাদেশ করেছি যে, আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কেবলমাত্র আমারই ইবাদত কর' *(আম্বিয়া ২১/২৫)*।

সকল নবী-রাসূলের মৌলিক আদর্শের অভিন্নতা প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِّنْ عَلاَّتٍ، وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ. 'নবীগণ পরস্পরে বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁদের মায়েরা পৃথক। কিন্তু তাঁদের সকলের দ্বীন এক'।[২] উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক নবী-রাসূলের দায়িত্ব ছিল মূলতঃ এক ও অভিন্ন। তা হ'ল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা।

আমরা শেষ নবীর উম্মত হওয়ায় তাঁর তিরোধানের পর তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সেই গুরু দায়িত্ব এখন প্রত্যেক মুসলমানের বিশেষত আলেমদের উপর অর্পিত হয়েছে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ– 'আলেমগণ হ'লেন নবী-রাসূলগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ টাকা-পয়সার উত্তরাধিকারী করেন না; বরং তাঁরা জ্ঞানের উত্তরাধিকারী করেন। কাজেই যে ব্যক্তি সেই জ্ঞান অর্জন করল, সে পরিপূর্ণ অংশ গ্রহণ করল।[৩]

বর্তমান বিশ্বে আল্লাহ্র একত্বের বিপরীতে বহুঈশ্বরবাদ এমনভাবে সুসংগঠিত ও ব্যাপকভাবে সমাজমূলে শিকড় গেড়ে বসে গেছে, যা আইয়ামে জাহেলিয়াতকেও হার মানিয়ে দিয়েছে। অপরদিকে মুসলিম সমাজেও সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র একত্ব নিয়ে নানা রকম ভ্রান্ত আক্বীদার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। রব হিসাবে অথবা নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহ্কে এক হিসাবে বিশ্বাস করলেও মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর দাসত্ব করতে হবে এক্ষেত্রে বহুলাংশে অনীহা পরিলক্ষিত হয়। এমনিতর বহুমুখী সুসংঘবদ্ধ জাহেলিয়াতের মুকাবেলায় সমাজে নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বিকল্প নেই।

১. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, পৃঃ ৪।*

২. *বুখারী, মুসলিম হা/২৩৬৫, 'ঈসা (আঃ)-এর ফাযায়েল' অধ্যায়, মিশকাত-আলবানী, হা/৫৭২২ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা ও সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়,*

৩. *তিরমিযী হা/২৬৮২; আবূদাঊদ হা/৩৬৪১; ইবনু মাজাহ হা/২২৩; মিশকাত হা/২১২ 'ইলম' অধ্যায়, হাদীছ ছহীহ।*

(খ) বৃহত্তর মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলা : ইসলাম ভাষা, বর্ণ, ভৌগলিক সীমারেখা, ধনী-গরীবের বৈষম্য ইত্যাদির ঊর্ধ্বে উঠে বিশ্বমুসলিম ঐক্যে বিশ্বাসী। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে উম্মতে মুহাম্মাদী তথা সমগ্র মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁর প্রেরিত বিধানকে আঁকড়ে ধরার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। সাথে সাথে মুসলমানরা যাতে আপোষে দল-বিভক্তির কবলে পড়ে নিজেদের শক্তিকে বিনষ্ট না করে সেজন্যও কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوْا. 'তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে আঁকড়ে ধর। সাবধান! দলে দলে বিভক্ত হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। তিনি আরো বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ. 'নিশ্চয়ই যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং বহু দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের সাথে আপনার কোনই সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ্র নিকট সমর্পিত' *(আন'আম ৬/১৫৯)*।

একই সাথে রাসূল (ছাঃ)ও একমাত্র তাঁর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য সুদৃঢ় রাখা এবং এর মাধ্যমে কেবল জান্নাত পাওয়ার সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। যেমন তিনি বলেন, وَإِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلاَثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِى النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَّاحِدَةً. قَالُوْا: مَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ. 'নিশ্চয়ই বনী ইসরাঈলগণ ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এদের সব দলই জাহান্নামে যাবে, একটি দল ব্যতীত। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সে দল কোন্টি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'আমি ও আমার ছাহাবীগণ যে আদর্শের উপরে আছি, তার উপরে যে দল থাকবে'।[৪]

বিশ্বের সকল মুসলমানের প্রভু এক, রাসূল এক, বিধান এক, কেবলা এক। সুতরাং তারা জাতিতেও এক। অথচ বাস্তবতায় তা পরিলক্ষিত হয় না। এক দেশের মুসলমানের সাথে অন্য দেশের মুসলমানের কোন মিল নেই। পারস্পরিক সহযোগিতা তো দূরের কথা, অনেক ক্ষেত্রে একে অন্যের ক্ষতি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এহেন পরিস্থিতিতে বিশ্বের সকল মুসলমানের সমস্ত প্রকার বিভেদ দূর করে ঐক্যবদ্ধ মুসলিম মিল্লাত গড়ে তুলতে প্রয়োজন পারস্পরিক সহমর্মিতা, হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব। এককথায় বিশ্বব্যাপী বৃহত্তর মুসলিম ঐক্য গড়ে তুলতে প্রয়োজন মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা।

(গ) মুসলিম মিল্লাতের সমৃদ্ধি অর্জন : ইসলামী ভ্রাতৃত্বের আর একটি উদ্দেশ্য হ'ল সার্বিক অর্থে মুসলিম মিল্লাতের সমৃদ্ধি আনয়ন করা। সমাজের পুঞ্জীভূত সমস্যা সমাধানে আর্থিক উন্নতি ও সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তির কোন বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে বিশ্বের সকল মুসলমান সম্মিলিতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য, সাহায্য-সহযোগিতা ও পারস্পরিক শলা-পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের বৃহত্তর সমৃদ্ধি অর্জন করা একান্ত যরূরী। ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের মুকাবেলায় শক্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لاَ تَعْلَمُوْنَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ. 'তোমরা তাদের মুকাবেলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এদ্বারা তোমরা আল্লাহ্র শত্রুদের ও তোমাদের শত্রুদের সন্ত্রস্ত করবে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকে, যাদের তোমরা জান না; কিন্তু আল্লাহ জানেন' *(আনফাল ৮/৬০)*।

বর্তমান বিশ্বে ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো আল্লাহদ্রোহিতার ক্ষেত্রে আপোষে সকল প্রকার মতভেদ ভুলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংসের লক্ষ্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে চলেছে। এই ঐক্যবদ্ধ তাগূতী শক্তির মুকাবেলায় মুসলিম সমাজে চাই নিষ্কাম ভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষ। অপরদিকে যদি মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের ঘাটতি থাকে, তাহ'লে শত্রুপক্ষ যেকোন মুহূর্তে তাদের ঘায়েল করতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।

(ঘ) নিঃস্বার্থ সম্প্রীতি স্থাপন করা : প্রত্যেক মুসলমানের মূল এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল পারলৌকিক মুক্তি অর্জন করা। এটি অর্জনের অন্যতম পথ হ'ল নিঃস্বার্থভাবে মানবতার সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করা। আর কোন মানুষের প্রতি সেবা বা সহযোগিতার মানসিকতা তখনি সৃষ্টি হয়, যখন তার প্রতি হৃদয়ের গভীর থেকে এক ধরনের আন্তরিক ভালবাসা জাগ্রত হয়। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীছ প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِيْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ.

মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'যারা

৪. ছহীহ তিরমিযী, হা/২১২৯; মিশকাত হা/১৭১।

আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবাসে, আমার উদ্দেশ্যে সমাবেশে মিলিত হয়, আমার উদ্দেশ্যে পরস্পরে সাক্ষাৎ করে এবং আমার উদ্দেশ্যেই নিজেদের মাল-সম্পদ ব্যয় করে, আমার ভালবাসা তাদের জন্য অবধারিত'।[৫] অর্থাৎ পারস্পরিক ভালবাসা, কোথাও সমবেত হওয়া বা সাক্ষাৎ করা অথবা কারো জন্য কিছু অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রে অবশ্যই খালেছ নিয়ত থাকতে হবে। এসকল কাজ একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই হ'তে হবে। দুনিয়াবী কোন স্বার্থে নয়। তিনি আরো বলেন,

وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلاَلِىْ؟ اَلْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّىْ.

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার সুমহান ইয্যতের খাতিরে যারা পরস্পরে ভালবাসা স্থাপন করেছে, তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ায় স্থান দিব। আজ আমার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া নেই'।[৬] এখানেও ক্বিয়ামতের ভয়াবহতম পরিস্থিতিতে তারাই কেবল আল্লাহ কর্তৃক ছায়াতলে আশ্রয়প্রাপ্ত হবেন, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মানুষের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন।

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি স্থাপনের বিষয়ে অন্য একটি হাদীছে আরো স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَّهُ فِىْ قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ : أَيْنَ تُرِيْدُ ؟ قَالَ : أُرِيْدُ أَخًا لِّىْ فِىْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَّكَ عَلَيْهِ مِنْ نِّعْمَةٍ تَرُبُّهَا ؟ قَالَ: لاَ غَيْرَ أَنِّىْ أَحْبَبْتُهُ فِى اللهِ قَالَ فَإِنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيْهِ-

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি অন্য এক গ্রামে তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হ'ল। আল্লাহ তা'আলা তার গমন পথে একজন অপেক্ষমান ফেরেশতা বসিয়ে রাখলেন। লোকটি যখন সেখানে পৌঁছল, তখন ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, ঐ গ্রামে একজন ভাই আছে, তার সাথে সাক্ষাতে যাচ্ছি। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, তার কাছে তোমার কোন অনুগ্রহ আছে কি? যার বিনিময় লাভের জন্য তুমি যাচ্ছ? সে বলল, না, আমি তাকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসি। তখন ফেরেশতা বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমার কাছে এই সংবাদ দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, আল্লাহ তোমাকে অনুরূপ ভালবাসেন, যেরূপ তুমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাকে ভালবাস'।[৭]

তিনি আরো বলেন,

وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ لَأُنَاسًا مَّا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلاَشُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِّنَ اللهِ. قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوْا بِرَوْحِ اللهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ، وَلاَ أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا، فَوَاللهِ إِنَّ وُجُوْهَهُمْ لَنُوْرٌ وَّإِنَّهُمْ لَعَلَى نُوْرٍ، لاَيَخَافُوْنَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلاَيَحْزَنُوْنَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ، وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ-

হযরত আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা নবীও নন এবং শহীদও নন। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের মর্যাদা দেখে নবী-শহীদগণও ঈর্ষা করবেন। ছাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে বলুন তারা কারা? তিনি বললেন, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা শুধু আল্লাহ্র রূহ (কুরআনের সম্পর্ক) দ্বারা পরস্পরকে ভালবাসে। অথচ তাদের মধ্যে কোন প্রকার আত্মীয়তা নেই এবং তাদের পরস্পরে মাল-সম্পদের লেনদেনও নেই। আল্লাহ্র কসম! তাদের চেহারা হবে জ্যোতির্ময় এবং তারা উপবিষ্ট হবেন নূরের উপর। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না, যখন সমস্ত মানুষ ভীত থাকবে। তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না, যখন সকল মানুষ দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে। অতঃপর তিনি কুরআনের এই আয়াত পড়েন, 'জেনে রাখ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না'।[৮] মূলত একেই বলে নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ব।

[চলবে]

---

৫. মুওয়াত্তা মালেক, মিশকাত, হা/৫০১১, সনদ ছহীহ।
৬. মুসলিম হা/২৫৬৬, মিশকাত, হা/৫০০৬।
৭. মুসলিম, হা/২৫৬৭; মিশকাত, হা/৫০০৭।
৮. তাহক্বীক্ব আবুদাঊদ হা/৩৫২৭, মিশকাত, হা/৫০১২, ছহীহ লি-গায়রিহি।

পিতা-মাতার উপর সন্তানের অধিকার

*ড. মুহাম্মাদ শফীকুল আলম**

(শেষ কিস্তি)

৭. আদব-কায়দা শিক্ষা দান :

আজকের শিশু আগামী দিনে সুস্থ পরিবার, সুন্দর সমাজ ও জাতি গঠনের মৌলিক স্তম্ভ। শিশুর মন অত্যন্ত কোমল। এ সময় তাকে সুশিক্ষা দিলে ভবিষ্যত জীবনে তা তার পাথেয় হিসাবে কাজ করবে। সেজন্য তার চরিত্র, মন-মানসিকতা, মানবিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে ইসলামের উন্নততর আদর্শ ও নীতিমালার রং-রূপ-গন্ধে ভরে দেয়া পিতার অবশ্য করণীয়। সততা, পরোপকারিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, দানশীলতা, জীবে দয়া, বড়দের সম্মান, ছোটদের স্নেহ ইত্যাদি সৎগুণাবলী শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে। অপরপক্ষে অহংকার, মিথ্যা, ধোঁকাবাজী, গীবত, চোগলখোরী, মূর্খতা, উদাসীনতা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা ইত্যাদির প্রতি তাদের হৃদয়ে ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে।

পিতাকে শিশুর আচার-আচরণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, যেন সে বিকৃত স্বভাব, অপসংস্কৃতি ও কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে বিপথে পরিচালিত না হয়। বৃহত্তর বিশ্বের চলমান চাকা তলে পিষ্ট হয়ে তার ব্যক্তিত্ব যেন গোড়াতেই বিধ্বস্ত না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৮. ইসলামের অনুশাসনে জ্ঞান দান ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত করা :

প্রতিটি শিশু ফিতরাত তথা ইসলাম গ্রহণের যোগ্যতা সহ জন্মগ্রহণ করে।[১] সুন্দর চরিত্রে চরিত্রবান হবার যোগ্যতা প্রতিটি শিশুর মধ্যেই বিদ্যমান আছে; যদি পিতা এ ব্যাপারে যত্নবান হন এবং পরিবেশ অনুকূলে থাকে। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আসমান-যমীন সব কিছুতেই আল্লাহ্র অস্তিত্ব বিদ্যমান এ ধারণাটি শিশুদের মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে দিতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে এক আল্লাহ্র উপর ঈমান আনা, অতঃপর রাসূল, ফেরেশতা, কুরআন মাজীদ সহ অন্যান্য ইলাহী গ্রন্থ সমূহ, কবর, হাশর-নশর, আখেরাত ইত্যাদির উপর ঈমান আনয়নের ব্যাপারে শিক্ষা দিতে হবে। শিরক ও বিদ'আতের অকল্যাণ ও ভয়াবহতার কথা তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

পিতা শিশুকে লোকমান (আঃ)-এর ছেলেকে প্রদত্ত নছীহতের অনুসরণে উপদেশ প্রদান করবেন এবং তা যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন। লোকমান স্বীয় সন্তানকে বলেছিলেন, 'হে বৎস! আল্লাহ্র সাথে শিরক কর না। নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুলুম'। 'হে বৎস! কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা ভুগর্ভে, তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত। 'হে বৎস! ছালাত প্রতিষ্ঠা করবে। সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করবে। এটাই দৃঢ় সংকল্পের কাজ। অহংকারবশতঃ তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করবে না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করবে না। কারণ আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পসন্দ করেন না। তুমি চলাফেরা করবে সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করবে। নিশ্চয়ই গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর' *(লোকমান ৩১/১৬-১৯)*।

ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে একজন শিশুকে আদর্শ মানুষের মূর্তপ্রতীক হিসাবে বিশ্বদরবারে পেশ করার জন্য লোকমান (আঃ)-এর উপদেশ 'ম্যাগনাকার্টা' হিসাবে গৃহীত। এই মডেল তৈরী করার জন্য পিতাকে যত্নবান হওয়া অবশ্যই দরকার।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ. 'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বৎসর বয়সে ছালাত আদায়ের জন্য আদেশ করবে এবং দশ বৎসর বয়সে ছালাত আদায় না করলে প্রহার করবে, আর তাদের শয্যা পৃথক করে দিবে'।[২]

সন্তানকে জীবনের ঊষালগ্ন হ'তে বিলাসিতা ও অলসপ্রবণ করে গড়ে তুললে তার ভবিষ্যত হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে। তাই সন্তানকে কষ্টসহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল এবং পরিস্থিতির মোকাবিলা করার উপযুক্ত হিসাবে গড়ে তোলা পিতার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে পালন করলেই সন্তান যেন তার অধিকার পিতার নিকট থেকে বুঝে পেল।

৯. সমতা বিধান করা :

পুত্র-কন্যা পিতার নিকট সবাই সমান। তাই সন্তানের মধ্যে আচরণে সমতা বিধান করে পিতাকে অবশ্যই চলতে হবে। সাম্য, ন্যায় ও ইনছাফের পথ থেকে ফিরে যাওয়া সহজ-সরল পথ থেকে ফিরে যাওয়ার নামান্তর। ইসলাম সন্তানদের মধ্যে সাম্য বিধানের জোরালো নির্দেশ দিয়েছে। অন্যসব সন্তানদের বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট একজন সন্তানের প্রতি ঝুঁকে পড়া বা কন্যা সন্তানদের বাদ দিয়ে পুত্র সন্তানদেরকে প্রাধান্য দেয়া সম্পূর্ণরূপে ইনছাফ পরিপন্থী। ইসলাম ছেলে-মেয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করার অনুমতি প্রদান করে না। তারা উভয়ে যেন একই মানদণ্ডের দুই প্রান্ত।

---

* *প্রভাষক, ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী কোর্ট কলেজ।*

১. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯০।*

২. *আবূদাঊদ হা/৪৯৫; মিশকাত হা/৫৭২ 'ছালাত' অধ্যায় হাদীছ হাসান ছহীহ।*

পিতা-মাতার উপর সকল সন্তানের এ অধিকার স্বীকৃত যে, তারা দান ও ব্যয়ের ব্যাপারে সন্তানদের মাঝে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন নীতি অবলম্বন করবেন। সকলের সমান কল্যাণ কামনা করবেন। কারো প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়বেন না এবং কাউকে বঞ্চিত করবেন না। ন্যায় ও সুষম নীতি অবলম্বন করবেন। নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করলেন। আমার মা 'আমরাহ বিনতে রাওয়াহা বললেন, আমি এতে সন্তুষ্ট নই যতক্ষণ আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এর সাক্ষী না বানান। তখন আমার পিতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললেন, আমি 'আমরাহ বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার এই সন্তানকে একটা বস্তু দান করেছি। এতে 'আমরাহ আমাকে বলেছে, আমি যেন আপনাকে সাক্ষী করি। তিনি (ছাঃ) বললেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এর অনুরূপ দান করেছ। তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং সকল সন্তানদের মধ্যে সমতা বিধান কর। নু'মান (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমার পিতা ফিরে এলেন এবং আপন দান ফিরিয়ে নিলেন'।[৩]

সন্তান পুত্র হোক বা কন্যা হোক আচরণের ক্ষেত্রে এ দু'য়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ অসম আচরণে সন্তানদের অনুভূতিতে আঘাত লাগে তাদের অন্তরে গোপন রাখে একে অপরের প্রতি দুঃখ, ভালবাসার স্থলে ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক মনোভাব স্থান পায়, পরস্পরের মধ্যে ঐক্যের স্থলে সৃষ্টি হয় বিবাদ ও অনৈক্য।[৪] তাই এহেন পক্ষপাতমূলক কাজ হ'তে পিতাকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে।

১০. বিবাহ প্রদান এবং বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা কন্যাকে আশ্রয় দান : সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে তাকে বিবাহ দেয়া পিতার দায়িত্ব। শিশু যখন যৌবনে পদার্পন করে তখন তার চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন ঘটে, তখন সে নতুন কিছুর সন্ধানে উন্মুখ হয়। সে যেকোন সময় বিপদগামী হ'তে পারে। তাই পিতার একান্ত উচিৎ উপযুক্ত পাত্র/পাত্রী নির্বাচন করে তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করা। বিবাহ মানুষকে পাপ কাজ হ'তে বিরত রাখে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বিবাহ দৃষ্টিকে নিম্নগামী করে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে'।[৫]

কোন কারণে কন্যা যদি স্বামী কর্তৃক পরিত্যাক্তা হয় কিংবা বিধবা বা অসহায় হয়ে পড়ে, তখন পিতা সেই ভাগ্যাহতা কন্যাকে সাদরে গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, আশ্রয় ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবেন। কোন অবস্থাতেই পিতা তার ব্যাপারে বিমুখ হবেন না। সন্তানের এ অধিকার পিতার নিকট প্রাপ্য।

১১. দাম্পত্য সম্প্রীতি বৃদ্ধি পূর্বক কল্যাণ কামনা করা :

শিশু সর্বপ্রথম প্রভাবিত হয় তার পিতা-মাতার দ্বারা। কারণ শিশু তার আচার-আচরণে তাদেরকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করে। তাই মাতা-পিতার কর্তব্য সন্তানের সুস্থ ও স্বাভাবিক মন-মানসিকতা বিকাশের জন্য তাদের সামনে সুন্দর চরিত্র ও উত্তম আচরণ প্রকাশ করা। অর্থাৎ পিতা-মাতা উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতিময় দাম্পত্য জীবন বজায় রাখা। পিতা-মাতার মধ্যে মনোমালিন্য ও কলহ-বিবাদ থাকলে সন্তানের উপর তার বিরূপ প্রভাব পড়ে। যে সমস্ত পিতা-মাতার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বিরাজমান থাকে, সেসব মা-বাবার সন্তানেরা স্বাভাবিকভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে। সন্তানের ব্যাপারে পিতা-মাতার মাঝে যেন কোন প্রকার অন্যমনস্কতা ও শৈথিল্যের সৃষ্টি না হয়, সে ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে।

সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষা, লালন-পালন ও জাগতিক ব্যাপারে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার পর পিতার অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে তাদের জন্য আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করা। যেমন- 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের এমন স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে আল্লাহভীরুদের জন্য নেতা নিযুক্ত কর' *(ফুরক্বান ২৫/৭৪)*। অপরপক্ষে সন্তানকে কোন অভিশাপ বা বদদো'আ করা পিতার জন্য শোভনীয় নয়। এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)-এর নিকট এসে নিজের এক পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করল। তিনি বললেন, 'তাকে তুমি কোনরূপ বদদো'আ করেছ কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তবে তুমি তাকে নষ্ট করেছ'।[৬]

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, সন্তান দাম্পত্য জীবনের কাঙ্খিত ফসল। তাই ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি লাভের জন্য তাদেরকে যথাযথভাবে গড়ে তোলা বাবা-মার দায়িত্ব। যাতে 'সৎ সন্তান' হিসাবে তারা পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাদের জন্য আমল জারী থাকার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ. 'যখন মানুষ মারা যায়, তখন তিনটি ব্যতীত তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়া বা প্রবাহমান ছাদাকা (২) ইলম, যার দ্বারা মানুষের উপকার হয় (৩) সুসন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে'।[৭]

---

৩. *বুখারী হা/২৫৮৬-৮৭ 'হেবা ও তার ফযীলত' অধ্যায়।*
৪. *ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ, ইগাছাতুল লাহফান (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯২১, ১/৪০২।*
৫. *আবূদাঊদ হা/২০৪৬; মিশকাত হা/৩০৮০ 'বিবাহ' অধ্যায়, হাদীছ ছহীহ।*
৬. *এইইয়াউ উলূমিদ্দীন (অনূদিত), (ঢাকা : দি তাজ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৪), ৩/২৬৩।*
৭. *মুসলিম; মিশকাত হা/২০৩ 'ইলম' অধ্যায়।*

আদল : মানব জীবনের এক মহৎ গুণ

*ড. মুহাম্মাদ আজিবার রহমান**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৬. তাক্বওয়া অর্জনে আদল : আদল বা সুবিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাক্বওয়া অর্জিত হয় এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। একজন তাক্বওয়াবান দায়িত্বশীল ব্যক্তি আদলের বিপরীত কোন কাজ করতে পারে না। আদল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাক্বওয়াকে সম্পৃক্ত করে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, إِعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. 'তোমরা আদল কায়েম কর। এটা তাক্বওয়ার অধিক নিকটবর্তী' *(মায়েদাহ ৫/৮)*।

৭. ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় আদল : সমাজ, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যদি আদল ও ইনছাফভিত্তিক সম্পাদিত হয়, তাহ'লে জাতীয় জীবনে এক অনুপম ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়। আদলের অভাবে সমাজজীবনে ভ্রাতৃত্ববোধ বিনষ্ট হয় এবং হিংসা-বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

৮. সন্তানদের মাঝে আদল : সন্তানদের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা বাবা-মার অন্যতম দায়িত্ব। এ দায়িত্বকে পাশ কাটিয়ে কাউকে কিছু দেয়া, আর কাউকে রিক্ত হস্ত করা গর্হিত কাজ। এজন্য ইমাম বুখারী (রহঃ) অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন এভাবে,

بَابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ، حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِى الْآخَرِيْنَ مِثْلَهُ- وَلاَ يُشْهَدُ عَلَيْهِ.

'সন্তানকে দান করা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ। যখন কোন এক সন্তানকে কিছু দান করা হবে তা বৈধ হবে না যতক্ষণ না অন্যদের মধ্যে সমতা বিধান করা হবে এবং অন্যদেরকেও তার সমপরিমাণ প্রদান করা হবে এবং এই ধরনের (যুলুমের) দানে কেউ সাক্ষী হবে না'।

নু'মান বিন বাশীর (রাঃ)-কে তার বাবা একটি দাস দান করার কথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে ব্যক্ত করলে তিনি তাকে বললেন, তোমার অন্য সন্তানদেরকেও কি অনুরূপ দান করেছ? তিনি বললেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ. 'আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমার সন্তানদের মাঝে সমতা বিধান কর'। এ কথা শুনে নু'মানের বাবা তাকে দেয়া দান ফেরত নেন।[১] অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِى الْعَطِيَّةِ. 'তোমরা দানের ক্ষেত্রে তোমাদের সন্তানদের মাঝে সমতা বিধান কর'।[২]

৯. স্ত্রীদের মাঝে আদল : যদি কারো একাধিক স্ত্রী থাকে তাহ'লে তাদের মধ্যে ন্যায় ও ইনছাফপূর্ণ আচরণ করা স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য *(নিসা ৪/১২৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য একটি দিন ও রাত নির্ধারিত করতেন। অবশ্য সাওদা বিনতু যাম'আ (রাঃ) ব্যতীত। কেননা তিনি (বার্ধক্যের কারণে) তাঁর পালার দিনটি আয়েশা (রাঃ)-এর জন্য দান করেছিলেন।[৩] অন্য একটি হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর মৃত্যুকালীন রোগের সময় তাঁর সকল স্ত্রীকে আহ্বান করেন। আমরা সকলে একত্রিত হ'লে তিনি বলেন, (বর্তমানে) তোমাদের সকলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে (পালাক্রমে) অবস্থানের ক্ষমতা আমার নেই। কাজেই তোমরা যদি অনুমতি দাও, তবে আমি (অসুস্থতার) দিনগুলো আয়েশার নিকট কাটাতে চাই। তখন সকলেই তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন।[৪] অন্য আরেকটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, 'যার দু'জন স্ত্রী আছে আর সে তার মধ্যে একজনের প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে, সে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন অর্ধাঙ্গ অবশ অবস্থায় উত্থিত হবে'।[৫]

১০. আল্লাহ্র সন্তোষ অর্জনে আদল : আদল ও ইনছাফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের এবং আল্লাহ্র ভালবাসা অর্জন করা যায়। আদলকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট খুবই প্রিয়। যেমন- পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আদল প্রতিষ্ঠাকারীদের ভালবাসেন' *(মায়েদাহ ৫/৪২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ : اَلَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِىْ حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا.

'ন্যায়বিচারকগণ আল্লাহ্র কাছে নূরের মিম্বরে আসন গ্রহণ করবেন। যারা তাদের বিচারক্ষেত্রে, পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে এবং অর্পিত দায়িত্বের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করে'।[৬]

ন্যায়পরায়ণ শাসকের দৃষ্টান্ত :

(১) ছিফফীনের যুদ্ধে আলী (রাঃ)-এর বর্ম হারিয়ে গেলে তিনি এক খৃষ্টানের কাছে তা পান। তাকে সাথে নিয়ে কাযী শুরাইহ্-এর নিকট বিচারের জন্য এসে বলেন, এটি আমার

* *বিভাগীয় প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী সিটি ক্যাম্পাস।*

১. *বুখারী হা/২৫৮৬, 'হেবা ও তার ফযীলত' অধ্যায়।*

২. *ঐ।*

৩. *আবুদাঊদ, হা/২১৩৮, হাদীছ ছহীহ।*

৪. *ঐ, হা/২১৩৭, হাদীছ ছহীহ।*

৫. *ঐ, হা/২১৩৩, হাদীছ ছহীহ।*

৬. *মুসলিম হা/১৮২৭, নাসাঈ হা/৫৩৭৯; মিশকাত হা/৩৬৯০; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৬৬০।*

বর্ম। আমি এটি বিক্রিও করিনি এবং কাউকে দানও করিনি। শুরাইহ ঐ খৃষ্টান লোকটিকে বললেন, আমীরুল মুমিনীনের বক্তব্য সম্পর্কে তোমার মতামত কী? লোকটি বলল, বর্মটি আমার। তবে আমীরুল মুমিনীন মিথ্যা বলেননি। একথা শুনে বিচারক আলী (রাঃ)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কাছে প্রমাণ আছে কী? আলী (রাঃ) হেসে বললেন, না, কোন প্রমাণ নেই। ফলে শুরাইহ ঐ বর্মটি খৃষ্টান লোকটিকে দিয়ে দিলেন। সে তা নিয়ে এক ধাপ অগ্রসর হয়ে ফিরে এসে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এটিই নবীদের বিচার। আমীরুল মুমিনীন আমাকে তাঁর অধীনস্ত বিচারকের নিকট নিয়ে গেলেন, আর তিনি (বিচারক) তাঁর বিরুদ্ধে ফায়ছালা দিলেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোন (হক) মা'বূদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ্‌র কসম! বর্মটি আপনার। ছিফফীনের দিকে যাত্রার সময় এটি আপনার উটের উপর থেকে পড়ে গিয়েছিল। আলী (রাঃ) বললেন, তুমি যেহেতু ইসলাম গ্রহণ করলে, সেহেতু এটি তোমার জন্য। এরপর খলীফা তাকে স্বীয় ঘোড়ায় আরোহণ করিয়ে নিয়ে গেলেন।[৭]

(২) আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকালে বায়তুল মালে মতির একটি হার জমা করা হয়। আলী (রাঃ)-এর মেয়ে যায়নাব (রাঃ) এ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে ঈদের একদিন পূর্বে বায়তুল মালের দায়িত্বে নিয়োজিত ইবনু আবী রাফে' (রাঃ)-কে বললেন, আগামীকাল ঈদ। মেয়েরা নতুন নতুন পোষাক ও অলংকার পরিধান করবে। আমার কোন গহনা নেই। বায়তুল মালে যে মতির হারটি জমা আছে সেটি আমাকে ধার দিন। ঈদের পর আপনাকে ফেরত দেব। ইবনু আবী রাফে' বললেন, আমি মাত্র তিন দিনের জন্য এ হার ধার দিতে পারি। এ প্রস্তাবে যায়নাব সম্মত হ'লেন এবং তিন দিনের জন্য ধার নিলেন। ঈদের দিন হার পরিধান করলে আলী (রাঃ) মেয়েকে বললেন, এটি তুমি কোথায় পেয়েছ? যায়নাব ঘটনা খুলে বললেন। তৎক্ষণাৎ আলী (রাঃ) ইবনু আবী রাফে' (রাঃ)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি উপস্থিত হ'লে খলীফা তাকে বললেন, তুমি আমার অনুমতি ছাড়া বায়তুল মালের মতির হার আমার মেয়েকে কেন দিয়েছ? তিনি বললেন, আপনার মেয়ে মাত্র তিন দিনের জন্য ধার নিয়েছে, তাই দিয়েছি। নচেৎ কখনো তাকে দিতাম না। খলীফা বললেন, তুমি ভুল করেছ। দ্রুত হারটি বায়তুল মালে জমা করো। আমি আমার মেয়ের উপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। যদি সে তিন দিনের জন্য ধার না নিত, তাহ'লে চুরির অপরাধে তাকে গ্রেফতার করে কঠিন শাস্তি দিতাম। ইবনু আবী রাফে' যায়নাবের কাছে হার ফেরত চাইল। মেয়ে খলীফার কাছে এসে শুধু ঈদের দিনের জন্য ব্যবহারের অনুমতি চাইল। খলীফা বললেন, বেটি! তুমি কি নিজের জন্য ন্যায়নীতিকে গলাটিপে হত্যা করতে চাও। এরপর যায়নাব হারটি ইবনু আবী রাফে'কে ফিরিয়ে দিলেন।[৮]

(৩) ভারতের সম্রাট মুহাম্মাদ বিন তুগলক জানতে পারলেন যে, জনৈক ব্যক্তির উপরে আদালতে অবিচার করা হয়েছে। তিনি যুবকটিকে দরবারে ডাকালেন। দরবার ভর্তি সভাসদগণের সম্মুখে যুবকটিকে ডেকে সব ঘটনা শুনলেন। এবারে তিনি রাষ্ট্রের পক্ষ হ'তে যুবকটির সম্মুখে নত হয়ে করজোড়ে ক্ষমা চাইলেন। তারপর নিজের পোষাক খুলে পিঠ নগ্ন করে দিলেন ও নিজের বেতের লাঠিখানা হিন্দু যুবকটির হাতে দিয়ে বললেন, তুমি সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাকে মার, যেভাবে আদালতের হুকুমে তোমাকে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। যুবকটি আবেগে আপ্লুত হয়ে কেঁদে ফেলল। কিন্তু সম্রাট কোন কথাই শুনতে চান না। অবশেষে তাকে মারতেই হ'ল। জোরে আরো জোরে। পিঠ রক্তাক্ত হয়ে গেল। এবার যুবককে বুকে জড়িয়ে ধরে সম্রাট বললেন, হে যুবক! আমার রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মযলূমের দো'আ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে কোন পর্দা নেই'।[৯] তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ, প্রতিশোধ নিয়েছ। ইনশাআল্লাহ এর মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাব। হে যুবক! তুমি প্রতিশোধ নিয়ে আজ আমার সবচেয়ে বড় উপকার করেছ। তোমাকে ধন্যবাদ।[১০]

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় আদলের গুরুত্ব অপরিসীম। সামাজিক স্থিতিশীলতা, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে আদলের কোন বিকল্প নেই। আদলের দৃষ্টিকোণ থেকে বিত্তবান, বিত্তহীন, ধনী-দরিদ্র, আপন-পর, সবল-দুর্বল, ধর্ম, বর্ণ, সাদা-কালো, জ্ঞানী-মূর্খ সবাই সমান। সমাজের সকল অঙ্গনে সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ সমুন্নত রাখার মাধ্যমে আদল প্রতিষ্ঠিত হ'লেই সমাজ থেকে অস্থিরতা ও অশান্তি বিদূরিত হয়ে শান্তি-সমৃদ্ধির ফল্গুধারা প্রবাহিত হবে। এ মহৎ চারিত্রিক গুণ অর্জন করতে পারলে মানুষ মানবতা ও মানবিক মর্যাদাবোধ এবং পারস্পরিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হ'তে পারবে। সুতরাং আমাদের সকলেরই এ মহৎ চারিত্রিক গুণটি অর্জন করা উচিত। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

---

৭. *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ (কায়রো : দারুর রাইয়ান লিত-তুরাছ, ১৯৮৮), ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৫।*

৮. *আইয়ামে খিলাফতে রাশেদা পৃঃ ৮৯-৯০।*

৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।*

১০. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, দরসে কুরআন : ইনছাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা, আত-তাহরীক, ডিসেম্বর '০৬,পৃঃ ৭।*

উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিছ (রাঃ)

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জুওয়াইরিয়া (রাঃ)-এর স্বপ্ন :

জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারেছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুরাইসী' অভিযানের তিন দিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, চাঁদ মদীনা হ'তে কিছুটা সরে এসেছে, এমনকি আমার কক্ষে পতিত হয়েছে। এ ঘটনা আমি কাউকে জানাতে অপসন্দ করলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অভিযান উপলক্ষে আসলেন। অতঃপর আমরা যখন বন্দী হয়ে মদীনায় নীত হ'লাম, তখন আমি স্বপ্নে দেখা ঘটনা বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার প্রত্যাশা করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে মুক্ত করে বিবাহ করলেও আমি আমার কওমের কাউকে উক্ত স্বপ্নের কথা বলিনি। আমি কাউকে বলেছি এরূপ আমার স্মরণেও ছিল না। কিন্তু মুসলমানরা যখন আমার কওমের সবাইকে মুক্ত করে দিল, তখন আমার জনৈক চাচাত বোন আমাকে উক্ত খবর বললে, আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করলাম।[১]

এ স্বপ্নের পরে রাসূলের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ছিল তার হৃদয়ে লালিত বাসনা ও কামনা। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন তখন তিনি আনন্দে আপ্লুত হন। তখনকার অবস্থা ড. আয়েশা আশ-শাত্বী এভাবে বর্ণনা করেন, فتألق وجهها الجميل بفرحة غامرة 'তখন তার সুন্দর মুখমণ্ডল সীমাহীন খুশির বন্যায় চমৎকৃত হয়ে ওঠে'।[২]

বিবাহের সন-তারিখ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুওয়াইরিয়া (রাঃ)-কে ৫ম হিজরীতে বিবাহ করেন।[৩] এ সময় তার বয়স হয়েছিল ২০ বছর। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت عشرين سنة– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বিবাহ করেন, তখন আমি ছিলাম ২০ বছরের মেয়ে'।[৪]

বিবাহের কারণ :

জুওয়ারিয়া (রাঃ)-কে বিবাহ করার পিছনে দ্বীনী কারণই ছিল প্রধান। নবী করীম (ছাঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, গোত্রপ্রধানের কন্যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হ'লে মুসলমানদের সাথে বনু মুছতালিকের শত্রুতার চির অবসান ঘটবে। সেটাই ঘটেছিল। এরপর বনু মুছতালিক গোত্রের কেউ কোন দিন রাসূল (ছাঃ)-এর বিরোধিতা করেনি; বরং ক্রমান্বয়ে তারা ইসলামে দীক্ষিত হয়।[৫] এছাড়া জুওয়াইরিয়া (রাঃ)-কে বিবাহের আরেকটি কারণ হচ্ছে সর্দার কন্যা হিসাবে তাঁকে অপমান, লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করা, তাঁকে যোগ্যস্থানে রেখে তাঁর সম্মান বজায় রাখা এবং দাসত্বের কবল থেকে মুক্ত রেখে তাঁকেও অন্যান্য স্বাধীনা মহিলাদের সমপর্যায়ভুক্ত করা।[৬]

চেহারা ও চারিত্রিক গুণাবলী :

জুওয়াইরিয়া (রাঃ) অত্যন্ত আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) বলেন, وكانت حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه فكرهتها– يعني لحسنها، 'তিনি এতই কমনীয়া ও মিষ্টভাষিণী ছিলেন যে, তাকে যে দেখতো সে তাকে হৃদয়ে স্থান না দিয়ে পারতো না। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে সাহায্যের জন্য আসলেন। আমি তার সুন্দর চেহারার কারণে তাকে অপসন্দ করলাম'।[৭] হাফিয যাহাবী বলেন, وكانت من أجمل النساء 'তিনি ছিলেন অত্যধিক সুন্দরী মহিলা'।[৮]

তাঁর চেহারা ও গুণাবলীর বর্ণনা অন্যত্র এভাবে এসেছে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশার কক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় আয়েশা শুনতে পেলেন যে, কোন এক মহিলা রাসূলের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করছে। আয়েশা (রাঃ) দরজার দিকে গিয়ে দেখেন, 'সেখানে কমনীয়া এক যুবতী দণ্ডায়মান, অসম্ভব মিষ্টি-মধুর তার চেহারা। যে তাকে দেখবে সে তাকে হৃদয়ে স্থান না দিয়ে পারবে না। তার বয়স ২০ বছরের কাছাকাছি। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা ও ভয়ে সে কাঁপছে। আর তার এ আপ্লুতভাব তার প্রাণবন্ততা ও মোহনীয়তাকে আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছে।[৯]

জুওয়াইরিয়া (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত আত্মসম্মানবোধ সম্পন্না ও বিনয়ী মহিলা। যেমন ড. আয়েশা আশ-শাত্বী বলেন, ودخلت الشابة المليحة فقالت في ضراعة تمازجها عزة، 'আর লাবণ্যময়ী যুবতী গৃহে প্রবেশ করে (তার বক্তব্য) বলল। যাতে ছিল বিনয়-নম্রতা ও ইয্যত-সম্মানের সংমিশ্রণ।[১০] এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বিবাহের প্রস্তাব

১. *মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৯; দালাইলুন নবুওয়াত, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫০।*
২. *তারাজিমু সাইয়্যেদাতি বায়তিন নবুওয়াত, পৃঃ ৩৫৮।*
৩. *সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-জরদানী, ফাতহুল আল্লাম বিশারহি মুরশিদিল আনাম, ১ম খণ্ড, (কায়রো : দারুস সালাম, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪১০হিঃ/ ১৯৯০ খ্রীঃ), পৃঃ ২৩৮।*
৪. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৩; মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৮-২৯।*
৫. *মনসুর আহমাদ, বহু বিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা) (ঢাকা : তাসনিম পাবলিকেসন্স, ১৯৯৫), পৃঃ ২৪৮-৪৯।*
৬. *ছালাহুদ্দীন মকবুল আহমাদ, আল-মারজাতু বায়না হিদায়াতিল ইসলাম ওয়া গাওয়াতিল ইসলাম (কুয়েত : দারু ইলাফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭ খ্রীঃ/১৪১৮হিঃ), পৃঃ ২৬৮।*
৭. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৫।*
৮. *তদেব, পৃঃ ২৬১।*
৯. *তারাজিম, পৃঃ ৩৫৭।*
১০. *ঐ, পৃঃ ৩৫৮।*

www.at-tahreek.com

দিলে তিনি বললেন, وهى لاتكاد تصدق انها قد نجت من الضياع والهـــوان، 'আর এটা হয়তো ছাদাক্বা হবে না, এটা নীচতা, হীনতা ও অপমান-লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দেবে'।[১১]

ইবাদত-বন্দেগী :

জুওয়াইরিয়া (রাঃ) অত্যন্ত ইবাদতগুযার ছিলেন। ইবাদতের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তিনি দিনের অধিকাংশ সময় ইবাদতে মশগূল থাকতেন। তিনি বলেন, একদা সকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকটে আসলেন, আমি তখন তাসবীহ-তাহলীল করছিলাম। অতঃপর কোন এক প্রয়োজনে তিনি চলে গেলেন। দ্বিপ্রহরে তিনি আবার ফিরে এসে বললেন, এখনও তুমি বসে আছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিক্ষা দেব না, যেগুলি তুমি যা বলছ, তার সাথে তুলনা করা যেতে পারে কিংবা তুমি এ যাবৎ যা বলছ তার সাথে এটা ওযন করা যেতে পারে? এরপর তিনি আমাকে নিম্নের দো'আটি শিখালেন, سُبْحَانَ اللهِ بِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُـــبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِـــهِ– 'আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসা সহকারে তাঁর সৃষ্টি সংখ্যার সমপরিমাণ, আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর আরশের ওযন পরিমাণ, আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর ইচ্ছার সংখ্যানুপাতে ও আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর বাক্য সমূহের সংখ্যা পরিমাণ'। শব্দগুলি তিনবার বলতে বললেন।[১২]

অপর একটি বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) জুওয়াইরিয়া (রাঃ)-এর নিকটে আসলেন, তিনি ছায়েম ছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি গতকাল ছিয়াম রেখেছিলে? তিনি বললেন, না। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আগামীকাল কি ছিয়াম পালন করার ইচ্ছা কর? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে ইফতার কর (ছিয়াম ভেঙ্গে ফেল)'।[১৩]

সম্পদের অংশ দান :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর অন্যান্য স্ত্রীর মত জুওয়াইরিয়া (রাঃ)-এর উপর পর্দা পালনের বিধান আরোপ করেন এবং অন্যদের মত তার জন্য সম্পদের অংশ নির্ধারণ করেন।[১৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খায়বার যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের সম্পদ থেকে ৮০ অসাক[১৫] খেজুর ও ২০ অসাক যব বা গম প্রদান করেন।[১৬]

ইলমে হাদীছে অবদান :

জুওয়াইরিয়া (রাঃ)-এর নিকট থেকে ৭টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১টি ছহীহ বুখারীতে এবং ২টি ছহীহ মুসলিমে উল্লিখিত হয়েছে।[১৭] তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন ও বর্ণনা করেন।[১৮] তাঁর নিকট থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (মৃঃ ৬৮হিঃ/৬৮৭খ্রীঃ), আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (মৃঃ ৭৩/৬৯২), ওবায়দ ইবনুস সিবাক, তুফায়ল, আবু আইউব মুরাগী (৮০ হিঃ/৬৯৯খ্রীঃ), কুলছূম ইবনু মুছতালিক, আব্দুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ ইবনিল হাদ (মৃঃ ৮১হিঃ/৭০০খ্রীঃ), কুরায়ব, মজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১৯]

মৃত্যু :

জুওয়াইরিয়ার গর্ভে রাসূল (ছাঃ)-এর কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইনতিকালের পরে অনেকদিন জীবিত ছিলেন।[২০] জুওয়াইরিয়া (রাঃ)-এর মৃত্যুকাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তিনি ৫০ মতান্তরে ৫৬ হিজরী সালে ইনতিকাল করেন।[২১] তাঁর মৃত্যুসাল ইবনুল জাওযী ৫০ হিজরী, অন্যরা ৫৫ হিজরী এবং ওয়াকেদী ৫৬ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন।[২২] তবে বিশুদ্ধ মতে তিনি ৫৬ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে মু'আবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ানের খিলাফতকালে ৬৫ বছর মতান্তরে ৭০ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।[২৩] মদীনার তৎকালীন গভর্ণর মারওয়ান ইবনুল হাকাম তাঁর জানাযা ছালাত পড়ান।[২৪]

উপসংহার :

জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিছ (রাঃ) সর্দারকন্যা হ'লেও তিনি ছিলেন অতীব বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের লজ্জাশীলা মহিলা। আত্মসম্মানবোধ তাঁর মাঝে ছিল কিন্তু গর্ব-অহংকার তাঁর মাঝে ছিল না। কোন দোষ-ত্রুটি তাঁর নির্মল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ম্লান করতে পারেনি। তিনি তাঁর অবসরকে ইবাদতেই কাটাতেন। রাসূলের সকল আদেশকে শিরোধার্য করে তাঁর যথাসাধ্য অনুসরণ করতেন। এক কথায় তিনি ছিলেন রাসূলের জন্য নিবেদিতা। তাই তাঁর জীবনীতে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। আমাদের কন্যা-জায়া-জননীরা তাঁর আদর্শকে উপজীব্য করে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারলে জগৎসংসারে তাদের পারিবারিক জীবন হবে সুখ-শান্তিময় এবং পরকালে লাভ করবে নাজাত। আল্লাহ আমাদেরকে এই মহিয়ষী মহিলার জীবনী থেকে ইবরাত হাছিলের তাওফীক্ব দিন- আমীন!

---

১১. *ঐ, পৃঃ ৩৫৮।*
১২. *মুসলিম হা/২৭২৬, 'যিকর ও দো'আ' অধ্যায়; মিশকাত হা/২৩০১।*
১৩. *বুখারী, ৪/২০৩, 'ছাওম' অধ্যায়, 'জুম'আর দিন ছিয়াম পালন' অনুচ্ছেদ; আবূদাঊদ, হা/২৪২২, 'ছাওম' অধ্যায়।*
১৪. *মুস্তাদরাক ৪/২৯; ত্বাবাকাত, ৮/৯৪ পৃঃ।*
১৫. *৬০ ছা'তে এক অসাক। আর এক ছা'র পরিমাণ হচ্ছে আড়াই কেজি।*
১৬. *ত্বাবাকাত, ৮/৯৫ পৃঃ।*
১৭. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৩।*
১৮. *তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৮।*
১৯. *হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ, ৮ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তা. বি.), পৃঃ ৪৪; তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৮।*
২০. *আত-তারীখুল ইসলামী, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬০।*
২১. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৩, তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৮।*
২২. *হাফেয ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৪র্থ খণ্ড, ৫ম জুয (কায়রো : দারুর রাইয়ান ১ম প্রকাশ, ১৪০৮হিঃ/১৯৮৮খ্রীঃ), পৃঃ ৫১; তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৮।*
২৩. *তারাজিম, পৃঃ ৩৬২।*
২৪. *আত-ত্বাবাকাত, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯৫; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য়খণ্ড, পৃঃ ২৬৩; তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৮।*

ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ)

নূরুল ইসলাম

(৪র্থ কিস্তি)

লোভহীনতা : ধর্মীয় ও শিক্ষা সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য মুবারকপুরী (রহঃ)-এর কাছে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে দাওয়াত আসত। সাধ্যানুযায়ী তিনি সেসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত হ'তেন। এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদেরকে আয়োজকরা পথখরচ ও সম্মানী দিতেন। কিন্তু মুবারকপুরী কখনো সম্মানী গ্রহণ করতেন না। পথখরচও অনেক সময় নিতে চাইতেন না। তবে কখনো কখনো নিতে বাধ্য হ'লে কর্মস্থলে ফিরে এসে অতিরিক্ত অর্থ কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরত পাঠাতেন।[১]

তদীয় ছাত্র, নেপালের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা আব্দুর রউফ ঝাণ্ডানগরী বলেন, 'আমার বাবা শায়খ মুবারকপুরীকে সিরাজুল উলূম মাদরাসা (ঝাণ্ডানগর, নেপাল) পরিদর্শনের জন্য দাওয়াত দেন এবং আব্দুর রহমান মুবারকপুরী ও মুহাম্মাদ মুনীর খানের মৃত্যুর পর মাদরাসার তত্ত্বাবধান করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি দাওয়াত গ্রহণ করেন এবং একাই সেখানে যান। ফেরার সময় বাবা তাঁকে পথখরচ দিতে চান। কিন্তু তাঁর হাতে দেয়ার সাহস না পেয়ে দারুল হাদীছ রহমানিয়া, দিল্লীর ঠিকানায় তাঁর নামে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তিনি টাকা ফেরত পাঠান এবং গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন'।[২]

একবার এ্যাডভোকেট আদীল আব্বাসী বাস্তী নগরীতে একটি ধর্মীয় ও শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করেন। দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরাম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীগণ সে সম্মেলনে উপস্থিত হন। ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ)ও এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। তাঁকে পথখরচ দিতে চাইলে তিনি তা নিতে অপারগতা প্রকাশ করে বলেন, 'এই সম্মেলন আয়োজনের জন্য আপনারা প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন। নিজ খরচে এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে আপনাদেরকে সহযোগিতা করা কী আমাদের দায়িত্ব নয়'?[৩]

মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন আছারী মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া, নি'মতপুরের শিক্ষক থাকাকালে ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী মাদরাসাটি পরিদর্শনে যান। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন জামে'আ সালাফিয়া, বেনারসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং 'আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত' মাওলানা নাযীর আহমাদ রহমানী (১৯০৬-১৯৬৫) ও আলহাজ আব্দুস সালাম মুবারকপুরী। তিনি (মুবারকপুরী) সেখানে দাওয়াতী প্রোগ্রামে বক্তব্য দেন। বিদায়লগ্নে মুবারকপুরীকে হাদিয়া স্বরূপ আম ও পথখরচ প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি কোনটিই গ্রহণ করেননি। দিল্লী পৌঁছার পর মাওলানা আছারীকে একটি পত্র লিখে মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উক্ত পত্রে তিনি বলেন, 'হাদিয়া ও টিকিট গ্রহণ না করার জন্য আলহাজ আব্দুল্লাহ ও নূরে এলাহী যেন মনঃকষ্ট না পান। শাশহানিয়ার অনুষ্ঠানে আব্দুল জলীল পথখরচ ও সম্মানী এবং তুলসীপুর অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ শফী খান দ্বিগুণ পথখরচ দিতে চাইলেও আমার মন তা গ্রহণ করতে সায় দেয়নি। তা গ্রহণ না করে আমি মানসিক প্রশান্তি ও আনন্দ লাভ করছি। আশা করি ভবিষ্যতেও আল্লাহ আমাদেরকে এথেকে রক্ষা করবেন এবং প্রত্যেক আলেমকে এরূপ মনোবৃত্তি পোষণের তাওফীক্ব দান করবেন'।[৪]

বিনয়-নম্রতা : মাসআলা-মাসায়েল জানার জন্য মুবারকপুরীর কাছে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসত। এতে 'মির'আত' রচনায় ব্যাঘাত ঘটতে দেখে জামে'আ সালাফিয়া, বেনারসের শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ রাঈস নাদভী (১৯৩৭-২০০৯) সাক্ষাৎকারীদের জন্য সময় নির্ধারণ করার ব্যাপারে মুবারকপুরীকে প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি এ প্রস্তাব কঠিনভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'আগন্তুক ও সাক্ষাৎপ্রার্থীদের জন্য সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করা ইসলামী শরী'আত অনুমোদন করে না। বিশেষ করে যারা ইলমী, দ্বীনী ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কিত মাসআলা-মাসায়েল জানার জন্য আসে তাদের জন্য। সফরের কষ্ট স্বীকার করে তাদের অনেকেই দূর-দূরান্ত থেকে আসে। কাজেই শরী'আত তা অনুমোদন করে না এবং ইসলামী চরিত্র তা বৈধ করে না। এটি মানবিকতারও পরিপন্থী। আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীদের জীবনে এর দৃষ্টান্ত আমরা পাইনি'।[৫]

অতিথিপরায়ণতা : মাওলানা আবুল বারাকাত বলেন, 'আমার বাবা মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া একবার মুবারকপুরীর সাথে দেখা করার জন্য তাঁর বাড়ীতে যান। তখন ছিল সন্ধ্যাবেলা। ঐ সময় বাজারে গোশত পাওয়া না যাওয়ায় তিনি বাড়ির একটি দুগ্ধবতী ছাগল যবেহ করে তার মেহমানদারী করেন'।[৬]

১. *ছাওতুল উম্মাহ, মার্চ '০৯, পৃঃ ৩২।*
২. *মুহাদ্দিছ, জানু-ফেব্রুঃ '৯৭, পৃঃ ১৯৫-৯৬।*
৩. *ঐ, পৃঃ ১৯৫-১৯৬।*
৪. *মাকাতীবে রহমানী, পৃঃ ৩৫-৩৬, পত্র নং-৪, তাং-৫ রজব ১৩৬৫ হিঃ।*
৫. *মুহাদ্দিছ, জানু-ফেব্রুঃ '৯৭, পৃঃ ২৫১-৫২।*
৬. *ঐ, পৃঃ ৭৯, ২০০-২০১।*

www.at-tahreek.com

মুবারকপুরীর জামাই মুহাম্মাদ ফারূক আযমী বলেন, 'তিনি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ, উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং নম্র-ভদ্র ছিলেন। তাঁর বাড়ীতে প্রায় সব সময় মেহমানের আনাগোনা থাকত। দূর ও কাছের লোকেরা দ্বীনী বিষয়াবলী জানা এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে তাঁর কাছে আসত। এতে গবেষণাকর্মে ব্যাঘাত ঘটলেও তাঁর কপালে কখনো ভাঁজ পড়ত না। আগন্তুকদের খবরাখবর জিজ্ঞেস করতেন। সাধ্যানুযায়ী তাদের খাতির-যত্ন ও আপ্যায়ন করতেন। তাঁর এই সুন্দর গুণ এবং অতিথিপরায়ণতা মানুষের মনে গেঁথে যেত এবং যে কেউ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসত অথবা তার মেহমান হ'ত, সে মনে করত, মুবারকপুরীর সব ভালবাসা, খাতির-যত্ন এবং সৌজন্যবোধ বুঝি তার জন্যই নির্দিষ্ট। তাঁর এই উন্নত চরিত্র-মাধুর্যের কথা সবাই স্বীকার করত'।[৭]

আল্লাহভীরুতা : আত্মপ্রশংসা, আত্মপ্রকাশ ও আত্মগর্ব থেকে তিনি সর্বদা বিরত থাকতেন। আল্লাহভীরুতা ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীছের প্রতিচ্ছবি ছিলেন তিনি।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلاَثٌ مُنْجِيَاتٌ، وَثَلاَثٌ مُهْلِكَاتٌ ☐ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ : فَتَقْوَى اللهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ، وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِى الرِّضَى وَالسَّخَطِ، وَالْقَصْدُ فِى الْغِنَى وَالْفَقْرِ. وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ : فَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَشُحٌّ مُطَاعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، وَهِىَ أَشَدُّهُنَّ.

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিনটি জিনিস মুক্তিদানকারী এবং তিনটি জিনিস ধ্বংসসাধনকারী। মুক্তিদানকারী জিনিসগুলি হ'ল- প্রকাশ্যে ও গোপনে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে ভয় করা। খুশী ও অখুশী উভয় অবস্থায় সত্য কথা বলা এবং ধনাঢ্যতা ও দারিদ্র্য উভয় অবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। আর ধ্বংসসাধনকারী জিনিসগুলি হ'ল- প্রবৃত্তিপূজারী হওয়া, লোভ-লালসার দাস হওয়া এবং আত্মগর্বী হওয়া। আর এটিই হ'ল সর্বাপেক্ষা জঘন্য'।[৮]

একবার তিনি সিদ্ধার্থনগর যেলার ইউসুফপুরে অবস্থিত দারুল হুদা মাদরাসা পরিদর্শনে গেলে কবি হায়রাত বাস্তাবী ও আমজাদ নেপালী তাঁর প্রশংসায় কয়েক ছত্র কবিতা আবৃত্তি করেন। তাদের কবিতা পাঠের পর মুবারকপুরী বলেন, 'তোমরা ভাল কবিতা রচনা করতে পার। তবে তোমরা আমার এমন প্রশংসা করেছ, যার যোগ্য আমি নই। তোমরা আমার প্রশংসা করছিলে আর আমার মন ডুকরে কেঁদে উঠছিল। একথা বলার পর তার চোখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে।[৯]

অনেকে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে লেখার জন্য তাঁর কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি এতে সাড়া দেননি।[১০]

সহজ-সরল জীবন যাপন : তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। বিলাসিতা ও আড়ম্বরতা তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। মুহাম্মাদ ফারূক আযমী বলেন, 'তিনি সালাফে ছালেহীনের পূত-পবিত্র জীবনের নমুনা ছিলেন। তাঁকে দেখে মনে হ'ত যে, সালাফে ছালেহীনও এভাবে দুনিয়াতে থেকেও দুনিয়াবী ভোগ-বিলাস থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করে জীবন-যাপন করতেন'।[১১]

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাঁর পিএইচ.ডি থিসিসের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ৫২ দিনের দক্ষিণ এশিয়া সফরের ৩৬ দিন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করেন। ১০ জানুয়ারী '৮৯-তে তিনি ভারতের বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিছ আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়ীতে যান। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন জামে'আ সালাফিয়া, বেনারসের তৎকালীন ছাত্র বেলাল হোসায়েন (বর্তমানে জয়পুরহাটের বানিয়াপাড়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ ড. বেলাল হোসায়েন)। ড. গালিব মুবারকপুরীর সাথে সাক্ষাতের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, 'মাগরিবের বেশ কিছু পরে আমরা তাঁর বাড়ীতে পৌঁছি। ছিমছাম ছোট বাড়ী। মানুষজন নেই। মনে হ'ল মাওলানা একাই বাড়ীতে। নামকরা শহর হ'লেও আমরা বিদ্যুৎ দেখিনি। ছোট গোল চিমনীর হারিকেন হাতে নিয়ে এসে মাওলানা আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। ঘরে বসালেন। চেয়ার-

৭. *আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৩৬।*
৮. *শু'আবুল ঈমান ১/৪৭১, হা/৭৪৫, ৫/৪৫২-৫৩, হা/৭২৫২; মিশকাত হা/৫১২২, হাদীছ হাসান, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'ক্রোধ ও অহংকার' অনুচ্ছেদ।*
৯. *মুহাদ্দিছ, জানু-ফেব্রুঃ '৯৭, পৃঃ ২০৫।*
১০. *ছাওতুল উম্মাহ, মার্চ '০৯, পৃঃ ৩৬।*
১১. *আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৩৬।*

টেবিল নয়। মেঝেতে পাতানো বিছানায় হারিকেন সামনে রেখে মুখোমুখি আলোচনা হ'ল অনেকগুলি বিষয়ে। আলোচনা শেষে হালকা নাশতা-পানি। উনি বেরিয়ে উঠানে গেলেন আরেকটি হারিকেন নিয়ে। বেলাল ছুটে গেল, আমিও উঠে দাঁড়ালাম। উনি এক হাতে টিউবওয়েল চাপছেন, অন্য হাতে পানির জগ। কোন মতেই বেলালকে চাপতে দিলেন না। বললেন, আপ কিউঁ যাহমাত করেঙ্গে। আপ মেহমান হ্যঁয় (আপনারা কেন কষ্ট করবেন? আপনারা মেহমান)। অথচ আমরা তাঁর ছাত্র হবারও যোগ্য নই। কতবড় উদার হৃদয়ের মানুষ। শেষনবীর সত্যিকারের ওয়ারেছ একজন কথা ও কর্মের আপাদমস্তক আহলেহাদীছ বিদ্বানকে সে রাতে দেখেছিলাম হারিকেনের স্বল্প আলোয়। যা কোনদিনও ভুলবার নয়। অথচ তাঁর 'মির'আতুল মাফাতীহ' ছেপে বিক্রি করে অনেক আলেম কোটিপতি বনে গেছেন ও বড় বাণিজ্যিক শহরে গাড়ী-বাড়ীর মালিক হয়েছেন। এই নিরহংকার জ্বলন্ত প্রতিভার কোন মূল্য সমাজ দেয়নি'।[১২]

অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীর মূর্তপ্রতীক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ. وَعُدَّ نَفْسَكَ فِىْ أَهْلِ الْقُبُوْرِ.

'মুসাফির অথবা পথ অতিক্রমকারীর ন্যায় তুমি দুনিয়াতে অবস্থান করবে এবং নিজেকে (সর্বদা) কবরবাসী মনে করবে'।[১৩]

বক্তব্যের প্রভাব : তাঁর বক্তব্য জনগণের মনে দারুণ প্রভাব বিস্তার করত। তাঁর মজলিসে যে বসত তার ঈমান শাণিত হ'ত। তিনি শ্রোতাদের স্তর ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতঃ এত সুন্দরভাবে বক্তব্য দিতেন যে, প্রত্যেক শ্রোতা মনে করত তার কল্যাণের জন্যই বুঝি তিনি নছীহত করছেন। এতে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত সকলের মন ছুঁয়ে যেত।[১৪]

একবার হজ্জের মওসুমে আরাফার দিনে আরাফাত ময়দানে তাঁর উপস্থিতির কথা জানতে পেরে লোকজন সেখানে জড়ো হয়। তাদের মধ্যে ওলামায়ে কেরাম যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন ছাত্ররা। তারা মুবারকপুরীর বক্তৃতা শোনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাদের আগ্রহের প্রেক্ষিতে মাওলানা মুখতার আহমাদ নাদভী তাঁকে বক্তব্য দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি এ ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করেন। কিন্তু নাদভী জোরাজুরি করলে তিনি বলতে শুরু করেন, 'আমি বিশ্বাস করি না যে, উপস্থিত কেউ আমার চেয়ে বেশী তওবা-ইস্তেগফারের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্র রহমত নাযিল ও মাগফিরাত লাভের এই মূল্যবান সময়ে আমি নিজেকে বক্তব্য ও দরস প্রদানের যোগ্য নয় বলে বিবেচনা করি। মানুষদের উচিত তাদের পাপের কথা স্মরণ করে আল্লাহ্র কাছে খাঁটি তওবা করা এবং মহান প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিনকে স্মরণ করা। কারণ শুধু বক্তৃতা শোনা ও দো'আর শেষে আমীন বলা যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ না প্রকৃত তওবা, আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাওয়া ও তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি করা হবে। হে আলেম সমাজ! আপনাদের জন্য আল্লাহ্র এ বাণীই যথেষ্ট।

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.

'আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে' *(ফাতির ৩৫/২৮)*।

উপস্থিতিদের মাঝে তাঁর এ বক্তব্য দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রত্যেকের চোখ হয়ে উঠেছিল অশ্রুসজল।[১৫]

বই সংগ্রহে আগ্রহ : বই ক্রয়ের প্রতি মুবারকপুরীর দারুণ আগ্রহ ছিল। কোন প্রয়োজনীয় বই পেলে তিনি সংগ্রহের চেষ্টা করতেন। অনেক সময় মূল্যবান বই কেনার আগ্রহ থাকলেও অর্থাভাবের কারণে তা কিনতে পারতন না। ১৯৬৫ সালে লিখিত এক পত্রে আব্দুস সালাম রহমানী তাঁকে المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى গ্রন্থের কথা জানান। বইটির কথা জানার পর তা সংগ্রহের জন্য তাঁর আগ্রহ বেড়ে যায়। তখন বইটির দাম ছিল ১০০০ রূপী। এত বেশী টাকা দিয়ে তার পক্ষে এ বই কেনা সম্ভব ছিল না। এক পত্রে তিনি আব্দুস সালাম রহমানীকে এ সম্পর্কে জানান, 'আল-মু'জামুল মুফাহরাস' আমাদের মতো মানুষের পক্ষে কেনা সম্ভব নয়। আমাদের পরিচিতও এমন কেউ নেই, যে এই বইয়ের জন্য একবারে ১০০০ রূপী পরিশোধ করতে পারেন। তাই এথেকে বঞ্চিত হওয়া ছাড়া আমাদের কিছুই করার নেই। হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য এটি ক্রয়ের পথ সহজ করে দাও'।[১৬]

[চলবে]

---

১২. *তথ্য : ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, তাং ১২/০৮/২০১০ইং।*

১৩. *বুখারী হা/৬৪১৬ 'রিকাক' অধ্যায়; তিরমিযী হা/২৩৩৩; ইবনু মাজাহ হা/৪১১৪; সিলসিলা ছহীহা ৩/১৪৭-৪৮, হা/১১৫৭; মিশকাত হা/১৬০৪ 'জানাযা' অধ্যায়, 'মৃত্যু কামনা ও তার কথা স্মরণ করা' অনুচ্ছেদ, ঐ হা/৫২৭৪ 'রিকাক' অধ্যায়, 'আশা-আকাঙ্ক্ষা ও লোভ-লালসা পোষণ' অনুচ্ছেদ।*

১৪. *আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৩৬।*

১৫. *ঐ, ফেব্রুয়ারী '৯৪, পৃঃ ১৭-১৮।*

১৬. *মাকাতীবে হযরত শায়খুল হাদীছ, পৃঃ ৫৮-৫৯, পত্র নং- ৩২, তাং- ২২/১০/৬৫।*

কবিতা

রামাযান

-আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

বরষের পর তরণী সাজিয়ে
দ্বারে এলো ফের রামাযান,
নেকির পসরা এনেছে সাজিয়ে
গোনাহগারে দিতে পরিত্রাণ।
ফেরদৌস আর জান্নাত তারা
দ্বার খুলে আজি দাঁড়ায়ে,
বান্দার বুকে মিশাইবে বুক
চেয়ে রহে হাত বাড়ায়ে।
পাতকী রবে না হবে নাতো কেউ
আল্লাহ ছাড়া কারোর দাস,
অশেষ পুণ্য অর্জিবে আজিকে
মুমিনের মনে আশ।
এ মহান মাসেতে হেরা গুহাতে
কুরআনের বাণী এলো,
আল্লাহ্র নবীর (ছাঃ) হৃদয় পটে
জ্বলিল অহি-র আলো।
মিথ্যা ইলাহ্র আসন যত সব
হ'ল যে কম্পমান,
মুমিনের দিল সতেজ করিতে
তুমি এলে রামাযান।

***

ইফতারকালে নিবেদন

-ডাঃ মুহাম্মাদ গোলাপ উদ্দীন মিয়া
ওছমানপুর বাজার, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

তোমার আদেশ হয়নি বলে
দেয়নি মুখে কেউ আহার।
জানি তোমার ক্ষমতা অসীম
তুমি রহমানুর রহীম ও গাফফার॥
ছিয়াম সাধন কবুল কর
সাহারী-ছালাত-ইফতারী।
রোজ হাশরে কৃপা করে
দিও না সমন গ্রেফতারী॥
রহমত, বরকত, নাজাত মাগী
গুনাহগারের এ আবদার।
মুসলমানে হেদায়েত দানে
দাও ঈমানী বল আবার॥

মাহে রামাযান

-রুপালী
বড়াইগ্রাম, নাটোর।

মাহে রামাযানের আগমনে
কত আয়োজন,
তবু কেন কেঁদে উঠে না
পাপে ভরা মন?
সারা বছর করে পাপ
সব থাকে জমা,
এ মাসে সব গোনাহ হ'তে
চাই প্রভুর ক্ষমা।
বারবার করি স্মরণ
দয়ালু আল্লাহ্কে,
ক্ষমা যেন করে দেন
অপরাধী আমাকে।
গভীর রাতে দু'হাত তুলে
আল্লাহ্র কাছে বলি,
সারাক্ষণ আমি যেন
সত্যের পথে চলি।
সারা বছর থাকি যেন
আল্লাহ্র প্রেমে মশগূল,
মৃত্যুর পরে পাই যেন
সেই জান্নাতের কূল।

***

খুশীর ঈদ

-আহমাদ রিজভী
ভবানীগঞ্জ, বাগমারা, রাজশাহী।

ভুলে যাই বৈরিতা, হিংসা ও যেদ
প্রীতি দিয়ে জয় করি সব ভেদাভেদ।
ঈদের খুশিতে তুলে ঐক্যের সুর
মন থেকে মলিনতা করে দেই দূর।
হানাহানি রেষারেষি করে দেই বন্ধ
মিলেমিশে বাস করি ভুলে যাই দ্বন্দ্ব।

***

হারিয়ে যাব!

-আতাউর রহমান মণ্ডল
মুংলী, চারঘাট, রাজশাহী।

হারিয়ে যাব আমি হারিয়ে যাব
একদিন ঠিকই আমি হারিয়ে যাব।
খুঁজে পাবে না কেউ খুঁজে পাবে না
বলতো হারিয়ে আমি কোথায় যাব?
আদিম কালের সেই আদম ছফী
বনী আদমেরা সব আজ কালের
আদি মাতা ভাই বোন এ নয়া সালের
গেছেন যেখানে আমি সেখানে যাব।
সেদিনও ফুটবে ফুল গাছে গাছে
মৌমাছি গুঞ্জনে নাচে নাচে
মধু আহরণে যাবে চপল পাখায়
শুধু আমি থাকব না হারিয়ে যাব।
নিমফুল বনে বনে জোনাকী মেয়ে
আলোকের বন্যায় উঠবে নেয়ে।
মেঘের ঘোমটা খুলে চাঁদ বধুটি
হাসবে সেদিনও আমি হারিয়ে যাব।
ঝর্ণা-পাহাড়-পাখী-ফুলের সুবাস
আকাশে মেঘের ভেলা বালু চরে কাশ
স্বকীয়তা রেখে যাবে আকাশ যমীন।
দেখব না থাকব না আমি সেই দিন।
হারিয়ে যাব আমি হারিয়ে যাব।

***

[আলোচ্য কবিতার লেখক ও সরদহ মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক এবং পুঠিয়া ইসলামিয়া মহিলা কলেজের সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব আতাউর রহমান মণ্ডল (৮০) সত্যিই আমাদের নিকট থেকে হারিয়ে গেছেন। গত ২০ জুলাই'১০ তারিখে তিনি চারঘাট থানার মুংলী গ্রামের নিজ বাড়ীতে ইন্তিকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৬ পুত্র, ৪ কন্যা সহ বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আমরা তার রূহের মাগফেরাত কামনা করছি। -সম্পাদক]

নফল ছিয়াম : পরকালীন মুক্তির পাথেয়

*শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন**

ভূমিকা :

ইসলামী শরী'আতে যেকোন নফল ইবাদত তাক্বওয়ার স্তর নির্ধারণ করে। যার নফল ইবাদত যত বেশী, তার তাক্বওয়ার স্তর তত উন্নত। নফল ইবাদতের মধ্যে নফল ছিয়াম অন্যতম। সারা বছরের বিভিন্ন সময়ে নফল ছিয়াম রাখার সুযোগ রয়েছে। এটি বিভিন্ন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে একেকটির ফযীলতও একেক ধরনের। রকমারী ফযীলতের ডালি ভরা নফল ছিয়ামের আধিপত্যও তাই অনেকাংশে বেশী। আলোচ্য প্রবন্ধে ছিয়ামের ফযীলত, বিভিন্ন প্রকারের নফল ছিয়াম প্রভৃতি প্রসঙ্গে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হ'ল।

ছিয়ামের ফযীলত :

ছিয়াম আল্লাহ প্রদত্ত এক বিশেষ ইবাদত। যার প্রতিদান আল্লাহ নিজ হাতে প্রদান করবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। আর দ্বিতীয় কোন ইবাদত নেই যার ব্যাপারে অনুরূপ বলা হয়েছে। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, يَتْـرُكُ طَعَامَـهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِى اَلصِّيَامُ لِىْ وَأَنَا أَجْزِىْ بِـهِ 'সে আমার জন্য পানাহার ও কামাচার পরিত্যাগ করে। ছিয়াম আমার জন্য, আমিই উহার প্রতিদান দিব'।[১] ক্বিয়ামতের দিন ছায়েমদেরকে 'রাইয়্যান' নামক বিশেষ গেট দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। তাদের প্রবেশের পরই গেট বন্ধ করে দেয়া হবে। যেন এ গেট দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে না পারে।[২]

অন্য একটি হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে একটি ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন হ'তে ৭০ বছরের পথ দূরে রাখবেন'।[৩] অন্য বর্ণনায় ১০০ বছরের পথ দূরে রাখবেন বলা হয়েছে।[৪] অপর হাদীছের বর্ণনা মতে জাহান্নাম ও তার মাঝে এমন একটি গর্ত খনন করবেন যার ব্যবধান হবে আসমান ও যমীনের ব্যবধানের ন্যায়।[৫] উল্লেখিত হাদীছগুলোতে ছিয়ামের গুরুত্ব সহজেই ফুটে ওঠেছে। আমাদের কর্তব্য হবে যথাসম্ভব নফল ছিয়াম পালনের মাধ্যমে উক্ত মর্যাদার ধারক হওয়া। নিম্নে বিভিন্ন ধরনের নফল ছিয়ামের আলোচনা পেশ করা হ'ল।

১. শা'বান মাসের ছিয়াম :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের ফরয ছিয়ামের পর শা'বান মাসেই এক টানা নফল ছিয়াম পালন করতেন। এ মাসের চেয়ে আর কোন মাসেই এত অধিক নফল ছিয়াম রাখতেন না। রামাযানের প্রস্তুতি স্বরূপ তিনি প্রায় পুরো শা'বান মাসই ছিয়াম রাখতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى لله عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ حَتَّـى نَقُـوْلَ لاَيُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ لاَ يَصُوْمُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُـوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَـا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِىْ شَعْبَانَ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিয়াম পালন করতে থাকতেন, এমনকি আমরা বলাবলি করতাম তিনি আর ছিয়াম ছাড়বেন না। আবার এমনভাবে ছেড়ে দিতেন, আমরা মনে করতাম তিনি আর ছিয়াম রাখবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান মাস ব্যতীত কোন মাসে পুরো মাস ছিয়াম রাখতে দেখিনি। আর শা'বান মাসের চেয়ে কোন মাসে অধিক ছিয়াম রাখতে দেখিনি'।[৬]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَصُوْمُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّـهُ وَكَانَ يَقُوْلُ خُذُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَإِنَّ اللهَ لاَيَمَـلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শা'বান মাসের চেয়ে অধিক ছিয়াম কোন মাসে পালন করতেন না। তিনি পুরো শা'বান মাসই ছিয়াম পালন করতেন এবং বলতেন, তোমাদের যতটুকু সামর্থ্য আছে ততটুকু আমল কর। কারণ তোমরা পরিশ্রান্ত না হয়ে পড়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা ছওয়াব বন্ধ করেন না'।[৭]

عن أُسامة بن زيد قال : قُلْتُ: يَا رَسُـوْلَ اللهِ! لَـمْ أُرَكَ تَصُوْمُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُوْرِ مَاتَصُوْمُ مِنْ شَعْبَانَ!! قَال: ذَالِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيْهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ العَالَمِيْنَ، فَأُحِبُّ أَنْ يَرْفَعَ عَمَلِىْ وَأَنَا صَائِمٌ-

---

* কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

১. বঙ্গানুবাদ বুখারী (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী ২০০৭), হা/১৮৯৪, ২/৩২৮ পৃঃ।
২. বঙ্গানুবাদ বুখারী, হা/১৮৯৬, ২/৩২৯ পৃঃ।
৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৫৫, ৪/২৫৩।
৪. সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৬৭, ২৫৬৫।
৫. সিলসিলা ছহীহা হা/২২৬৮/৬।
৬. বঙ্গানুবাদ বুখারী, ২/৩৬৩, হা/১৯৬৯; তাহক্বীক্ব নাসাঈ হা/২৩৫১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৩৮।
৭. বঙ্গানুবাদ বুখারী ২/৩৬৩ পৃঃ, হা/১৯৭০।

উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! শা'বান মাসের ন্যায় অন্য কোন মাসে আপনাকে এরূপ ছিয়াম রাখতে দেখিনি যে? তিনি বলেন, এটি রজব ও রামাযানের মধ্যবর্তী এমন একটি মাস, যে মাসের ব্যাপারে মানুষ উদাসীন থাকে। এ মাসে জগত সমূহের প্রতিপালকের নিকট আমলনামা উপস্থাপন করা হয়। আর আমি পসন্দ করি যে, ছিয়ামরত অবস্থায় আমার আমলনামা উপস্থাপন করা হোক'।[৮]

উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, مَارَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ- 'নবী করীম (ছাঃ)-কে শা'বান ও রামাযান ব্যতীত একাধারে দুই মাস ছিয়াম পালন করতে দেখিনি'।[৯]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَارَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِيْ شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِيْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُوْمُهُ إِلاَّ قَلِيْلاً بَلْ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ- 'শা'বান মাসের মত আর কোন মাসে এত অধিক নফল ছিয়াম রাখতে আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখিনি। এ মাসের কিছু ব্যতীত বরং পুরো মাসটাই তিনি ছিয়াম রাখতেন'।[১০]

আরবীতে একটি প্রবাদ আছে, للأكثر حكم الكل 'অধিকাংশের উপর পুরো বিষয়ের হুকুম বর্তায়'। আরবী প্রবাদ অনুযায়ী মাসের অধিকাংশ সময় ছিয়াম রাখা মানে পুরো মাস ছিয়াম রাখা। ইবনুল মুবারক এই হাদীছ সম্পর্কে বলেন,

هو جائز فى كلام العرب، إذا صام أكثر الشهر أن يقال: صام الشهر كله، ويقال: قام فلان ليلة اجمع، ولعله تَعَشَّى واشتغل ببعض أمره-

'এটি আরবদের কথাবার্তায় জায়েয। যেমন কেউ মাসের অধিকাংশ সময় ছিয়াম রাখলে তারা বলে, সে সারা মাস ছিয়াম রেখেছে। কেউ রাতের আহার ও অন্যান্য প্রয়োজনে কিছু সময় রাত্রি অতিবাহিত করলে তারা বলে, অমুক সারা রাত জেগেছিল'।[১১]

এ কথার প্রমাণ মেলে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত অন্য একটি হাদীছে। তিনি বলেন,

لاَ أَعْلَمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِى لَيْلَةٍ، وَلاَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ، وَلاَ صَامَ شَهْرًا قَطُّ كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ.

'আমি এমনটি জানি না যে, আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) এক রাতে পুরো কুরআন পড়েছেন, সকাল পর্যন্ত রাত্রি জাগরণ করেছেন, রামাযান ব্যতীত কখনোই পূর্ণ একমাস ছিয়াম পালন করেছেন'।[১২]

শা'বান মাসের কয়েকদিন ব্যতীত ছিয়াম পালন রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ। উম্মতের জন্য তিনি প্রথম অর্ধাংশ পছন্দ করেছেন। তিনি বলেন, إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَصَوْمَ حَتَّى يَجِئَ رَمَضَانُ. 'শা'বান মাসের অর্ধেক অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে রামাযান না আসা পর্যন্ত আর কোন ছিয়াম নেই'।[১৩] তবে কেউ ছিয়াম রাখতে অভ্যস্ত হ'লে সে রাখতে পারে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে অমুকের পিতা! (রাবীর সন্দেহ) তুমি কি এবার শা'বানের শেষ দিকের ছিয়াম রাখনি? তিনি বললেন, না। তিনি বললেন, যখন রামাযানের ছিয়াম শেষ করবে তখন দুই দিন ছিয়াম রাখবে'।[১৪] সম্ভবতঃ উক্ত ব্যক্তি নিয়মিতভাবে এই দু'টি ছিয়াম পালন করতেন অথবা এগুলো তার মানতের ছিয়াম ছিল- এজন্য রাসূল (ছাঃ) এরূপ বলেছিলেন।

২. শাওয়াল মাসের ছিয়াম :

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ- 'যে রামাযানের ছিয়াম রেখেছে এবং পরে শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম রেখেছে, সে যেন সারা বছর ছিয়াম রেখেছে'।[১৫] হাসান বছরী (রাঃ) বলেন, 'যখন শাওয়ালের ছয়টি ছিয়ামের কথা তাঁর নিকট উল্লেখ করা হয়, তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! এই মাসের ছয়টি ছিয়াম রাখলে আল্লাহ পুরো বছর ছিয়াম রাখার ন্যায় খুশি হবেন'।[১৬] রামাযান পরবর্তী এই ছয়টি ছিয়াম হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার।

৩. যিলহজ্জ মাস ও আরাফার দিনের ছিয়াম :

নফল ছিয়ামের মধ্যে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক ও আরাফার দিনের ছিয়ামের মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। যার

৮. *তাহক্বীক্ব সুনানুন নাসাঈ, হা/২৩৫৭, সনদ হাসান।*
৯. *তাহক্বীক তিরমিযী হা/৬৩৬, সনদ ছহীহ।*
১০. *তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/৬৩৭, সনদ হাসান ছহীহ।*
১১. *তাহক্বীক্ব তিরমিযী, ১৮৩ পৃঃ।*
১২. *সুনানুল নাসাঈ, হা/২৩৪৮,সনদ ছহীহ।*
১৩. *তাহক্বীক্ব ইবনু মাজাহ, হা/১৬৫১, সনদ ছহীহ; তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/৭৩৮।*
১৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৪০, ৪/২৪৮।*
১৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৪৯; তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/৭৫৯, তাহক্বীক্ব ইবনু মাজাহ হা/১৭১৫।*
১৬. *তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/৭৫৯, সনদ ছহীহ মাকতু।*

ফযীলতের মধ্যে রয়েছে পূর্ণ দুই বছরের পাপ মোচনের ঘোষণা। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِىْ الْعَشْرَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَالِكَ بِشَيْءٍ-

'আল্লাহ্র নিকট যিলহজ্জ মাসের দশ দিনের নেক আমলের চেয়ে অধিক পসন্দনীয় নেক আমল আর নেই। ছাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়? তিনি বললেন, না, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি তার জান, মাল নিয়ে বের হয়ে ফিরে আসেনি (তার সৎকাজ এর চেয়েও বেশী মর্যাদাপূর্ণ)'।[১৭]

আরাফার দিনের ছিয়াম প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّىْ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِىْ بَعْدَهُ. 'আরাফার দিনের ছিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, তিনি এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছর ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন'।[১৮]

বৈপরিত্যের সমন্বয় সাধন :

আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَامَ الْعَشْرَ قَطُّ. 'আমি রাসূল (ছাঃ)-কে যিলহজ্জ মাসের দশদিনের ছিয়াম রাখতে দেখিনি'।[১৯] পূর্বে বর্ণিত হাদীছে যিলহজ্জের প্রথম দশকের আমলকে সর্বশ্রেষ্ঠ আমল বলা হয়েছে অথচ এই হাদীছে সম্পূর্ণ অন্য কথা বলা হয়েছে। এর সমাধান দিতে গিয়ে মিরক্বাতের ভাষ্যকার মোল্লা আলী ক্বারী বলেন, أنه صلى الله عليه وسلم يصوم وهى لا تعلم .... وأيضا عدم صيامه لاينافى كونها سنة لأنها كما تثبت بالفعل تثبت بالقول. 'রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম রেখেছেন কিন্তু তিনি (রাসূল (ছাঃ)-এর সফর কিংবা অন্য স্ত্রীর ঘরে অবস্থান করার কারণে) তা জানতে পারেননি। আবার এটাও হ'তে পারে যে, (রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম রাখেননি) তাঁর ছিয়াম না রাখা যেমন তাঁর কর্মের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি তাঁর কথার মাধ্যমেও কার্যকর হয়।[২০]

এছাড়া ইলমুল হাদীছের প্রসিদ্ধ মূলনীতি হল- إذا تعارض النفى والإثبات فالإثبات أولى. 'যখন 'হ্যাঁ বাচক' ও 'না বাচক' হাদীছের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, তখন 'হ্যাঁ বাচক' হাদীছ অগ্রগণ্য হয়। হাদীছ দু'টিই ছহীহ হওয়া সত্ত্বেও হাদীছের মূলনীতি অনুসারে 'হ্যাঁ বাচক' হাদীছ অর্থাৎ আমল করার হাদীছটি প্রাধান্য পাবে।

উম্মুল ফাযল বিনত হারিছ (রাবী আব্বাস (রাঃ)-এর স্ত্রী) বলেন, কিছু সংখ্যক লোক আরাফার দিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছিয়াম প্রসঙ্গে তার নিকট সংশয় প্রকাশ করে। তাদের কেউ বলল, তিনি ছিয়াম পালন করেছেন, কেউ বলল, তিনি করেননি। এসময় উম্মুল ফাযল এক পেয়ালা দুধ তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিলে তিনি তা পান করেন। এমতাবস্থায় তিনি উটের পিঠে (আরাফার মাঠে) অবস্থান করছিলেন।[২১]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-কে আরাফার ছিয়াম প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ), আবূবাকর, ওমর, ও উছমান (রাঃ)-এর সাথে হজ্জ করেছি, তারা সেদিন ছিয়াম রাখেননি। আমিও রাখিনি, কাউকে রাখতেও বলিনি।[২২]

[চলবে]

---

১৭. *তাহক্বীক্ব ইবনু মাজাহ, হা/১৭২৭; তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/৭৫৭, সনদ ছহীহ।*
১৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৪৬; তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/৭৪৯, সনদ ছহীহ; তাহক্বীক্ব ইবনু মাজাহ হা/১৭৩০।*
১৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৪৫; তাহক্বীক্ব ইবনু মাজাহ হা/১৭৩০, সনদ ছহীহ।*
২০. *মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাতুল মাফাতীহ (বৈরুত: দারুল ফিকর, ২০০২ ইং) ৪/১৪১৩ পৃঃ।*
২১. *বুখারী হা/১৯৮৮।*
২২. *তাহক্বীক্ব তিরযিমী, হা/৭৫১, সনদ ছহীহ।*

বের হয়েছে! বের হয়েছে!!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স'-এর প্রতিভাদীপ্ত এক ঝাঁক মেধাবী ছাত্র কর্তৃক রচিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা সম্পাদিত দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও সর্বমহলে সমাদৃত **'দিশারী'** আলিম প্রশ্নপত্র সাজেশন্স ২০১১ মানবিক বিভাগ বৃহত্তর কলেবরে বের হয়েছে।

আপনার কপির জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ

'দিশারী' আলিম সাজেশান্স প্রণয়ন কমিটি
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইলঃ ০১৭৩৫-৯৩৩৩০১;
০১৭৩১-৫২০০৪০;
০১৭৪১-৬২১৯৯২।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১। ৯ম মাস। লাইলাতুল ক্বদর। সূরা ক্বদরের ৩নং আয়াত।
২। দ্বিতীয় হিজরীতে। মানুষকে মুত্তাক্বী করার জন্য *(বাক্বারাহ ১৮৩)*।
৩। আল্লাহ। ১০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত।
৪। সূরা বাক্বারাহ ১৮৫।
৫। জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)-এর সঠিক উত্তর

১। জোনাকী ২। কাঁচকলা ৩। ঢোল।
৪। আগুন ৫। জলপাই।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় সাহারী ও ফজরের আযান কে দিতেন?
২। লাইলাতুল ক্বদরের দো'আ কোনটি?
৩। ফিৎরা দেয়ার হুকুম কি? মাথাপিছু কতটুকু ফিৎরা দিতে হয়?
৪। ঈদের ছালাত কত রাকাআত? ঈদের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর কয়টি?
৫। মুসলমানদের বাৎসরিক আনন্দোৎসব কয়টি ও কি কি?

সংগ্রহে : আব্দুর রশীদ
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১। কিসের সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা হয়?
২। কোন রঙের বস্তুর তাপ শোষণ ক্ষমতা কম?
৩। কোন রঙ বেশী দূর থেকে দেখা যায়?
৪। দেহ গঠনে কোন উপাদান সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন?
৫। পাথরকুঁচির চারা কিসের সাহায্যে উৎপন্ন করা হয়?

সংগ্রহে : ইমামুদ্দীন
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

কবিতা

আল্লাহ সবার সৃষ্টিকর্তা

হাফীযুল ইসলাম
তেলজুড়ী উচ্চ বিদ্যালয়
বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

আল্লাহ সবার সৃষ্টিকর্তা
তিনি সবার বর,
আল্লাহ সবার পালনকর্তা
তিনিই হ'লেন সব।
অসীম গুণের আধার তিনি
তিনিই রিযিকদাতা
তিনি মোদের সকল কর্মের
একমাত্র বিধাতা।
তাঁর দয়াতে দেখতে পেলাম
সুন্দর এ ভুবন,
তাঁর দিকেই রুজূ কর
তোমার দেহ মন।
পাপ-তাপ তিনি ক্ষমা করবেন
দানিবেন নাজাত,
তাঁর দয়াতেই পাইবে তুমি
অনন্ত জান্নাত॥

***

মামণি

জাদীদা
জাগীর হোসেন একাডেমী, পাবনা।

মামণির মুখের কথা লাগে ভারী মিষ্টি
নতুন নতুন কাজে করে প্রেরণার সৃষ্টি।
রাতে যদি দেখি কভু মা পাশে নাইরে,
বুক ফেটে যায় মনঃকষ্টে ঘুম আসে না চোখেতে।
যতক্ষণ মা না শুনাবে ঘুমপাড়ানি গান
ততক্ষণ মোর চোখে-মুখে থাকে অভিমান।
পুব আকাশে রাতের শেষে সোনালী রবির আলো
আদর মাখা মায়ের ডাকটি কতই লাগে ভাল।
হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বস মামণি যখন বলে
মনটা তখন ছটফটিয়ে কাঁদে নানা ছলে।

***

লালসা

আব্দুল মুমিন বিন আবুল হোসাইন
গাংজোয়ার, চণ্ডিপুর, নওগাঁ।

পান পেলে চুন চায়
চুন পেলে বোটা,
ভাত পেলে নুন চায়
ঝোল এক ফোঁটা।
গাড়ি চায় বাড়ি চায়
টাকা রাশি রাশি,
স্বভাবের কাছে কেউ
হয় দাস দাসী।
আছে তবু আরও চায়,
চায় ভুরি ভুরি,
লালসার তাড়নায়
কেউ করে চুরি॥

***

মন চায়

মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বগুড়া।

তারা জ্বলে চাঁদ উঠে
পাখি ডাকে আকাশে,
মন চায় ছুটে যাই
গান গাই বাতাসে।
ফুল ফোটে বায়ু বহে
সুভাস ছড়ায় কাননে,
মন চায় ছুটে যাই
এমন এক ভুবনে।
নাও চলে পাল তুলে
ঐ দূর দিগন্তে,
মন চায় হারিয়ে যাই
অজানা সেই তেপান্তরে।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

কুরআন মাজীদের বিশুদ্ধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে কৃত রিট খারিজ

কুরআন মাজীদের বিশুদ্ধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়েরকৃত রিট গত ৫ আগষ্ট হাইকোর্টে খারিজ হয়েছে। হযরত ইসমাঈল (আঃ) নন, হযরত ইসহাক (আঃ)-কে কুরবানী করেছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এ দাবী করে পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত তথ্যের সংশোধন চেয়ে এ রিট করেছিলেন বিশ্বশান্তি পরিষদের সভাপতি দেব নারায়ণ মহেশ্বর। রিটে শিক্ষা সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ ৪ জনকে বিবাদী করা হয়। গত ১ আগষ্ট বিচারপতি আব্দুল ওয়াহ্হাব মিঞা এবং বিচারপতি রেযাউল হকের ডিভিশন বেঞ্চে প্রাথমিক শুনানি হয়। শুনানি করেন দেব নারায়ণ মহেশ্বর নিজেই। পরে রিটটি খারিজ করেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে তাকে ৫ হাযার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

ক্ষুদ্রঋণে কাঙ্খিত দারিদ্র্য বিমোচন হয়নি

-অর্থমন্ত্রী

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহীত বলেছেন, আমাদের দেশে ক্ষুদ্রঋণ ব্যাপকহারে প্রসার লাভ করেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে সারাদেশে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতার সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি। দেশের মোট জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশই ক্ষুদ্রঋণ নিচ্ছে। যে হারে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে, সে হারে দারিদ্র্য বিমোচন হয়নি। এখনও দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমায় বসবাস করছেন। গত ৪ আগষ্ট ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একশ' কোটি ডলারের ঋণ সহায়তা চুক্তি

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একশ কোটি ডলারের ঋণ সহায়তা চুক্তি গত ৭ আগষ্ট রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় স্বাক্ষর হয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মুহাম্মাদ মোশাররফ হোসেন ভুইয়া এবং ভারতের এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক টিসিএ রঙ্গনাথ নিজ নিজ দেশের পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। সেখানে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি, বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহীত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এ ঋণের বিপরীতে এক দশমিক ৭৫ শতাংশ হারে সূদ, কমিটমেন্ট ফী নামে অতিরিক্ত সূদ এবং খেলাফী হ'লে আরও ২ শতাংশ হারে জরিমানা দিতে হবে। ২০ বছর মেয়াদী এ ঋণ পরিশোধে বাংলাদেশ সরকার ব্যর্থ হ'লে সূদের দ্বিগুণ জরিমানা গুণতে হবে। এছাড়া শর্ত অনুযায়ী প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে ব্যর্থ হ'লে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে বার্ষিক ফি'র অতিরিক্ত দশমিক ৫০ শতাংশ জরিমানা দিতে হবে। প্রস্তাবিত চুক্তিতে সব ধরনের পণ্য ও সেবা ভারত থেকে সরবরাহের কথা বলা হয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি বাংলাদেশে ৩ লাখ টন চাল এবং ২ লাখ টন গম সরবরাহ করা হবে বলেও জানান। স্বাক্ষরিত চুক্তির অধীনে সড়ক, নৌ ও রেলপথের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কয়েকটি সেতু নির্মাণ প্রভৃতি কাজে এ ঋণ ব্যয় হবে। উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংক, এডিবি বা আইএমএফ শতকরা পয়েন্ট ২৫ থেকে ১ ভাগ সূদে ঋণ দেয়।

হারিয়ে গেল তালপট্টি!

সাতক্ষীরা যেলার শ্যামনগর উপযেলার সর্বদক্ষিণের জনপদটির নাম তালপট্টি। আর এ তালপট্টির দক্ষিণে জেগে ওঠা দ্বীপটির নাম দক্ষিণ তালপট্টি। এর দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন কিলোমিটার ও প্রস্থ তিন কিলোমিটার। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় দক্ষিণ উপকূলে আঘাত হানার পর এ ভূখণ্ড জেগে ওঠে। ১৯৭১ সালে নয়াদিল্লী এ ভূখণ্ড তাদের বলে দাবী করে এর নাম রাখে 'পূর্বাশা' বা নিউ মুর আইল্যান্ড। এ প্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালে দুই দেশের মধ্যে যৌথ আলোচনার আহ্বান জানানো হয়। ঐ আহ্বান ব্যর্থ হ'লে ১৯৭৯ সালে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনা হয়। পরে ১৯৮০ সালে যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করে পুনরায় দ্রুত আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু ১৯৮১ সালের ১১ মে এ বিবৃতি উপেক্ষা করে ভারত সরকার তাদের নৌবাহিনীর 'আইএসএন সন্ধাক' নামের একটি জাহাজ পাঠিয়ে দ্বীপটিতে ভারতের পতাকা উত্তোলন করে। ১৩ মে প্রেসিডেন্ট যিয়াউর রহমান পাল্টা নৌবাহিনী পাঠান। এ নিয়ে প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি হ'লে ভারত সেখান থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা গেছে, সেখানে এখনো ভারতীয় পতাকা উড়ছে। অথচ ভারতীয় বিজ্ঞানীদের উদ্ধৃতি দিয়ে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় প্রচার করা হচ্ছে, এ দ্বীপের আর কোন অস্তিত্ব নেই।

ঢাকায় যানজটে বছরে ১২ হাযার কোটি টাকা ও দৈনিক ৮০ লাখ কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়

ঢাকায় যানজটের কারণে বাস, কার, টেক্সিক্যাব, সিএনজি চালিত অটোরিকশাসহ বিভিন্ন যানবাহনের যাত্রীদের বছরে ক্ষতি হয় প্রায় ১২ হাযার কোটি টাকা। এর সঙ্গে পরিবেশ দূষণ, ব্যবসায়িক স্বার্থসংক্রান্ত ক্ষতি এবং দুর্ঘটনা হিসাবে আনলে যানজটের কারণে বছরে ক্ষতি হয় সাড়ে ১৯ হাযার কোটি টাকা। যানজটে দেড় কোটি নগরবাসীর দৈনিক কর্মঘণ্টা থেকে ৮০ লাখ ঘণ্টা নষ্ট হয়। গত ২১ জুলাই 'ঢাকা শহরে যানজট ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এর প্রভাব : প্রতিকারের উপায়' শীর্ষক এক সেমিনারে এ তথ্য উপস্থাপন করা হয়।

এদেশে মিথ্যা মামলার প্রবণতা সবচেয়ে বেশী

-আইন প্রতিমন্ত্রী

আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মুহাম্মাদ কামরুল ইসলাম বলেছেন, আমাদের দেশে মিথ্যা মামলা করার প্রবণতা সবচেয়ে বেশী। কারো মাধ্যমে প্রভাবান্বিত হয়ে মামলা দায়ের করা হয়। এজন্য আমাদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। গত ১০ জুলাই টাঙ্গাইল শিল্পকলা একাডেমীতে 'আইনগত সহায়তা প্রদানে জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা' শীর্ষক এক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন।

দেশে আইনের শাসন নেই

-জাতীয় মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান

'বর্তমানে দেশে আইনের শাসন নেই'- এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান। তিনি বলেন, দেশে আইনের শাসন সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। আইনের শাসন বলে এখন কিছুই অবশিষ্ট নেই। যেখানে মানুষের বিচার পাওয়ার সুযোগ নেই সেখানে কিসের বিচার। এখানে গরীব মানুষের জন্য আইন। যারা বড়লোক, ক্ষমতাসীন তাদের জন্য আইন নয়। জেল-যুলুম সেটা গরীব মানুষের জন্য। গত ১১ আগষ্ট 'বিচার বিভাগ : পলিসি নোট' প্রকাশন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি আদালতে বাংলা ভাষা চালুরও দাবী করেন।

বিদেশ

প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় হিরোশিমা ট্র্যাজেডি

মানবতার করুণ পরাজয়

১৯৪৫ সালের ৬ আগষ্ট জাপানের হিরোশিমায় আণবিক বোমা ফেলা হয়। সেই দিনের ধ্বংসলীলা থেকে প্রাণে বেঁচে যান মিচিহিকো হাচিয়া নামের এক চিকিৎসক। ১৯৫৫ সালে স্বচক্ষে দেখা ঘটনাবলী নিয়ে তাঁর স্মৃতিচারণমূলক 'হিরোশিমা ডায়েরী' প্রকাশিত হয়। সেই ডায়েরীতে তিনি সেই দিনের বীভৎসতা তুলে ধরে বলেন, 'ঝকঝকে রোড চারিদিকে। হঠাৎ এক আলোর ঝলকানি আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। চারদিকে বিকট আওয়ায। সবকিছু যেন ভেঙ্গে পড়ছে? আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলাম। লক্ষ্য করলাম, আমার শরীরের ডান দিকটা অবশ হয়ে আসছে। দুই হাত রক্তাক্ত। ঘাড়ে যেন ধরালো কিছু বিঁধে গেছে। আমি ততক্ষণে বুঝে গেছি, ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক কোন ব্যাপার নয়, হিরোশিমাবাসী বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর এক মানবসৃষ্ট দুর্যোগের শিকার হয়েছে। কোনমতে স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ির বাইরে এলাম। আমি হাঁটতে পারছি না। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখি, তাঁর সারা শরীর রক্তাক্ত। পোশাক ছিঁড়ে গেছে। সেও আহত। আমাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার মতো শারীরিক শক্তি তাঁরও নেই। রাস্তায় আমার চারপাশে সে এক নারকীয় অবস্থা। প্রাণভয়ে লোকজনের চিৎকার, ছোটাছুটি। সবাই রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত। একজনকে দেখলাম, কনুই থেকে দু'টো হাতই আলাদা হয়ে গেছে। চামড়ার সঙ্গে সেগুলো কেবল ঝুলছে। আগুনে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাওয়া লাশ যে কয়টা দেখলাম, তার কোন হিসাব নেই'।

টুইন টাওয়ারের কাছে মসজিদ নির্মাণ অনুমোদন

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ১১ সেপ্টেম্বর হামলাস্থলের কাছের একটি পুরাতন ভবনকে ঐতিহাসিক স্থাপনার মর্যাদা না দেয়ায় সেখানে মসজিদ নির্মাণের বাধা দূর হয়েছে। ঐ পুরাতন ভবনটিকে ভেঙ্গে সেখানে ১৩ তলা ইসলামিক সংস্কৃতি কেন্দ্র ও মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। ভবনটি ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলায় ধ্বংস হওয়া টুইন টাওয়ারের অবস্থান থেকে মাত্র কয়েকশ' ফুট দূরে অবস্থিত।

৭ কোটিরও বেশী মার্কিনী অতিরিক্ত মোটা

যুক্তরাষ্ট্রে ৭ কোটি ২০ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি অতিরিক্ত মোটা। এই সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২৬ দশমিক ৭ শতাংশ। সেই সঙ্গে প্রতি বছরে দেশটিতে মোটা ব্যক্তির সংখ্যা ১ শতাংশ হারে বাড়ছে। মার্কিন সরকার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়।

ওবামার নীতিতে হতাশ ৬৪ ভাগ আরব

৬৪ শতাংশ আরব এখন আর পছন্দ করে না মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে। যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে ছয়টি আরব দেশের ৩ হাযার ৯৭১ জনের উপর জরিপ চালিয়ে এ তথ্য জানা গেছে। দেশগুলো হ'ল মিসর, জর্ডান, মরক্কো, সঊদী আরব, লেবানন ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। গত জুন ও জুলাই মাস জুড়ে এ জরিপ অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈলের বেপরোয়াপনা এবং তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুখে কুলুপ এঁটে থাকা আরবরা ভাল চোখে দেখছে না। তাছাড়া ক্ষমতা গ্রহণের পর ওবামা তাঁর ভাষণে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের যে আশার বাণী শুনিয়েছিলেন, তাও অনেকটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে বলে তারা মনে করেন। মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ লেখক মার্ট লিলচ বলেছেন, আরবদের বিশ্বাস ওবামা তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবেন না।

ইরাকে ব্যাপকবিধ্বংসী অস্ত্র ছিল না

-ব্লিক্স

২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণের কারণ হিসাবে ব্যাপকবিধ্বংসী যে অস্ত্রের কথা বলা হয়েছে, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের সাবেক অস্ত্র পরিদর্শক হ্যান্স ব্লিক্স। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনকে হুঁশিয়ার করে তিনি ২৭ জুলাই বলেন, ২০০৩ সালে ব্রিটেনের তদন্তে ইরাককে হুমকি হিসাবে যে সুপারিশ করা হয়েছিল, তা সঠিক ছিল না। ইরাকে মানববিধ্বংসী (ডব্লিউএমডিএস) অস্ত্রের খোঁজে জাতিসংঘের পরিদর্শক দলের নেতৃত্ব দেন হ্যান্স ব্লিক্স। তিনি জানান, তার দল ইরাকে এ ধরনের কোন অস্ত্রের হদিস পায়নি।

বিশ্বের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক শক্তি চীন

জাপানকে টপকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে চীন। বিশ্ব ব্যাংকের গোল্ডম্যান স্যাচের ধারণা, ২০২৫ সাল নাগাদ চীন বিশ্বের প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি যুক্তরাষ্ট্রকে টপকে এক নম্বর আসন দখল করবে।

পানির অধিকারকে মানবাধিকার হিসাবে ঘোষণা

সুপেয় পানি পাওয়ার অধিকারকে মানবাধিকার হিসাবে ঘোষণা করল জাতিসংঘ। জাতিসংঘে প্রস্তাবটি উত্থাপন করে বলিভিয়া। এর পক্ষে ভোট পড়ে ১২১টি। ভোটদান থেকে বিরত ছিল ৪১টি সদস্য দেশ। জাতিসংঘের হিসাবে, বিশ্বের প্রায় ৯০টি মানুষের জন্য পানীয় জলের কোন নির্ভরযোগ্য উৎস নেই। ফলে প্রতিবছর প্রায় ১৫ লাখ শিশু প্রাণ হারাচ্ছে দূষিত পানির কারণে।

ব্রিটেনে অফিসে মেয়েদের মিনি স্কার্ট নিষিদ্ধ

ব্রিটেনে অফিসে কর্মরত মেয়েদের মিনি স্কার্ট পরে কাজে আসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ বলছে, বিশেষ করে যাদেরকে সরাসরি কাষ্টমারদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করতে হয়, তাদেরকে শিশু ও পরিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের স্বার্থে আরো পেশাদারিত্বের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে শালীন পোষাক পরতে হবে। সাউদাম্পটন সিটি কাউন্সিলের শিশু সেবা দপ্তরে কর্মরত প্রায় ৪শ' স্টাফকে অফিসিয়াল ড্রেস সম্পর্কিত একটি স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, মেয়েরা পাজামা বা সাধারণ যেকোন পোশাক এমনকি স্কার্টও পরতে পারবে। তবে তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য সাইজের হ'তে হবে।

হিজাব পরায় লন্ডনে বাস থেকে নামিয়ে দেয়া হ'ল দুই ছাত্রীকে

লন্ডনে দুই মুসলিম ছাত্রী অভিযোগ করেছেন, তাদের একজন হিজাব পরিধানের কারণে তাদের বাসে চড়তে দেয়া হয়নি। বার্কশায়াবের স্লোগের এই দুই ছাত্রী রাসেল স্কোয়ার থেকে পেডিংটন যাওয়ার জন্য মেট্রোবাসে উঠলে এ ঘটনা ঘটে। তারা বলেন, বাসে উঠে টিকিট দেখালে ড্রাইভার তাদের তার নিজের ও যাত্রীদের জন্য হুমকি বলে উল্লেখ করে তাদের বাস থেকে নেমে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

মুসলিম জাহান

বিগ বেনের চেয়েও বিশালাকার ঘড়ি চালু সঊদী আরবে

সঊদী আরবের মক্কা নগরীতে এক গগনচুম্বী অট্টালিকায় পবিত্র রামাযান মাসের প্রথম দিন ১২-টা থেকে চালু হয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ঘড়ি (লন্ডনের বিগ বেনের চেয়েও বড়) 'মক্কা ক্লক'। বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬০১ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট গগনচুম্বী অট্টালিকা এবং সর্ববৃহৎ হোটেলের ৪০০ মিটার উচ্চতায় ঘড়িটি বসানো হয়েছে। এই টাওয়ার বিগ বেনের চেয়ে ছয়গুণ উঁচু। ঘড়িটি তৈরী করা হয়েছে কার্বন ফাইবার দিয়ে। ঘড়ি আর টাওয়ারের নকশা করেছেন জার্মানী ও সুইজারল্যান্ডের স্থপতিরা। নির্মাণের কাজটি করেছে সঊদী আরবের বিন লাদেন কনষ্ট্রাকশন গ্রুপ। এ ঘড়িটির চার মুখের দু'টির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৪৩ মিটার করে, আর অন্য দু'টির দৈর্ঘ্য একই থাকলেও প্রস্থ কিছুটা কম। রাতের বেলা ঘড়িটি জ্বলে সবুজ আলোয়। 'আল্লাহ' শব্দটি খোদাই করা আছে। এই টাওয়ারের নাম ঠিক হয়েছে 'বুর্জ শাত মক্কা আল-মালাকী'। সুউচ্চ এই টাওয়ারে ওঠার সুযোগও থাকছে পর্যটকদের জন্য। ব্যালকনি থাকছে ঘড়ির ঠিক নীচেই। যেখান থেকে দেখা যাবে পুরো মক্কা শহর। আর সেখানে ওঠার জন্য থাকছে লিফট। উল্লেখ্য, লন্ডনের বিগ বেন চালু হয়েছিল ১৮৫৯ সালে।

আফগানিস্তানে গণহত্যা ৩১ শতাংশ বৃদ্ধি

আফগানিস্তানে গত ৬ মাসে বেসামরিক লোক হত্যার ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন তৈরী করেছে জাতিসংঘ। এই প্রতিবেদনে নিহতের সংখ্যা বলা হয়েছে এক হাযার ২৭১ জন। এ সময় আহত হয়েছে ১ হাযার ৯৯১ জন। এ সময় নিহতের সংখ্যা ৩১ শতাংশ বেড়েছে। অন্যদিকে আফগানিস্তান ভিত্তিক একটি মানবাধিকার সংগঠন বলেছে, এ বছর দেশটিতে ১ হাযার ৩শ'র বেশী বেসামরিক লোক নিহত হয়েছেন। এ সংখ্যা গত বছরের তুলনায় ৫ শতাংশ বেশী বলে জানিয়েছেন।

সঊদী বাদশাহর ফরমান

সিনিয়র মুফতী ছাড়া কেউ ফৎওয়া দিতে পারবে না

সিনিয়র মুফতী ছাড়া কেউ কোন ফৎওয়া বা ইসলাম ধর্মের কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারবে না মর্মে সঊদী বাদশাহ আব্দুল্লাহ এক ফরমান জারী করেছেন। আদেশে বলা হয়েছে, শুধু সিনিয়র ওলামা পরিষদের (হাইআতু কিবারিল ওলামা) সদস্যরা ফতোয়া দিতে পারবেন। আদেশে ওলামা পরিষদের প্রধানকে কারা কারা ফৎওয়া দিতে পারবেন তাদের একটি তালিকা দেয়ার জন্যও বলা হয়েছে। বাদশাহর আদেশে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষকে তোয়াক্কা না করেই অনেকে ব্যক্তিগতভাবে ফৎওয়া দেয়ায় মুসলমানদের মধ্যে নানা ধরনের বিভ্রান্তি ও বিতর্কের সৃষ্টি হচ্ছে। এ কারণেই ফৎওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করা যরূরী। উল্লেখ্য, সম্প্রতি আব্দুল কালবানী নামে রিয়াদের জনৈক আলেম ফৎওয়া দিয়েছেন যে, গান-বাজনা হারাম এমন বিধান ইসলামের কোথাও উল্লেখ নেই। অপর এক আলেম প্রাপ্ত বয়স্কদের স্তন্যপানে সমর্থন জানান। এ প্রেক্ষিতে এ ফরমান জারী করা হয়।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

সূর্যের চেয়ে ৩২০ গুণ বড় নক্ষত্রের সন্ধান লাভ

আমাদের গ্যালাক্সি থেকে ১ লাখ ৬৫ হাযার আলোকবর্ষ দূরে, টারানটুলা নেবুলা গ্যালাক্সিতে খুঁজে পাওয়া নক্ষত্রটিই এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় আর উজ্জ্বল নক্ষত্র হ'তে পারে বলে গবেষকরা ধারণা করছেন। 'আর ১৩৬ এ ১' নামের এই নক্ষত্রটি সূর্যের তুলনায় ৩২০ গুণ বড়। অ্যাস্ট্রোফিজিসিষ্ট পল ক্রোথার বলেছেন, 'আর ১৩৬ এ ১' নক্ষত্রটি এর আগে খুঁজে পাওয়া যেকোন নক্ষত্রের চেয়ে দ্বিগুণ স্থূল। আর এই নক্ষত্রটি এতো বেশী ঘনত্বে পুড়ছে যে তা আমাদের সূর্যের চেয়েও ১ কোটি গুণ বেশী উজ্জ্বল।

রিবন রেটিং : পাটের আঁশ ছাড়ানোর নতুন পদ্ধতি

পানির অভাবে এতদিন যেসব কৃষক ঠিকমত পাঠ পচাতে পারতেন না, তাদের মধ্যে 'রিবন রেটিং' বা পাটের ছালকরণ ও পচন প্রযুক্তি ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে। এ প্রযুক্তিতে দেশী পাটের বয়স ১০৫ থেকে ১১০ দিন এবং তোষা পাটের বয়স ১৮০ থেকে ১৮৫ দিনের মধ্যে কাটতে হয়। পাট কাটার পর পাতা ঝরিয়ে গাছের গোড়ার অংশে ৩ থেকে ৪ ইঞ্চি পরিমাণ একটি বাঁশের হাতুড়ি বা মুগুর দিয়ে থেঁতলে নিতে হয়। এরপর থেতলানো কয়েকটি গাছ রিবনের ২ রোলারের মাঝখানে রেখে থেঁতলানো ছালগুলোকে দুই ভাগ করে রোলারের বাইরে থেকে টান দিতে হয়। এতে পাটকাঠি সামনের দিকে চলে যায় এবং পাটের ছালগুলো হাতে থেকে যায়। ছালগুলোকে একত্রিত করে মোড়া বেঁধে মাটির গর্তে বা মাটির চাড়িতে জাগ দিতে হয়।

কৃত্রিম গাছে ফলবে বিদ্যুৎ

বিদ্যুতের ঝামেলা কিছুতেই দূর হচ্ছে না। সবাই ভাবছে বিদ্যুতের বিকল্প নিয়ে। বিশ্বের বিজ্ঞানীরা তাই ব্যতিব্যস্ত বিদ্যুতের নতুন উৎস অনুসন্ধানে। এই যাত্রায় বিজ্ঞানীরা এমন এক ধরনের কৃত্রিম গাছের কথা বলছেন, যা সূর্যের কিরণ থেকে প্রথমে আলো সঞ্চয় করবে এবং পরে ঐ সঞ্চিত আলোকে রূপান্তরিত করবে বিদ্যুৎ শক্তিতে, যা দিয়ে ছোটখাটো নানা যন্ত্র যেমন মুঠোফোন চার্জ করা সম্ভব। এই গাছের নাম রাখা হয়েছে 'সৌরগাছ'। মূলতঃ এটি সৌন্দর্য বর্ধনকারী ফুলের গাছ আকৃতির একটি ডিভাইস। ফলে একদিকে এটি যেমন বাসার সৌন্দর্য বাড়াবে, অন্যদিকে তৈরী করবে বিদ্যুৎ।

মানববর্জ্যেই গাড়ি চলবে

মানুষের বর্জ্য থেকে তৈরী মিথেন গ্যাসেই চলবে গাড়ি। 'বায়ো-বাগ' নামক এ গাড়িটি চালানোর সময় আদৌ কোন পার্থক্যই টের পাবেন না চালক। এ গাড়িটি মানববর্জ্য থেকে উৎপন্ন বায়োগ্যাস ব্যবহার করে চলতে সক্ষম। কেবল ৭০টি পরিবারের বর্জ্য ব্যবহার করেই ১০ হাযার মাইল পর্যন্ত চলতে পারবে গাড়িটি, যা গড়ে একটি গাড়ির এক বছর চলার সমান।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ

সিরাজগঞ্জ ২২ ও ২৩ জুলাই বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কামারখন্দ থানাধীন বড়কুড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আলমগীর হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মর্তুযা।

যশোর ২২ ও ২৩ জুলাই বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মণিরামপুর থানাধীন চণ্ডিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন ও সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান।

লালমনিরহাট ২২ ও ২৩ জুলাই বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার আদিতমারী থানাধীন মহিষখোচা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমনিরহাট সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলা সভাপতি ও রংপুর বিভাগীয় সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুস্তাযির রহমান, দফতর সম্পাদক কাযী আব্দুল ওয়াহেদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মানছূর রহমান প্রমুখ।

কুমিল্লা ২৮ জুলাই শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় বুড়িচং থানাধীন কোরপাই বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা হাফেয আব্দুল মতীন সালাফী, সঊদী আরবের আল-খাবজী শাখার সভাপতি তোফাযযল হোসাইন, জয়পুর ফাযিল মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা কাযী আলমগীর হোসাইন, টিটিসি, কুমিল্লার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আইনুল হক, 'আন্দোলন'-এর স্থানীয় সুধী খলীলুর রহমান, আব্দুল মান্নান ব্যাপারী ও সাহেব আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রায় দুই শতাধিক কর্মী ও সুধী যোগদান করেন।

মেহেরপুর ২৯ ও ৩০ জুলাই বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার গাংনী থানাধীন সাহারবাটী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মানছূর রহমান, কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়া ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিন প্রমুখ। যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে যেলার বিভিন্ন এলাকা ও শাখা থেকে প্রায় পাঁচ শতাধিক কর্মী ও সুধী যোগদান করেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বামুন্দী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল আউয়াল।

কর্মী ও সুধী সমাবেশ

ঢাকা ২৩ জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মাদারটেক এলাকা ও শাখা অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে নতুন অফিস সংলগ্ন দক্ষিণ বনশ্রী রোডে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মাদারটেক শাখার সভাপতি ও মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমিটির সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ তমীযুদ্দীন মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে

উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক, মাদারটেক মসজিদ কমিটির সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আলমগীর হোসাইন, মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াসীন ও বিশিষ্ট সমাজসেবক জনাব শাহজাহান প্রমুখ।

সত্য উদঘাটন করুন!

সরকারের প্রতি সেক্রেটারী জেনারেল

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম সাম্প্রতিক এক বিবৃতিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ২০০৪ সালের ২১শে আগষ্টের নারকীয় হত্যাযজ্ঞের মূল নায়কদের খুঁজে বের করে তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হৌক, এটা আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি। সাথে সাথে ২০০৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ১৫তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমার আগের দিন রাজশাহীর কেন্দ্রীয় মারকাযে গভীর রাতে যে নারকীয় সরকারী সন্ত্রাস চালানো হয় ও আমীরে জামা'আত সহ নিরপরাধ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে ডজনখনেক মিথ্যা মামলা চাপিয়ে দিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়, তার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্য আমরা বর্তমান সরকারের প্রতি জোর আবেদন জানাচ্ছি। তিনি বলেন, ২১শে আগষ্ট গ্রেনেড হামলার দায় এড়ানোর জন্য সে সময় যেভাবে 'জজ মিয়া' নাটক সাজানো হয়েছিল, একইভাবে নিজেদের পাপ ঢাকার জন্য তৎকালীন সরকার যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'কে 'বলির পাঠা' হিসাবে ব্যবহার করেছিল, সেকথা আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। তিনি বলেন, সেই সময়কার জাঁদরেল মন্ত্রীরা ও গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানরা এখন লোহার খাঁচায় বন্দী। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে মনে করি।

তিনি বলেন, আমাদের প্রশ্ন: মিথ্যা মামলা দিয়ে নিরপরাধ নাগরিকদের নির্যাতনকারী সন্ত্রাসী সরকারের শাস্তি কী? একইভাবে মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী ও নোংরা প্রপাগাণ্ডাকারী প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলির শাস্তি কী?

আমাদের প্রশ্ন: দেশে প্রায় ৫৫ হাযার দেশী ও বিদেশী এনজিও-র অধিকাংশ সূদী কারবারের মাধ্যমে যখন গরীবের রক্ত শোষণ করে চলেছে, তখন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে কুয়েতের যে এনজিও-টি এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছিল, বিনা অপরাধে কেন তাদের নিবন্ধন বাতিল করা হ'ল এবং তাদের চলে যেতে বাধ্য করা হ'ল? তাদের প্রতিষ্ঠিত ইয়াতীম খানাগুলিতে তাদের দ্বারা লালিত-পালিত প্রায় পৌনে সাতশত ইয়াতীমকে ২০০৫ সালের ১৩ই রামাযান তারিখে তৎকালীন ইসলামপন্থী সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর নির্দেশে কেন রূযিহীন ও আশ্রয়হীন করে রাস্তায় নামানো হ'ল? পিতৃ ও পিতৃ-মাতৃহীন এইসব শিশু-কিশোররা পরবর্তীতে পেটের তাকীদে মাদক বহনকারী বা সন্ত্রাসী হ'লে তার দায়-দায়িত্ব কার উপরে চাপবে? কিয়ামতের ময়দানে শেষ বিচারের দিন ঐ মন্ত্রী আল্লাহ্র দরবারে কি জওয়াব দিবেন? কারণ কি এটাই ছিল না যে, ঐ এনজিও-টি স্বাধীনভাবে দেশের আইন মেনে সমাজসেবা করতে চেয়েছিল এবং তারা ঐ মন্ত্রী ও তার দলের মর্যীমত ব্যবহৃত হ'তে চায়নি? আমরা চাই সবকিছুর বিচার হৌক এবং কুয়েতের মত ভ্রাতৃপ্রতীম দেশের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হৌক।

তিনি বলেন, বিগত সরকারের চাপানো সরকারবাদী মিথ্যা মামলা সমূহের বোঝা আমাদের আজও বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। বর্তমান সরকারের এ ব্যাপারে কোন মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হচ্ছে না। আমরা কি তাহ'লে ধরে নেব যে, কোন সরকারই নিরপেক্ষ নয় এবং কোন সরকারই মযলূমের সাহায্যকারী নয়? আমরা আল্লাহ্র নিকট বিচার দিয়েছিলাম। যা দ্রুত নেমে এসেছে। এরপরেও আমরা চাই প্রকৃত আসামীরা চিহ্নিত হৌক, এদের মুখোশ উন্মোচিত হৌক, সত্য উদঘাটিত হৌক। সরকার এ বিষয়ে দ্রুত তৎপর হবে এটাই আমাদের কাম্য।

এ.কে.এম. বাহাউদ্দীনের বক্তব্যের প্রতিবাদ

গত ৬ আগষ্ট'১০ দৈনিক ইনকিলাবের ১৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত জমিয়াতুল মুদার্রেছীনের সভাপতি জনাব এ, কে, এম, বাহাউদ্দীনের বক্তব্যের আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তিনি ঢাকায় মুসলিম লীগের সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে সালাফীদের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, তুরস্কের নেতৃত্বে মুসলমানরা থাকলে তা হবে উত্থানের চিন্তা, আর সালাফীদের নেতৃত্ব হ'লে পরিস্থিতি ভিন্ন হয়ে যেতে পারে'। এ কথার দ্বারা তিনি কী বুঝাতে চান? তিনি কি জমিয়াতুল মুদার্রেছীনের অন্তর্ভুক্ত সালাফী মাদরাসাগুলিকে তাঁর নেতৃত্বাধীন জমঈয়ত থেকে বেরিয়ে যাবার ইঙ্গিত দিচ্ছেন? বর্তমানে তাঁর পত্রিকা দৈনিক ইনকিলাবে প্রায়ই ওহাবী-সালাফী-মওদূদী একাকার করে বিষোদ্গার করা হচ্ছে। অথচ সবাই জানেন যে, গত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে অন্যায়ভাবে কারা নির্যাতন করা হয়েছে এবং পত্র-পত্রিকায় ঢালাওভাবে মিথ্যাচার করা হয়েছে। ঐ সময় তিনি নিজে রাজশাহীতে এসে নওদাপাড়ায় আহলেহাদীছের কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' পরিদর্শন করেন। অথচ তিনি কিভাবে এখন যালেম ও মযলূমকে এক করে দেখছেন? আমরা আশা করব যে, জমিয়াতুল মুদার্রেছীনের সভাপতি হিসাবে তিনি ও জমিয়ত নেতৃবৃন্দ সর্বদা নিরপেক্ষ থাকবেন। এই সাথে তাঁকে একটি বিষয় অবগত করাতে চাই যে, এদেশে ইসলাম প্রথমে এসেছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খেলাফতে রাশেদাহ্র আমলে আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমে। আর পীর-আউলিয়ারা এসেছেন তাঁদের প্রায় পাঁচ শতাধিক বছর পরে মধ্য তুর্কিস্থান হ'তে বখতিয়ার খিলজী আগমনের পরে। যা মূল আরবীয় সালাফী ইসলামের চাইতে অনেকটা ভিন্নতর ছিল এবং আজও আছে।

অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
দফতর সম্পাদক
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪৪১) : জান্নাত ও জাহান্নাম কয়টি ও কি কি? নাম সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ডা. মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
মৌগাছি, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : জান্নাত একটি। এর দরজা ৮টি *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৭)*। যেমন রাইয়ান, আদন, জান্নাতুল ফেরদাউস ইত্যাদি। জাহান্নাম একটি। যার দরজা ৭টি *(হিজর ১৫/৪৩)*। যেমন হুত্বামাহ, সাঈর, সাক্বার ইত্যাদি।

প্রশ্ন (২/৪৪২) : ইবরাহীম (আঃ) কি ইসমাঈলকে কুরবানী করেছিলেন, না ইসহাককে? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-অধ্যাপক ছফিউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী ও
আসাদুল্লাহ মিলন
চোরকোল, ঝিনাইদহ।

উত্তর : ইবরাহীম (আঃ) তাঁর প্রথম ও জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী করেছিলেন। এটাই কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। নিঃসন্তান ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র কাছে সুসন্তান প্রার্থনা করেছিলেন। সেই দো'আর বদৌলতে যে সন্তানকে তিনি পেয়েছিলেন তাকেই কুরবানী করার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আদিষ্ট হন *(ছাফফাত ১০০-১০৮)*। আর প্রথম ও বড় সন্তান যে ইসমাঈল (আঃ) ছিলেন তা কুরআনের বর্ণনায় বুঝা যায়। যেমন قُوْلُوْا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ 'তোমরা বল, আমরা ঈমান আনলাম আল্লাহ্র উপরে এবং যা নাযিল হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা নাযিল হয়েছিল ইবরাহীমের প্রতি এবং ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাদের বংশধরগণের প্রতি...' *(বাক্বারাহ ১৩৬)*। অনুরূপ বর্ণনা এসেছে বাক্বারাহ ১৩৩, ১৪০ এবং আলে ইমরান ৮৪; নিসা ১৬৩; ইবরাহীম ৩৯; ছাফফাত ১১২-১১৩ নং আয়াতে। তন্মধ্যে সূরা ইবরাহীম ৩৯ আয়াতে হযরত ইবরাহীম আল্লাহ্র প্রশংসায় বলছেন, الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে দান করেছেন ইসমাঈল ও ইসহাককে। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অবশ্যই দো'আ কবুলকারী'। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইবরাহীমকে দু'টি পুত্র সন্তান দান করেছিলেন। তন্মধ্যে মা হাজেরার গর্ভে ইসমাঈল (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন, যখন ইবরাহীমের বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। পক্ষান্তরে ইবরাহীম (আঃ)-এর ১০০ বছর বয়সে অন্যূন ৯০ বছর বয়সী সারার গর্ভে ইসহাকের জন্ম হয়। এ হিসাবে ইসহাক (আঃ) ইসমাঈল (আঃ)-এর চেয়ে ১৪ বছরের ছোট ছিলেন। আর ইবরাহীম (আঃ)-কে তাঁর প্রথম সন্তান ও অন্য বর্ণনায় একমাত্র ছেলেকে কুরবানী করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল *(তাফসীর ইবনে কাছীর, ৪/১৬-১৯)*।

(২) ইবরাহীম (আঃ) তাঁর ছেলেকে মক্কার প্রায় ৮ কিঃমিঃ দক্ষিণ-পূর্বে মিনা প্রান্তরে নিয়ে গিয়ে কুরবানী করেছিলেন। আর এই ছেলে নিঃসন্দেহে ইসমাঈল ছিলেন। কেননা ইসমাঈল ও তাঁর মা হাজেরাকে মক্কায় রেখে গিয়েছিলেন ইবরাহীম (আঃ) *(ইবরাহীম ১৪/৩৭; ছহীহ বুখারী হা/৩৩৬৪)*। শৈশব কাল থেকে তিনি এখানেই বড় হয়েছেন, তিনি এখানকার আদি বাসিন্দা ও 'আবুল আরব' নামে খ্যাত। অপরদিকে ইসহাক (আঃ) প্রায় ১৪ বছর পরে কেন'আনে জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশবে তিনি মক্কায় এসেছেন, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এক্ষণে যারা ইসহাক্ব (আঃ)-কে কুরবানীর কথা বলেন তাদের বিশেষ দলীল হ'ল সূরা ছাফফাতের ১১২ নং আয়াতে উল্লেখিত সুসংবাদ। অথচ এই সুসংবাদ ছিল পরের এবং তা ছিল নিঃসন্তান সারার জন্য। যা কুরআনের বর্ণনাভঙ্গিতেই বুঝা যায় *(দ্রঃ নবীদের কাহিনী ১/১৪২-৪৩ পৃঃ)*। তাছাড়া অন্য আয়াতে এসেছে, 'অতঃপর আমি তাকে ইসহাকের জন্মের সুখবর দিলাম এবং ইসহাকের পরে ইয়াকূবেরও' *(হূদ ৭১)*। সুতরাং আল্লাহ যেহেতু ইবরাহীম (আঃ)-কে পূর্বেই সুসংবাদ দিয়েছেন ইসহাকের জন্মের এবং তার পরে ইয়াকূবের, অথচ ইসহাককে শৈশবেই যবেহ করার নির্দেশ দিবেন ইয়াকূবের জন্মের পূর্বেই এটা কি করে সম্ভব?

দ্বিতীয়তঃ যারা ইসহাককে যবীহুল্লাহ বলেন তারা ইসরাঈলী বর্ণনার উপর নির্ভর করেন। অথচ ইসরাঈলীদের গ্রন্থ সমূহ বিকৃত ও পরিবর্তিত। এটা আরবদের প্রতি ইহুদীদের চিরন্তন প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কেননা ইসমাঈল ছিলেন আরব জাতির পিতা, যিনি হেজাযে বসবাস করতেন। আর তাঁর বংশেই এসেছিলেন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। পক্ষান্তরে ইসহাক ছিলেন ইয়াকূবের পিতা, আর

ইয়াকূবের অপর নাম ছিল ইসরাঈল, যার দিকে ইসরাঈলীদের সম্বন্ধিত করা হয়। ফলে হিংসুক ইসরাঈলীরা আরবদের সম্মান ছিনিয়ে নেয়ার জন্য আল্লাহ্র বাণীকে পরিবর্তন করেছে ও তাতে বৃদ্ধি করেছে, যেটা অপবাদ মাত্র *(তাফসীর ইবনে কাছীর, ৪/১৮-১৯)*।

প্রশ্ন (৩/৪৪৩) : আমি একটি কোম্পানীতে চাকুরী করি। ছালাতের জন্য যথাসময়ে ছুটি না পাওয়ায় প্রত্যহ আছরের ছালাত নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই আদায় করি। বাধ্যগত অবস্থায় এভাবে ছালাত আদায় করা সঠিক হচ্ছে কি? অন্যথায় আমার করণীয় কি?

-শরীফুয্যামান
অরচার্ড, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : এমতাবস্থায় আপনি যোহর ও আছর একত্রে জমা করতে পারেন। কেননা বিশেষ অবস্থায় যোহরের সাথে আছরের ছালাত ক্বছর ছাড়াই জমা (একত্রিত) করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহর-আছর ও মাগরিব-এশার ছালাত কোন ভয়-ভীতি ও বৃষ্টি-সফর ছাড়াই জমা করেছেন *(মুসলিম হা/১৬৬৩ ও ১৬৬৭)*। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় ৭/৮ দিন যোহর-আছর ও মাগরিব-এশা জমা করেছেন *(বুখারী হা/৫৪৩; মুসলিম হা/১৬৬৩)*।

প্রশ্ন (৪/৪৪৪) : মসজিদে অনুষ্ঠিত তারাবীহ ছালাতের জামা'আতে মহিলারা শরীক হ'তে পারবে কি?

-আতাউর রহমান
কোমরগ্রাম, জয়পুরহাট।

উত্তর : মহিলারা তারাবীহ-এর জামা'আতে শামিল হ'তে পারবে, যদি মসজিদে গমনের পথ নিরাপদ থাকে। এক্ষেত্রে তাদেরকে সুগন্ধি ব্যবহার ও সৌন্দর্য প্রদর্শনী পরিহার করতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০৫৯-৬০)*। তবে মহিলাদের জন্য বাড়ীতে ছালাত আদায় করাই উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিয়ো না। আর তাদের বাড়ী তাদের জন্য উত্তম' *(আবুদাঊদ, হা/৫৬৭; মিশকাত হা/১০৬২)*।

প্রশ্ন (৫/৪৪৫) : জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য ক্বিরাআত সরবে পড়তে হবে না নীরবে পড়তে হবে?

-হাফেয অহীদুযযামান
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : জানাযার ছালাতে ক্বিরাআত ও দো'আ সরবে ও নীরবে দু'ভাবেই পড়া যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৫৪-৫৫, নাসাঈ হা/১৯৮৯, ১৯৯১)*।

প্রশ্ন (৬/৪৪৬) : কোন কোন মসজিদে কমিটির সভাপতি বা মোতাওয়াল্লির জন্য ইমামের পিছনে প্রথম কাতারের মাঝখানের জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। যদিও তার পূর্বে অনেক মুছল্লী মসজিদে উপস্থিত হন। এভাবে কারো জন্য মসজিদের কোন স্থান নির্দিষ্ট রাখা কি বৈধ?

-আশিক রহমান
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : মসজিদে কারো জন্য কোন জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখা ঠিক নয়। বরং যিনি আগে আসবেন, তিনি প্রথম কাতারে দাঁড়াবেন *(মুসলিম; মিশকাত হা/১০৯০)*। তবে বিচক্ষণ ও দ্বীনি জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিগণই ইমামের নিকটবর্তী ও পিছনে দাঁড়াবেন। অতঃপর অন্যরা দাঁড়াবে *(মুসলিম, হা/৪৩২; মিশকাত হা/১০৮৮-৮৯)*। যাতে করে তারা ইমামের ভুলের ক্ষেত্রে তাকে সতর্ক করতে পারেন এবং প্রয়োজনে ইমামের স্থলাভিষিক্ত হ'তে পারেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২২৯)*।

প্রশ্ন (৭/৪৪৭) : কোন মুসলমানের ঘর হিন্দু ব্যক্তিকে ভাড়া দেওয়া এবং প্রাপ্ত ভাড়ার টাকা মুসলিম ব্যক্তি সংসারের ব্যয় নির্বাহের জন্য খরচ করতে পারবে কি-না?

-সুমাইয়া
গণস্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : সাধারণভাবে কোন অমুসলিমকে ঘর ভাড়া দেওয়া যাবে। তবে যদি সেখানে দেব-দেবী, মূর্তি-প্রতিমা রাখা হয় বা পূজা করা হয়, তবে সে ব্যক্তির নিকটে ঘর ভাড়া দেওয়া উচিত নয়। কেননা তখন হারাম কাজে সহযোগিতা করা হবে, যা শরী'আতে নিষিদ্ধ *(মায়েদাহ ২)*। এমতক্ষেত্রে উক্ত ভাড়া থেকে প্রাপ্ত অর্থও সংসারে খরচ করা যাবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৮/৪৪৮) : জনৈক বক্তা জুম'আর খুৎবায় বলেন, ছাহাবী আবু ছা'লাবা সম্পদ বৃদ্ধির কারণে জামা'আতে ছালাত ত্যাগ করেছিলেন এবং তিনি যাকাত দিতেও অস্বীকার করেছিলেন। এ ঘটনা কতটুকু সত্য?

ডা. সাইফুল ইসলাম
মৌগাছি, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ঘটনাটি জাল বা মিথ্যা *(বিস্তারিত দ্র. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৭/২৪৪-৪৬ পৃঃ, সূরা তওবা ৭৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪৪৯) : ওমরী ক্বাযা ছালাত আদায় করার কোন ছহীহ দলীল আছে কি?

-হাসনা হেনা
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : 'ওমরী ক্বাযা' আদায় করার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। কোন ব্যক্তির বিগত দিনের ছেড়ে দেওয়া ছালাত ও ছিয়ামের জন্য অনুতপ্ত হয়ে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অন্যায় না করার প্রতিজ্ঞা করে খালেছ নিয়তে তওবা করলে তার অতীতের গোনাহগুলো মাফ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তাকে অতীতের ছালাত ও ছিয়াম আদায় করতে হবে না। কেননা বান্দার শেষ আমলটাই গ্রহণযোগ্য হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৩, 'তাক্বদীরের উপর ঈমান' অধ্যায়)*। সুতরাং তওবা কবুল হ'লে পূর্বের অন্যায় কর্মের হিসাব আল্লাহ নিবেন না *(যুমার ৫৩; তাহরীম ৮)*।

প্রশ্নঃ (১০/৪৫০) : মসজিদে প্রদত্ত মানতের জিনিস বিক্রি করে সে অর্থ মসজিদের কাজে লাগানো যাবে কি?

-আব্দুল আউয়াল
গাযীপুর।

উত্তর : এটা মানতকারীর নিয়তের উপরে নির্ভরশীল *(ফাতাওয়া লাজনা আদ-দায়িমাহ, ২য় খণ্ড, নযর অধ্যায়, পৃঃ২৯৩-৯৪; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১)*। সুতরাং মসজিদের জন্য মানত করলে তা মসজিদের কাজে লাগাবে।

প্রশ্ন (১১/৪৫১) : মাগরিবের ছালাতের পূর্বে যে দুই রাক'আত নফল ছালাত আদায় করা হয় তার গুরুত্ব কতটুকু?

-শিহাব
সাতক্ষীরা।

উত্তর : আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর। তোমরা মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর, তোমরা মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর, যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৬৫)*। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মাগরিবের ছালাতের পূর্বে সূর্য ডোবার পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতাম। তাঁকে বলা হ'ল, তিনি কি সেই দুই রাক'আত পড়তেন? আনাস (রাঃ) বললেন, তিনি আমাদেরকে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে দেখতেন, তিনি আদেশ করতেন না নিষেধও করতেন না *(মুসলিম হা/৩০৩)*। নির্দেশটি তিনবার বলার মধ্যেই উক্ত নফল ছালাতের গুরুত্ব বুঝা যায়। অতএব সুযোগ ও সাধ্যমত এটির উপর আমল করা কর্তব্য।

প্রশ্ন (১২/৪৫২) : জনৈক আলেম বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করতেন এবং সিজদা করতেন (বায়হাক্বী, হাকেম)। তাহলে কি হাজারে আসওয়াদকে সিজদা করা যাবে?

-মুহাম্মাদ হাতেম
মনিপুর, গাযীপুর।

উত্তরঃ উক্ত বর্ণনা যঈফ ও মুনকার *(আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৪১৬৯)*। ছহীহ হাদীছ সমূহে শুধু চুম্বন করার কথা এসেছে *(বুখারী হা/১৫৯৭; মিশকাত হা/২৫৮৯)*।

প্রশ্ন (১৩/৪৫৩) : اللهم صمت لك وتوكلت على رزقك وأفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين ***উক্ত দো'আ পড়ার কোন দলীল আছে কি?***

-আতীকুর রহমান
পাঁচরুখী মাদরাসা, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত দো'আ ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, এটি মানুষের মুখের প্রচলিত কথা মাত্র। এর কোন ভিত্তি নেই *(মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৬/৩০৪ পৃঃ)*। এছাড়া কোন কোন স্থানে নিম্নোক্ত দো'আটিও চালু আছে-

باسم الله والحمد لله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت سبحانك وبحمدك تقبله مني إنك أنت السميع العليم-

কিন্তু উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটিও মুনকার, যা অগ্রহণযোগ্য। *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৯৯৬)*। তাছাড়াও 'আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া 'আলা রিযক্বিকা আফতারতু' মর্মে সমাজে যে দো'আ চালু আছে সেটাও যঈফ *(যঈফ আবুদাঊদ হা/২৩৫৮; মিশকাত হা/১৯৯৪)*। অতএব ইফতারের সময় সাধারণ দো'আ হিসাবে 'বিসমিল্লাহ' বলাই উচিত।

প্রশ্ন (১৪/৪৫৪) : মেডিসিনের সাহায্যে নারীদের সুন্দর হওয়া কি জায়েয?

-নিলুফার আখতার
নওগাঁ।

উত্তর : যে কোন বৈধ বস্তু ব্যবহার করে নারীরা সুন্দরী হওয়ার চেষ্টা করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, পুরুষের সুগন্ধি হচ্ছে যার গন্ধ প্রকাশ পায় কিন্তু রং গোপন থাকে। আর নারীদের সৌন্দর্য হচ্ছে যার রং প্রকাশ পায় কিন্তু সুগন্ধি গোপন থাকে *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৪৩)*। তবে সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। যেমন ভ্রূ তোলা যাবে না, দাঁত চিকন করা যাবে না, সাদা চুল ও দাড়ি কালো করা যাবে না ইত্যাদি। কেননা এতে সৃষ্টির ও আকৃতির পরিবর্তন ঘটে, যা হারাম *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৩১)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৪৫৫) : ব্যাঙ, কুঁচে, চিংড়ি এবং কচ্ছপ ও তার ডিম খাওয়া কি জায়েয?

মনযুয়ারা
নওগাঁ।

উত্তর : কুঁচে, চিংড়ি, কচ্ছপ ও তার ডিম রুচি হ'লে খাওয়া যায়। কারণ এগুলো পানিতে বসবাস করা প্রাণী। আর পানির শিকার (যা হিংস্র নয়) হালাল। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য সাগরের শিকার হালাল করা হয়েছে' *(মায়েদাহ ৯৬)*। তবে ব্যাঙ খাওয়া জায়েয নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যাঙ মারতে নিষেধ করেছেন। আব্দুর রহমান ইবনে ওছমান (রাঃ) বলেন, একজন ডাক্তার ব্যাঙকে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল। রাসূল (ছাঃ) তাকে ব্যাঙ মারতে নিষেধ করলেন *(আবুদাঊদ হা/৩৮৭১)*।

প্রশ্ন (১৬/৪৫৬) : কোন্ জিনিস দ্বারা মানত করা যায়? ছালাত, ছিয়াম, টাকা-পয়সা, ফল-মূল, মোমবাতি, আগরবাতি, খিঁচুড়ী এসব মানত করা যায় কি?

-আবুল আউয়াল
মির্জাপুর, গাজিপুর।

উত্তর : সকল নেকীর কাজের দ্বারা মানত করা যায়। মানত হচ্ছে যরূরী নয় এমন কিছু কাজকে নিজের উপর যরূরী করে নেয়া। নেকীর কাজের মানত করলে তা পালন করতে হবে। আর পাপের কাজের মানত করলে তা পালন করতে হবে না *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৪২৭)*। শিরক ও বিদ'আতী কোন দিবস বা স্থানে কোন মানত করা যাবে না *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৪৩৭ 'শপথ ও মানত' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৭/৪৫৭) : অনেকের ধারণা ছিয়াম অবস্থায় রক্ত বের হলে ছিয়াম নষ্ট হয় বা দুর্বল হয়ে যায়। উক্ত ধারণা কি সঠিক?

-আব্দুল জাব্বার
মাহমূদপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তর: উক্ত ধারণা সঠিক নয়। কারণ এটা ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। রক্ত বের হলে ছিয়াম নষ্ট হয় না এবং দুর্বলও হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়ে রক্ত বের করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০০২)*।

প্রশ্ন (১৮/৪৫৮) : একটি জামে মসজিদে অন্তত একজনকে ই'তেকাফে বসতে হবে। একথা কি ঠিক?

-সাঈদুর রহমান
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : অন্তত একজনকে ই'তেকাফে বসতে হবে নইলে মহল্লার লোকেরা গোনাহগার হবে একথা ঠিক নয়। কারণ ই'তেকাফ যেমন কোন ফরয ইবাদত নয়, তেমনি মহল্লার মসজিদে একজনকে বসতেই হবে একথাও ঠিক নয়। ই'তেকাফ একটি সুন্নাত ইবাদত, যা ছিয়াম অবস্থায় জুম'আ মসজিদে করতে হয় *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২১০৬ 'ই'তেকাফ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৯/৪৫৯) : সূরা নাজম-এর ৩২ নং আয়াতে اَللَّمَمَ বলে কোন ধরনের অপরাধকে বুঝানো হয়েছে।

- আযীযুল হক
ঢাকা।

উত্তর : لَمَمَ শব্দটি কোন জিনিসের সামান্য পরিমাণ কিংবা সামান্য প্রভাব অথবা স্বল্প সময় থাকা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন اَلَمَّ بِالْمَكَانِ 'সে অমুক স্থানে সামান্য সময় অবস্থান করেছে' اَلَمَّ بِالطَّعَامِ 'সে সামান্য পরিমাণ খাবার খেয়েছে'। কুরআনে শব্দটি বান্দার কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'যারা বড় বড় গুনাহ আর সুস্পষ্ট অশ্লীল ও জঘন্য কাজকর্ম হ'তে বিরত থাকে- তবে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি তাদের দ্বারা ঘটে যায়, (তাদের জন্য) তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ব্যাপক ও বিশাল তাতে সন্দেহ নেই' *(নাজম ৩২)*।

প্রশ্ন (২০/৪৬০) : বাল্য অবস্থায় যারা মারা যায় তারা জান্নাতে যাবে, না জাহান্নামে যাবে?

-সোলায়মান
এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : শিশু অবস্থায় যারা মারা যায় তারা জান্নাতে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জান্নাত দেখার সময় অনেক ছেলেমেয়েকে ইবরাহীম (আঃ)-এর সামনে দেখলেন, যারা জনগণের সন্তান *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৬২১)*। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, জিবরীল (আঃ) বললেন, যারা তাওহীদের উপর মারা গেছে তারাই ইবরাহীম (আঃ)-এর সামনে আছে। তখন ছাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! মুশরিকদের সন্তানেরাও? তিনি উত্তরে বললেন, মুশরিকদের ছেলেরাও *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৬২৫ 'স্বপ্ন' অধ্যায়)*। অন্য এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুশরিকের ছেলেরা জান্নাতের খাদেম হবে *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৬৮)*।

প্রশ্ন (২১/৪৬১) : জুম'আর দিন দো'আ কবুলের সময় কখন? খুৎবার সময় চুপে চুপে দো'আ করা যাবে কি?

সালীমুদ্দীন
এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : জুমআর দিন দো'আ কবুল হওয়ার দু'টি সময়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। (১) ইমাম ছাহেবের মিম্বারে বসা থেকে নিয়ে ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৫৭-৫৮)*। (২) আছরের পর থেকে নিয়ে সূর্য ডোবা পর্যন্ত *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৬০)*। তবে প্রথমটিই অগ্রগণ্য *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১০৯-১০)*।

প্রশ্ন (২২/৪৬২) : ওয়াসীলা কাকে বলে? মানুষকে অসীলা ধরা যায় কি? মানুষে বলে অমুকের অসীলায় অমুক পেয়েছি। এভাবে বলা যায় কি?

-নাজমুল হুদা
রূপগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তর : وَسِيْلَةٌ শব্দটি একবচন বহু বচনে وَسَائِلُ অর্থ নৈকট্য, নৈকট্যের উপায়। অসীলা এমন ইবাদত যা আল্লাহ্র নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। অর্থাৎ ইবাদতের মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করা (লোগাতুল কুরআন)। অসীলা দুই প্রকার (১) সিদ্ধ অসীলা। যেমন- (ক) আল্লাহ্র নামের মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকা *(আ'রাফ ১৮০)*। (খ) ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকা (গ) আল্লাহ্র সত্তার মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকা (ঘ) নিজের দুর্বলতা ও প্রয়োজন প্রকাশ করে আল্লাহকে ডাকা। (ঙ) জীবিত সৎ মানুষের মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকা। যেমন ছাহাবীগণ আব্বাস (রাঃ)-এর মাধ্যমে পানি চেয়েছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১৫০৯)*। (চ) পাপ স্বীকার করে আল্লাহকে ডাকা। (২) দ্বিতীয় প্রকার হ'ল নিষিদ্ধ অসীলা। যেমন- (ক) মৃত মানুষের নিকট চাওয়া (খ) নবী কিংবা অন্যের ইয্যতের দোহাই দিয়ে

চাওয়া (গ) কোন সৃষ্টির মাধ্যমে চাওয়। তবে জীবিত মানুষ কোন কাজের অসীলা হ'তে পারে।

প্রশ্ন (২৩/৪৬৩) : আমি বড় ছেলের কথা শুনে ত্রাণ আত্মসাৎ করেছি, জমি লুটপাট করেছি এবং দুর্বলদের উপর অত্যাচার করেছি। এখন সমাজের লোকেরা আমাকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করেছে। সূরা মায়েদার ৩৩নং আয়াত অনুযায়ী আমাকে বহিষ্কার করা ঠিক হয়েছে কি?

-সজীব
বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তর : বক্তব্য সঠিক হ'লে ছেলে সহ প্রশ্নকারীর কঠিন শাস্তি হওয়া আবশ্যক। যা সূরা মায়েদার ৩৩ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অনুবাদ : 'যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে বির্পযয় সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে, কিংবা শুলে চড়ানো হবে, অথবা তাদের হাত ও পা উল্টা দিক হতে কেটে ফেলা হবে। কিংবা দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। তাদের জন্য এ দুনিয়ায় অপমান ও লাঞ্ছনা। আর পরকালে রয়েছে এর চেয়ে কঠিন শাস্তি' *(মায়েদাহ ৩৩)*।

প্রশ্ন (২৪/৪৬৪) : প্রথম আলো ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৯ ইং সংখ্যায় দারুল এহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-এর অধ্যাপক আবুল মনিম খান এক নিবন্ধে বলেন, যে ব্যক্তির কাছে ঈদের দিন সুবহে সাদিকের সময় জীবিকা নির্বাহের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ ব্যতীত সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা সমমূল্যের অন্য কোন সম্পদ থাকে তার উপর ছাদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। এই পরিমাণ সম্পদকে শরীয়তের পরিভাষায় নিছাব বলা হয়। প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের উপর ছাদাকাতুল ফিৎর আদায় করা ওয়াজিব। উক্ত দাবী কি সঠিক?

-রশীদুল ইসলাম
যাদুল্লাহপুর, সাড়াতৈল, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভুল। যাকাত প্রদানের সময় নিছাবের প্রয়োজন হয়। ফিৎরা প্রদানের সময় নিছাবের প্রয়োজন নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফেতরার যাকাত ধনী-গরীব সবার উপর ফরয করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫)*। কিন্তু যাকাত কেবল ধনীর উপর ফরয। ফিৎরার বিপরীত যাকাত সম্পর্কে বলা হয়ছে যে, যাকাত ধনীদের থেকে নিতে হবে আর গরীবদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে *(বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/১৭৭২)*।

প্রশ্ন (২৫/৪৬৫) : আমাদের কাছে একটি প্রচার পত্র এসেছে যাতে তিন ওয়াক্ত ছালাতের দাবী করা হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত নাকি নেই। বিষয়টি জানতে চাই।

-ছিদ্দীক ড্রাইভার
নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যশোর।

উত্তর : উক্ত দাবী ভ্রান্ত ও মিথ্যা। এক শ্রেণীর অজ্ঞ ও পথভ্রষ্ট লোকেরা এই দাবী করে থাকে। যারা এদের কথা মেনে নেয় তারা মুসলমান থাকতে পারে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'রাসূল যা দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ কর। আর তিনি যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর' *(হাশর ৭)*। অগণিত ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতেন এবং ছাহাবীগণ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত পড়তেন। কাজেই ঐসব ধর্মত্যাগী মহল থেকে সাবধান থাকুন।

প্রশ্ন (২৬/৪৬৬) : জনৈক ইমাম বলেন, রাসূল (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে খাবার নিয়ে আসার জন্য বললেন। ঐ ব্যক্তি গিয়ে দেখে যে কুকুরে খাদ্য খাচ্ছে। অতঃপর রাসূলকে গিয়ে বললে তিনি বললেন, সেখান থেকে ফেলে দিয়ে নিয়ে এসো। অতঃপর গিয়ে দেখে শূকরে খাচ্ছে। সে ফিরে এসে রাসূলকে বললে তিনি বলেন, সেখান থেকে ফেলে দিয়ে নিয়ে এসো। অতঃপর গিয়ে দেখে যে বেনামাযী খাচ্ছে। এবার রাসূলকে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, আর খাওয়া যাবে না সবটুকু ফেলে দাও। এর দ্বারা তিনি বেনামাযীর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-মুস্তাক্বীম
বড়গাছী, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য রাসূলের নামে মিথ্যা ও বানোয়াট মাত্র।

প্রশ্ন (২৭/৪৬৭) : তারাবীহর ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট কোন দো'আ আছে কি? বিভিন্ন মসজিদে তারাবীহর ছালাতে মুনাজাতের সময় 'ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু' বলে যে দো'আ পড়া হয় তা বলা যাবে কি?

-ইসরাঈল
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : তারাবীহর ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট কোন দো'আ নেই। তাছাড়া প্রচলিত পদ্ধতিতে যে মুনাজাত করা হয় তাও শরী'আত সম্মত নয় এবং উক্ত দো'আ পাঠের প্রমাণে কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (২৮/৪৬৮) : খাৎনা অনুষ্ঠান করা এবং দাওয়াত খাওয়া যাবে কি?

-যিয়াউর রহমান
গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তর : খাৎনার অনুষ্ঠান করা যাবে না এবং এর দাওয়াতও খাওয়া যাবে না। কারণ এগুলো কুসংস্কার, যা সমাজ থেকে তুলে দেয়া যরূরী। খাৎনা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত এবং ইসলামী নিদর্শন সমূহের অন্যতম। যা সন্তানের অভিভাবককে পালন করতে হবে। যেখানে কোন প্রচার

থাকবে না বা কোন অনুষ্ঠান থাকবে না। রাসূল ও ছাহাবীগণ এর জন্য কোন অনুষ্ঠান করেননি।

প্রশ্ন (২৯/৪৬৯) : এমন কোন আমল আছে কি যা করলে আমি কবরের চাপ থেকে মুক্তি পাব?

-ফয়েয
ধামতি, মীরবাড়ী, কুমিল্লা।

উত্তর : এজন্য সর্বাগ্রে শিরক মুক্ত হ'তে হবে এবং শরী'আত অনুমোদিত নেক আমল করতে হবে *(কাহফ ১১০)*। কবরের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য নির্দিষ্ট কোন আমল নেই। নবী করীম (ছাঃ) কবরের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দো'আ পড়তেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ছালাত হ'তে সালাম ফেরানোর পূর্বে চারটি বস্তু হ'তে পরিত্রাণ চাইতেন। তার একটি হচ্ছে কবরের শাস্তি *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৮)*, যা ছালাতের শেষ বৈঠকে পড়া হয়।

প্রশ্ন (৩০/৪৭০) : বাথরুমে নাকি আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা যায় না। কিন্তু এখন প্রায়ই বাথরুমে ওযূ-গোসল করতে হয়। এ সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে ওযূ করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ
ধামতী, কুমিল্লা।

উত্তর : বাথরুমে 'বিসমিল্লাহ' বলা যাবে না এমনটি নয়। বরং পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় কোন ইবাদত করা যাবে না। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কেউ সালাম দিলে তিনি উত্তর দিতেন না। তিনি প্রয়োজন সেরে উঠে পরে উত্তর দিতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৩৫)*। বাথরুমে ওযূ করলে 'বিসমিল্লাহ' বলেই ওযূ করতে হবে। কারণ 'বিসমিল্লাহ' ছাড়া ওযূ হয় না *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪০২)*।

প্রশ্ন (৩১/৪৭১) : তাবলীগ জামাতের লোকেরা বলে, জীবনে অন্তত তিন চিল্লা দিতে হবে। এ সময় আহল-পরিবার ছেড়ে যেতে হয়। এভাবে চিল্লা দেয়া কি জায়েয?

-শিহাবুদ্দীন
সাতক্ষীরা।

উত্তর : চিল্লায় যাওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম সবচেয়ে বেশী দাওয়াতী কাজ করেছেন কিন্তু তারা চিল্লা নামে ৪০ দিনের কোন সীমা নির্ধারণ করেছেন মর্মে দলীল পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে তিন চিল্লা, বছর চিল্লা, জীবন চিল্লারও কোন অস্তিত্ব নেই। এ ধরনের বিদ'আতী দল সমূহের প্রচারণার অধিকাংশই মিথ্যা ও জাল, যা থেকে বেঁচে থাকা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করে. তাহ'লে তার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*।

প্রশ্ন (৩২/৪৩২) : অনেক দাড়ি-টুপিওয়ালা লোক ফেরী করে বাসায় বাসায় গিয়ে মহিলাদের মাঝে শাড়ি-কাপড় চুড়ি আলতা ফিতা ও তরি-তরকারী বিক্রয় করে। অনেক সময় মহিলাদের হাতে চুড়ি পরিয়ে দেয়। এ ব্যবসা কি জায়েয?

-তানিয়া
নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত ব্যবসা জায়েয। তবে মহিলারা তাদের সামনে যেতে পারবে না এবং তাদের কাছ থেকে চুড়ি পরিয়ে নিতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মহিলারা হচ্ছে গোপন বস্তু। বাড়ীতে থাকাই হ'ল তাদের জন্য আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা *(ত্বাবারাণী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৮৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় চলাচল করে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮)*। আর নারী হ'ল শয়তানের সবচেয়ে লোভনীয় হাতিয়ার। এই হাতিয়ার দিয়েই ইতিপূর্বে পৃথিবীর বড় বড় সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে। এজন্যেই আল্লাহ পর্দা ফরয করেছেন। যা পুরুষ ও নারী উভয়কে মেনে চলতে হয় *(নূর ৩০-৩১)*।

প্রশ্ন (৩৩/৪৩৩) : রামাযান মাসে ক্বদরের রাত্রে পশু-পাখি, গাছপালা, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি সবই আল্লাহকে সিজদা করে। একথা কি সঠিক?

-মুখতারুল ইসলাম
রহনপুর, চাপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : কেবল ক্বদরের রাত্রে এগুলো আল্লাহকে সিজদা করে একথা সঠিক নয়। বরং আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহকে সিজদা করে' *(নাহল ৪৯)*।

প্রশ্ন (৩৪/৪৩৪) : ঋণ করে ফিৎরা দেওয়া ও কুরবানী করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আনছার
বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, খুলনা।

উত্তর : যাবে। যদি পরিশোধ করার সামর্থ্য থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরকে ঋণ দিতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯০৫; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/১৮৪ পৃঃ)*। তাছাড়া কুরবানীর বিষয়টি সামর্থ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। যার সামর্থ্য আছে সেই কুরবানী করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করল না সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটেও না যায়' *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩; বুলূগুল মারাম হা/১৩৪৯)*।

প্রশ্ন (৩৫/৪৩৫) : আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে মি'রাজে নিয়ে গেলে রাসূল (ছাঃ) আল্লাহকে 'আত্তাহিয়াতু'... বলে অভ্যর্থনা জানান। ফলে আল্লাহও তাঁকে সালাম দেন। এর ছহীহ দলীল জানতে চাই।

-জাফর ইকরাম
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : ঘটনাটি ভিত্তিহীন। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) মিশকাতের ভাষ্য গ্রন্থ মিরক্বাতুল মাফাতীহে ইবনুল মালেকের উদ্ধৃতি দিয়ে উক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার কোন সনদ উল্লেখ করেননি *(মিরক্বাত ২/৩৩১ পৃঃ 'তাশাহহুদ' অধ্যায়)*। আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, এই বর্ণনা সম্পর্কে আমি অবগত নই। ঘটনাটির যদি দলীল পাওয়া যেত তাহলে নির্দেশনাটি কতই না সুন্দর হ'ত *(মির'আত ৩/২৩৩ পৃঃ)*। শায়খ আলবানী (রহঃ)ও একই মন্তব্য করেছেন *(ছিফাতু ছালাতিন নবী (মূল), ৩/৮৭৬ পৃঃ)*।

উক্ত বিষয়টি মি'রাজের ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এটি সাধারণ সম্বোধন যা নবীকে অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে করা হয়েছে *(দ্রঃ আনফাল ৬৪, ৬৫, ৭০ প্রভৃতি)*।

প্রশ্ন (৩৬/৪৩৬) : আমরা জানি, আবাবীল নামক পাখির মাধ্যমে আল্লাহ আবরাহা ও তার সৈন্য বাহিনীকে ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু জনৈক মাওলানা খুৎবায় বলেন, উক্ত কথা সঠিক নয়। এখানে আবাবীল অর্থ ঝাঁকে ঝাঁকে। উক্ত দাবীর সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই।

-হাফীযুর রহমান
রামরায়পুর, নওগাঁ।

উত্তর : আপনার জানাটা ভুল এবং উক্ত মাওলানার দাবীই সঠিক। 'আবাবীল' শব্দটি বহুবচন। এর অর্থ ঝাঁকে ঝাঁকে, পাখির দল। উক্ত পাখির কোন নাম উল্লেখ নেই। এই পাখি আল্লাহ প্রেরিত গযবের পাখি, যা আরবরা পূর্বে বা পরে কখনো দেখেনি *(তাফসীরে কুরতুবী ২০/১৩৫)*।

প্রশ্ন (৩৭/৪৩৭) : প্রত্যেক ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়ার হাদীছটিকে মিশকাতে যঈফ বলা হয়েছে। তাহলে আমরা এর প্রতি আমল করি কেন?

-আব্দুর রহীম
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তর : মিশকাতে উদ্ধৃত আলী কর্তৃক বর্ণিত বায়হাক্বীর উক্ত হাদীছটি যঈফ, যা মিশকাতেই বলে দেওয়া হয়েছে' *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৯৭৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬১৭৪)*। তবে পৃথক সনদে নাসাঈ কুবরাতে ও ছহীহ ইবনে হিব্বানে আবু উমামা থেকে ছহীহ সনদে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে *(নাসাঈ কুবরা হা/৯৯২৮; বিস্তারিত দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭২)*। আর সেটা হল- 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই বাধা দিবে না'।

প্রশ্ন (৩৮/৪৩৮) : দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে খাদ্য মজুত রাখার পরিণাম সম্পর্কে জানতে চাই।

-আযহারুল ইসলাম
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : এধরনের জঘন্য কর্মের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি খাদ্যের দাম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে খাদ্য মজুত করে সে মহাপাপী' *(মুসলিম হা/৪২০৬; মিশকাত হা/২৮৯২)*। এরূপ ব্যবসায়ী মহল, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বড় ধরনের প্রতারক ও ধোঁকাবাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৬০)*।

প্রশ্ন (৩৯/৪৩৯) : সূরা বাক্বারাহ ১১৫ নং আয়াতের সঠিক অর্থ জানতে চাই।

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ

-মাসঊদ
নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তর : উক্ত আয়াতের অর্থ হল, 'আর আল্লাহ্‌র জন্যই পূর্ব এবং পশ্চিম। সুতরাং যে দিকেই তোমরা মুখ ফিরাও সেই দিকেই আল্লাহর চেহারা রয়েছে'।

উল্লেখ্য যে, তাফসীর মাআরেফুল কুরআনের বঙ্গানুবাদে বলা হয়েছে, 'তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান'। আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এই ভ্রান্ত ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই উক্ত ভুল অনুবাদ করা হয়েছে। অন্যদিকে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের অনুবাদে বলা হয়েছে, 'যেদিকেই মুখ ফিরাও সেই দিকই আল্লাহর দিক'। উক্ত অনুবাদ দু'টির কোনটিই সঠিক হয়নি। বস্তুত: আল্লাহ্‌র হাত, পা, চেহারা ইত্যাদি সম্পর্কে কুরআনে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবেই অনুবাদ করতে হবে। কোনরূপ দূরতম ব্যাখ্যা বা রূপক অর্থ করা যাবে না। কেননা আল্লাহ্‌র আকার-আকৃতি অন্যকিছুর সাথে তুলনীয় নয়। তিনি বলেন, 'তার তুলনীয় কিছু নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ১১)*।

মূল ঘটনাটি ছিল এই যে, একদা কতিপয় ছাহাবী কোন এক অজ্ঞাত স্থানে ছালাত আদায় করার সময় ক্বিবলার দিক ভুলে উল্টা দিকে ফিরে ছালাত আদায় করেন। তারা রাসূল (ছাঃ)- কে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলে উক্ত আয়াত নাযিল হয় *(তিরমিযী হা/২৯৫৭, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (৪০/৪৪০) : আছহাবুল উখদূদের লোকসংখ্যা কতজন ছিল? সঠিক সংখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-দিদার বখস
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : তাদের সংখ্যা ছিল ৭০ হাযার। তখনকার অত্যাচারী শাসক স্রেফ ঈমানের কারণে একই দিনে তাদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল *(ছহীহ তিরমিযী হা/৩৩৪০)*।

YEAR TABLE (13Th) বর্ষসূচী-১২ (Oct. 2009 to Sept. 2010)

(১৩তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০০৯ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০১০ পর্যন্ত)

সম্পাদকীয়

১.অর্থনৈতিক দর্শন (অক্টোবর'০৯) ২. সমাজ দর্শন (নভেম্বর'০৯) ৩. ঐক্য দর্শন (ডিসেম্বর'০৯) ৪. নেতৃত্ব দর্শন (জানুয়ারী '১০) ৫. সংস্কৃতি দর্শন (ফেব্রুয়ারী '১০) ৬. স্বাধীনতা দর্শন (মার্চ'১০) ৭. সার্বভৌমত্ব দর্শন (এপ্রিল '১০) ৮. ধর্ম দর্শন (মে '১০) ৯. সত্যদর্শন (জুন '১০) ১০. মে'রাজুন্নবী (ছাঃ) (জুলাই '১০) ১১. মানবাধিকার দর্শন (আগষ্ট'১০) ১২. ছিয়াম দর্শন (সেপ্টেম্বর'১০)।

প্রবন্ধ :

অক্টোবর '০৯ :

১. পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী -*মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (১৩/১-১২)* ২. নয়টি প্রশ্নের উত্তর -*মূল : মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী (রহঃ), অনুবাদ : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (১৩/১-৩)* ৩. মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানীর শারঈ বিধান, *আকমাল হোসাইন* ৪. প্রাসাদ ষড়যন্ত্র -*মুহাম্মাদ আবদুর রহমান* ৫. উপদেশ -*রফীক আহমাদ* ৬. দাওয়াত-তাবলীগ ও আন্দোলন : বিনিময় জান্নাত -*যহূর বিন ওছমান*।

নভেম্বর '০৯ :

১. ইবরাহীম (আঃ)-এর পরীক্ষা ও আমাদের শিক্ষা-*ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ* ২. শিক্ষার সুফল ও কুফল -*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান* ৩. তওবা -*আব্দুল ওয়াদূদ (১৩/২-৫)* ৪.আল-কুরআনের দৃষ্টিতে মূর্তিপূজার অসারতা : একটি পর্যালোচনা -*মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম* ৫. কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল -*আত-তাহরীক ডেস্ক*।

ডিসেম্বর '০৯ :

১. বিশ্ব সভ্যতা ও ইসলামে নারীর অবস্থান : একটি পর্যালোচনা -*মুহাম্মাদ আবু তাহের* ২. আশূরায়ে মুহাররম-*আত-তাহরীক ডেস্ক*।

জানুয়ারী '১০ :

১. লজ্জাশীলতা উত্তম চরিত্রের ভূষণ -*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. সকল সৃষ্টির ইবাদত ও আনুগত্য -*রফীক আহমাদ* ৩. ইখলাছ মুক্তির পাথেয়-*ফয়ছাল বিন আলী আল-বাদানী, অনুবাদ : আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান (১৩/৪-৭)* ৪. ভাগ্য গণনা -*মূল : আবূ আমীনাহ বেলাল ফিলিপ্স, ভাষান্তর : ইঞ্জি. মুহাম্মাদ হাসান*।

ফেব্রুয়ারী '১০ :

১. বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন : সাম্রাজ্যবাদের নতুন মন্ত্র! -*মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন তুহিন* ২. ধূমপানের ক্ষতিকর দিক -*হাফেয হাবীবুল্লাহ আল-কাসিম*।

মার্চ '১০ :

১. ধর্মীয় কাজে বাধা দানের পরিণতি -*ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. ইসলাম ও পর্দা -*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান* ৩. আরব প্রিন্সদের উঁচু ভবন বানানোর প্রতিযোগিতা-*রবার্ট ফিস্ক*।

এপ্রিল '১০ :

১. মানব সৃষ্টির ইতিহাস -*রফীক আহমাদ* ২. হেদায়াত -*যহূর বিন ওছমান*।

মে '১০ :

১. দাঈর সফলতা লাভের উপায়-*অনুবাদ : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (১৩/৮-৯)* ২. ইসলামে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ও শ্রমিকের অধিকার -*ড. মুহাম্মাদ শফীকুল আলম* ৩. শান্তির ধর্ম ইসলাম -*মুহাম্মাদ রশীদ* ৪. ইসলামের আলোকে সম্পদ বৃদ্ধির উপায় -*মুহাম্মাদ আবু তাহের*।

জুন '১০ :

১. ইভটিজিং : কারণ ও প্রতিকার -*হারূনুর রশীদ* ২. মরণ বাঁধ ফারাক্কা -*আত-তাহরীক ডেস্ক*।

জুলাই '১০ :

১. ইসলামে ভ্রাতৃত্ব -*ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ (১৩/১০-১২)* ২. জুম'আর কতিপয় বিধান -*মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন* ৩. পিতা-মাতার উপর সন্তানের অধিকার -*ড. মুহাম্মাদ শফীকুল আলম(১৩/১০-১২)* ৪. শবেবরাত -*আত-তাহরীক ডেস্ক* ৫. শবেবরাত : কতিপয় ভ্রান্ত ধারণার জবাব -*হাফেয হাবীবুল্লাহ আল-কাসেম*।

আগস্ট '১০ :

১. যাকাত ও ছাদাক্বা : আর্থিক পরিশুদ্ধির অনন্য মাধ্যম -*ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* ২. মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য -*ড. মুহাম্মাদ আলী* ৩. আদল : মানব জীবনের এক মহৎ গুণ -*ড. মুহাম্মাদ আজিবার রহমান (১৩/১১-১২)* ৪. বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম -*আ.স.ম. ওয়ালীউল্লাহ* ৫. ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল-*আত-তাহরীক ডেস্ক*।

✡ **সাময়িক প্রসঙ্গ :**

১. বাবরী মসজিদ কলঙ্কের অবসান হোক-*নূরুল ইসলাম (জানুয়ারী '১০)* ২. হাইতিতে ভূমিকম্প : বাংলাদেশের অশনি সংকেত -*ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ* (ফেব্রুয়ারী '১০) ৩. ফ্রান্স ও স্পেনে হিজাব নিষিদ্ধ -*মোবায়েদুর রহমান (আগস্ট '১০)*।

✡ **অর্থনীতির পাতা :**

১. ইসলামী অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নে আমাদের করণীয় -*শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান* (ডিসেম্বর'০৯)।

✡ **মনীষী চরিত :**

১. উম্মু হাবীবা বিনতু আবী সুফিয়ান (রাঃ) -*ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* (এপ্রিল '১০) ২. উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিছ (রাঃ)-*ঐ, (১৩/১১-১২)*।

✡ **মনীষী চরিত :**

১. ড. মুক্তাদা হাসান আযহারী -*নূরুল ইসলাম (মার্চ'১০)* ২. ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) -*নূরুল ইসলাম (১৩/৯-১২)*।

✡ **নবীনদের পাতা :**

১. মানব জীবনে বস্তুবাদী চিন্তাধারা ও তার ক্ষতিকর দিক সমূহ- মুহাম্মাদ মীযানুর হরমান (অক্টোবর'০৯) ২. অপসংস্কৃতির বেড়াজালে বন্দী যুবসমাজ -*বযলুর রহমান* (নভেম্বর'০৯) ৩. ইয়েমেনের প্রতি সাম্রাজ্যবাদীদের শ্যেনদৃষ্টি-*মুহাম্মাদ ফরীদুল ইসলাম (এপ্রিল'১০)*।

✡ **মহিলা পাতা :**

১. সমাজে প্রচলিত কিছু শিরক-*নূরজাহান বিনতে আব্দুল মজীদ (ফেব্রুয়ারী'১০)* ২. এপ্রিল ফুল বা এপ্রিলের বোকা!-*ঐ, (মার্চ'১০)* ৩. শিশু প্রতিপালন : কতিপয় পরামর্শ -*ঐ,(জুন'১০)* ৪. নফল ছিয়াম : পরকালীন মুক্তির পাথেয় -*শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন* (সেপ্টেম্বর '১০)।

✡ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :**

১. কাযীর বিচার ২. উচিত বিচার (অক্টোবর'০৯) ৩. বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম (মার্চ '১০) ৪. মৃত্যুর মুখে অপূর্ব ভ্রাতৃত্ব ৫. আদর্শ মা-বাবার যোগ্য ছেলে (এপ্রিল '১০) ৬. নিয়তি ৭. মহিয়সী নারী (মে'১০)।

✡ **চিকিৎসা জগত :**

১. প্যারাসিটামল নাকি মৃত্যু পরোয়ানা? ২. ভিটামিন : প্রয়োজনীয়তা বনাম অপব্যবহার (অক্টোবর'০৯) ৩. অ্যাপেনডিসাইটিস ৪. কোলেস্টেরল কমাতে ব্যায়াম ৫. শিশুর জ্বরের সঙ্গে খিঁচুনি হ'লে (নভেম্বর'০৯) ৬. কোমর ব্যথায় করণীয় (মার্চ'০৯) ৭. চোখের উপকারী শাক-সবজি ও ফলমুল (মে'১০) ৮. ম্যালেরিয়া : কারণ ও প্রতিকার (জুন '১০)।

✡ **ক্ষেত-খামার :**

১. ভাসমান সবজি বাগান ২. গরু মোটাতাজাকরণ (নভেম্বর '০৯) ৩. বাগানে ও ছাদের টবে ১২ মাসী আমড়া চাষ ৪. পোকা দমনে আলোক ফাঁদের ব্যবহার ৫. ধান ক্ষেতে মাছ চাষ ৬. ধান কাটার নতুন মেশিন আবিষ্কার (ডিসেম্বর'০৯) ৭. হাঁস পালন করে কোটিপতি ৮. শিম চাষে বছরে আয় ১৫ কোটি টাকা ৯. নাটোরের বড়াইগ্রামে চাষ হচ্ছে ভিয়েতনামের ড্রাগন ফল (মার্চ'১০) ১০. মৌমাছির চাষ ও মধুর উপকারিতা ১১. ডাল চাষ করে কোটিপতি (এপ্রিল '১০) ১২. সমন্বিত চাষাবাদে স্বাবলম্বিতা অর্জন ১৩. সবুজ ঘাসে কৃষকের মুখে হাসি ফুটেছে (মে '১০)।

বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

১. সম্পাদকীয় ১২টি ২. প্রবন্ধ ৩৮টি ৩. ছাহাবী চরিত ২টি ৪. মনীষী চরিত ২টি ৫. অর্থনীতির পাতা ১টি ৬. সাময়িক প্রসঙ্গ ৩টি ৭. নবীনদের পাতা ৩টি ৮. হাদীছের গল্প ১টি ৯. গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৭টি ১০. চিকিৎসা জগৎ ৯টি ১১. কবিতা ৪৪টি ১২. মহিলাদের পাতা ৩টি ১৩. ক্ষেত-খামার ৭টি ১৪. প্রশ্নোত্তর ৪৮০টি। সোনামণি, স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ, পাঠকের মতামত, জনমত কলাম ইত্যাদি কলামগুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।

প্রশ্নোত্তর

মাস ও সংখ্যা	প্রশ্ন	উত্তর সংখ্যা
অক্টোবর '০৯ (১৩/১)	সূরা বাক্বারাহ ৬২ আয়াতের ব্যাখ্যা কি? এ যুগের ঈমানদার ইহুদী-নাছারা কি পরকালে মুক্তি পাবে?	(১/১)
,,	প্রতিবেশী অধিকাংশ হিন্দু ও খৃষ্টান হ'লে তাদের কাছে কীভাবে দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে?	(২/২)
,,	অপরিচিতা মহিলার লাশ পাওয়া গেলে তার জানাযা পড়া যাবে কি?	(৩/৩)
,,	লাশের ময়না তদন্ত করা কি জায়েয?	(৪/৪)
,,	কোন ব্যক্তি জুম'আর রাত্রিতে চার রাক'আত ছালাত আদায় করল এভাবে যে, প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিহাসহ ইয়াসীন, দ্বিতীয় রাক'আতে ফাতিহাসহ দুখান, তৃতীয় রাক'আতে ফাতিহাসহ সাজদাহ এবং চতুর্থ রাক'আতে ফাতিহাসহ সূরা মুলক পড়ল, সে কুরআনের কোন অংশ ভুলে যাবে না। হাদীছটির সনদ সম্পর্কে জানতে চাই।	(৫/৫)
,,	যেসব মহিলা অপারেশনের মাধ্যমে সন্তান নেওয়া বন্ধ করে দেয়, তারা মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া যাবে কি?	(৬/৬)
,,	ইমামতি করে বেতন নেওয়া শূকরের গোশত খাওয়ার সমান কি? বেতনভুক্ত ইমামের পিছনে ছালাত হবে কি?	(৭/৭)
,,	বাজারে ঘড়ির মত এক প্রকার চেইন পাওয়া যায়। যার মাধ্যমে অনেকের রোগ ভাল হয়। এই চেইন ব্যবহার করা যাবে কি?	(৮/৮)
,,	ঈদের মাঠ আলোকসজ্জা করা, আগরবাতি জ্বালানো এবং ঈদের দিন পটকা ফোটানো, বাঁশি বাজানো, মেলায় যাওয়া কি জায়েয? ঈদ বোনাস দেওয়া ও নেওয়া কি শরী'আত সম্মত?	(৯/৯)
,,	**হাত থেকে কুরআন মাজীদ পড়ে গেলে বা তাতে পা লেগে গেলে করণীয় কী?**	(১০/১০)
,,	যোহর এবং আছর ছালাতে সরবে ক্বিরাআত পড়া হয় না কেন?	(১১/১১)
,,	মসজিদ কমিটির সদস্য হওয়ার জন্য কী কী গুণ থাকা যরূরী?	(১২/১২)
,,	মৃত মাতা-পিতার জন্য কীভাবে মাগফিরাত কামনা করতে হবে?	(১৩/১৩)
,,	কারো প্রতিকৃতি নির্মাণ ও তাতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা কী ধরনের অপরাধ?	(১৪/১৪)
,,	কেউ যৌতুক নিয়ে বিবাহ করলে তার বিয়েতে উপস্থিত হওয়া যাবে কি?	(১৫/১৫)
,,	অনেক মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের আযান দরজার কাছে দেওয়া হয়। কিন্তু জুম'আর দিনে মিম্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আযান দেয়া হয়। এর কারণ কী?	(১৬/১৬)
,,	মোর্দাকে গোসল করানোর নিয়ম জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৭/১৭)
,,	আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ হাযার পূর্বে রিযিক নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু মানুষ তো বিভিন্ন অপকর্ম করে থাকে। সেটাও কি আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন?	(১৮/১৮)
,,	জিনদের দেশ কোথায়? তারা মানুষের মত বিবাহ-শাদী ও ঘর-সংসার করে কি? তাদের খাদ্য ও জীবনপ্রণালী কিরূপ?	(১৯/১৯)
,,	সূরা নিসার ৫৯নং আয়াতে আমীরের আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রবাসী ব্যক্তির করণীয় কী?	(২০/২০)
,,	আমার আব্বা ছালাত-ছিয়াম খুব ভালভাবে আদায় করতেন। যাকাতও প্রদান করতেন। হয়তো যথাযথ হিসাব করে দিতেন না। তিনি মারা যাবার পর সম্প্রতি আমার বোনের মেয়ে স্বপ্নে দেখে যে, তিনি খড়ের স্তূপ করছেন। সেখানে অসংখ্য সাপ। এটা কি যাকাত সঠিকভাবে না দেয়ার শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত করে?	(২১/২১)
,,	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোনদিন আযান দিয়েছেন কি?	(২২/২২)
,,	শিশুদেরকে কোন প্রাণীর মূর্তি বা পুতুল জাতীয় খেলনা দিয়ে খেলতে দেয়া যাবে কি?	(২৩/২৩)
,,	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শয্যা গ্রহণের জন্য কী কী দ্রব্যাদি ব্যবহার করতেন?	(২৪/২৪)
,,	ফিৎরা-কুরবানীর টাকার অংশ সরদারকে দেওয়া কিংবা ইমাম ও মুওয়াযযিনের বেতনও দেওয়া কি শরী'আত সম্মত?	(২৫/২৫)
,,	জানাযার ছালাত কত হিজরীতে চালু হয় এবং সর্বপ্রথম কোন ব্যক্তির জানাযা পড়া হয়?	(২৬/২৬)
,,	মাখলূক্বাতের সংখ্যা কি ১৮,০০০ হাযার?	(২৭/২৭)
,,	ওয়াইস ক্বারনী কি সর্বদা আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন, জামা'আতে ছালাত আদায় করতে আসার প্রয়োজন মনে করতেন না। ওহোদ যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর দাঁত ভাঙ্গার কথা শুনে কোন্ দাঁত ভেঙ্গেছে তা না জানার কারণে এক এক করে তার মুখের সব দাঁত ভেঙ্গে ফেলেন। উক্ত ঘটনাগুলো কী সঠিক?	(২৮/২৮)
,,	যদি কোন ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পড়ে ঘুমিয়ে যায়, তাহলে সে সকালে নিষ্পাপ হয়ে উঠবে। আর যে ব্যক্তি প্রত্যহ তেলাওয়াত করবে, তার জন্য ক্বিয়ামতের মাঠে আল্লাহর কাছে সুফারিশ করবে। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?	(২৯/২৯)
,,	এক ঘণ্টা আল্লাহর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা সত্তর বছর ইবাদত করার সমান। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?	(৩০/৩০)
,,	বাচ্চা জন্ম গ্রহণের পর আযান-ইক্বামত দেওয়ার কারণে জানাযার ছালাতের আযান-ইক্বামত নেই। একথা কি ঠিক?	(৩১/৩১)
,,	যে ব্যক্তি সূরা ওয়াক্বি'আ কাগজে লিখে তাবীয বানিয়ে শরীরে ব্যবহার করবে, সে যাবতীয় বিপদ থেকে রক্ষা পাবে। যে ব্যক্তি উক্ত সূরা প্রত্যহ তেলাওয়াত করবে, তার কোনদিন অভাব হবে না। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?	(৩২/৩২)
,,	ইমাম মাহদীর আগমনের পর জিবরীল (আঃ) তাঁর কাছে আংটি নিয়ে আসবেন কি?	(৩৩/৩৩)
,,	মৃত ব্যক্তিকে বাড়ী থেকে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় আগে মাথা রাখবে, না পা রাখবে?	(৩৪/৩৪)
,,	কা'বা ঘর তৈরী করার পর যে সমস্ত পাথর উদ্বৃত্ত হয়েছিল তা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। উক্ত পাথরগুলো যে যে স্থানে পড়েছে সে সমস্ত স্থানে মসজিদ নির্মিত হয়েছে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?	(৩৫/৩৫)
,,	ইমাম সরবে ক্বিরাআত করলে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়তে হবে কি?	(৩৬/৩৬)
,,	একাধিক স্ত্রীর স্বামী জান্নাতী হ'লে কোন্ স্ত্রীর সাথে তিনি জান্নাতে থাকবেন? অনুরূপ কোন মহিলার একাধিক স্বামী থাকলে তিনি কোন্ স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবেন?	(৩৭/৩৭)
,,	যে ব্যক্তি রাতে সূরা দুখান পাঠ করে তার জন্য ৭০ হাযার ফেরেশতা ক্ষমা প্রার্থনা করে কি?	(৩৮/৩৮)
,,	ফেরাঊনের লাশ পাওয়ার পর কীভাবে সনাক্ত করা হ'ল যে, এটা তার লাশ?	(৩৯/৩৯)

,,	আহলেহাদীছগণ দুই সিজদার মাঝের বৈঠকে দো'আ পড়েন কেন? উক্ত দো'আর ভিত্তি আছে কি?	(৪০/৪০)
নভেম্বর '০৯ (১৩/২)	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন্ ছাহাবীকে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করতে নিষেধ করেছিলেন? সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ছাহাবীগণ কেন কুরবানী করতেন না?	(১/৪১)
,,	আযান ও ইক্বামতে ভুল হ'লে পুনরায় নতুন করে দিতে হবে কি? যাদের উপর ছালাত ফরয হয়নি তারা ছালাতের সামনে দিয়ে গেলে গুনাহগার হবে কি?	(২/৪২)
,,	মোর্দাকে মাটি দেয়ার পর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সূরা বাক্বারাহর প্রথম রুকূ এবং পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে শেষ রুকূ পড়ার কোন ছহীহ দলীল আছে কি?	(৩/৪৩)
,,	এমন কোন দো'আ আছে কি যা আসমান-যমীন সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে এবং পরে আজ পর্যন্ত কেউ জানতে পারেনি? এমনকি আল্লাহর নিকটবর্তী কোন ফেরেশতা, বড় বড় কোন নবীও জানতে পারেননি। অথচ দো'আটি আল্লাহর ধন-ভাণ্ডার বলে পরিচিত, যার প্রতিটি অক্ষরে লক্ষ লক্ষ ভাবের উদয় হয়। তাতে রয়েছে কোটি কোটি গোপন রহস্য। উক্ত দো'আ সম্পর্কে জানতে চাই।	(৪/৪৪)
,,	রাসূল (ছাঃ) যে সাতটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার কথা বলেছেন সেগুলো কি ছালাতের মধ্যে পড়া যাবে?	(৫/৪৫)
,,	চিংড়ি মাছ খাওয়া সম্পর্কে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৬/৪৬)
,,	চাকুরী দেওয়ার শর্তে ছেলের সংগে মেয়ের বিবাহ দিলে সেই বিবাহ শরী'আত সম্মত হবে কি?	(৭/৪৭)
,,	চুলে বা দাড়িতে কালো কলপ দেওয়া যাবে কি?	(৮/৪৮)
,,	ফজরের ছালাতের পর ছুটে যাওয়া সুন্নাত সাথে সাথে পড়ার দলীল কি?	(৯/৪৯)
,,	মহিলারা কুরবানীর পশু যবেহ করতে পারে কি?	(১০/৫০)
,,	হাদীছের গ্রন্থ কতটি? শুনা যায় ৫৬টি। এটা কি সঠিক সংখ্যা?	(১১/৫১)
,,	জুম'আর ছালাতের পর ৪ রাক'আত সুন্নাত কিভাবে পড়তে হবে? এক সংগে না দুই দুই রাক'আত করে?	(১২/৫২)
,,	ঈদের অতিরিক্ত তাকবীরগুলিতে হাত উঠাতে হবে কি?	(১৩/৫৩)
,,	কুরআনের ৭টি সূরার শুরুতে 'হা-মীম' আছে। জাহান্নামেরও ৭টি দরজা আছে। জাহান্নামের প্রত্যেক দরজায় 'হা-মীম' সূরা লেখা আছে। ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক সূরা আল্লাহর কাছে আরয করবে যে, যে ব্যক্তি আমাকে দুনিয়ায় প্রত্যেক দিন পাঠ করেছে, তাকে এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করিও না। তখন তার জন্য দোযখের ৭টি দরজাই বন্ধ থাকবে। উক্ত কথা কি সঠিক?	(১৪/৫৪)
,,	কোন ব্যক্তি যদি জীবনে ছিয়াম পালন না করে তাহ'লে সে মুসলিম হিসাবে দাবী করতে পারে কি?	(১৫/৫৫)
,,	যে সমস্ত বস্তু হারাম তার ব্যবসা করা যাবে কি?	(১৬/৫৬)
,,	পশু যবহ করার সময় ক্বিবলামুখী হওয়া কি যরূরী?	(১৭/৫৭)
,,	হজ্জকারী ব্যক্তি হজ্জ সংক্রান্ত দো'আ পড়তে না পারলে তার হজ্জ কবুল হবে কি? হজ্জের সময় পড়তে হয় এমন সব দো'আ বাড়ীতে পড়া যাবে কি?	(১৮/৫৮)
,,	১০টি জন্তু বিশেষ কারণে জান্নাতে যাবে। যথা- (১) ছালেহ (আঃ)-এর উষ্ট্রী (২) ইবরাহীম (আঃ)-এর মেষ (৩) ইসমাঈল (আঃ)-এর দুম্বা (৪) মূসা (আঃ)-এর গাভী (৫) ইউনুস (আঃ)-কে যে মাছ গিলে ফেলেছিল (৬) সুলায়মান (আঃ)-এর পিপীলিকা (৭) ওযাইর-এর গাধা (৮) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উষ্ট্রী (৯) বিলক্বিসের হুদহুদ পাখি (১০) আছহাবে কাহফের কুকুর। এ বক্তব্যে কি সঠিক?	(১৯/৫৯)
,,	রেডিও-টিভিতে সম্প্রচারিত ফরয ছালাতের ইমামের অনুসরণে বাড়ীতে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(২০/৬০)
,,	সফর অবস্থায় সহবাসের পর পানির সমস্যা হ'লে এবং লোকলজ্জায় পড়ে শুধু ওযূ করে ছালাত আদায় করলে এবং স্ত্রী ছালাত আদায় না করে যোহর ছালাতের সাথে আদায় করলে উভয়ের ছালাত শুদ্ধ হবে কি?	(২১/৬১)
,,	সরকারী স্থানে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত নির্মিত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(২২/৬২)
,,	ছালাতের জামা'আতে লোকসংখ্যা বেশী হওয়ার কারণে সামনের মুছল্লীর পিঠে সিজদা করা যাবে কি?	(২৩/৬৩)
,,	মায়ের পেটে সন্তান চার মাস বয়স প্রাপ্ত হ'লে মহান আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে ভাল-মন্দ আমলের কথা, তার মৃত্যু কোথায় ও কবে হবে, তার ধন-সম্পদ কী পরিমাণ হবে ইত্যাদি তাক্বদীর তার ললাটে লিখে দেওয়া হয়। একথা কি ঠিক?	(২৪/৬৪)
,,	দাইয়ূছ কারা? দাইয়ূছের পরিণতি কী? জান্নাতের দরজায় তাদের সম্পর্কে কিছু লেখা আছে কি?	(২৫/৬৫)
,,	জামা'আতে শামিল হওয়ার ক্ষেত্রে পরে আগত মুছল্লী সামনের কাতারের মধ্য থেকে কাউকে টেনে এনে দাঁড়াবে কি, না একাকী পিছনে দাঁড়াবে?	(২৬/৬৬)
,,	ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে সাউন্ডবক্স বা লাউড স্পিকার ব্যবহার করলে 'মুকাব্বির' নিযুক্ত করা সংক্রান্ত হাদীছ অমান্য করা হয় কি?	(২৭/৬৭)
,,	সর্বদা বায়ু নির্গত হ'লে এবং পেশাবের ফোঁটা বের হ'লে কিভাবে ছালাত আদায় করবে?	(২৮/৬৮)
,,	গরুকে বা অন্য কোন পশুকে কৃত্রিমভাবে প্রজনন দেওয়ার ব্যবসা করা যাবে কি?	(২৯/৬৯)
,,	হজ্জ করলে বিগত দিনের সমস্ত পাপ ক্ষমা হয়ে যায়। কিন্তু হজ্জ করার পরে কৃত পাপগুলোও কি ক্ষমা হয়ে যায়?	(৩০/৭০)
,,	উৎপাদিত ফসলের মূল্যের চেয়ে উৎপাদন খরচ বেশী হ'লে ঐ ফসলের ওশর দিতে হবে কি? ঐ ফসলের নিছাব কী হবে?	(৩১/৭১)
,,	ক্বিয়ামতের মাঠে কুরবানীর পশুর লোম, শিং ও ক্ষুর উপস্থিত হবে কি?	(৩২/৭২)
,,	জিন জাতির খাদ্য কী? তারা কি মানুষের মলমূত্র খায়?	(৩৩/৭৩)
,,	কুরবানীর পশুতে আক্বীক্বার নিয়ত করে কুরবানী করা যাবে কি?	(৩৪/৭৪)
,,	কবরে মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হচ্ছে মনে করে কখন দো'আ পাঠ করবে? এর পদ্ধতি কী?	(৩৫/৭৫)
,,	মহিলাদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম জান্নাতী হবেন?	(৩৬/৭৬)
,,	রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন বান্দা যখন প্রত্যেক ছালাতের পর স্বীয় দুই হাত উত্তোলন করে বলে, হে আমার আল্লাহ! ইবরাহীম, ইসহাক্বের আল্লাহ! ... তখন আল্লাহ তা'আলা নিরাশ করেন না। হাদীছটি কি ছহীহ?	(৩৭/৭৭)
,,	যাকাতের নিছাব স্বর্ণ ও রৌপ্যের হিসাবে বের করা যায়। কিন্তু বর্তমানে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্যে বিস্তর ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। এমতাবস্থায় কোন হিসাবে যাকাত দিব?	(৩৮/৭৮)

,,	হাদীছের গ্রন্থ কতটি? শুনা যায় ৫৬টি। এটা কি সঠিক সংখ্যা?	(৩৯/৭৯)
,,	রাসূলের নামের সাথে 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' এবং অন্যান্য নবী-রাসূলের ক্ষেত্রে 'আলাইহিস সালাম' বলা হয় কেন? আবার ছাহাবীদের ক্ষেত্রে 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' আর সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে 'রাহিমাহুল্লাহ' বলা হয় কেন?	(৪০/৮০)
ডিসেম্বর '০৯ (১৩/৩)	ঈদুল আযহার সময় ছাড়া অন্য সময়ে কুরবানীর মানত করা যায় কি? মানত করা প্রাণীর গোশত খাওয়ার হকদার কে?	(১/৮১)
,,	কোন ব্যক্তি ১০ হাযার টাকার বই ক্রয় করলে তাকে ১ হাযার টাকা এবং ৫ হাযার টাকার ক্রয় করলে ৫০০ টাকা হাদিয়া দেওয়া হবে। এভাবে কেউ কাউকে ক্রয় করতে উদ্বুদ্ধ করলেও তাকে অনুরূপ দেওয়া হবে। এভাবে কমিশন দেয়া যাবে কি?	(২/৮২)
,,	ব্যবহার্য ও খাদ্যদ্রব্যে হারাম জিনিস মিশানো থাকলে তা খাওয়া বা ব্যবহার করা যাবে কি?	(৩/৮৩)
,,	যোহর ও মাগরিবের সুন্নাতের পর অতিরিক্ত দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা যায় কি?	(৪/৮৪)
,,	কারো গাছের ফল না বলে পেড়ে খাওয়া যাবে কি?	(৫/৮৫)
,,	গরুর গায়ে এক প্রকার উকুন হয়, যাকে আমাদের এলাকায় আঠোল বলে। এগুলোকে আগুনে পোড়ানো যাবে কি?	(৬/৮৬)
,,	সব মানতই পূরণ করতে হয় কি? মানতের পরিচয় কি?	(৭/৮৭)
,,	অনেক সময় গাভী যবেহ করার পর পেটে বাচ্চা পাওয়া যায়। এ অবস্থায় গাভীর গোশত খাওয়া যাবে কি?	(৮/৮৮)
,,	জনৈক বক্তা বলেন, পাঁচটি রাত জেগে ইবাদত করলে তার জন্য জান্নাত যরূরী হয়ে যাবে। (১) তারাবিয়ার রাত (২) আরাফার রাত (৩) কুরবানীর রাত (৪) ঈদুল ফিতরের রাত (৫) ১৫ শা'বানের রাত। এ হাদীছটি কি ঠিক?	(৯/৮৯)
,,	অনেক সময় চেয়ারম্যান, মিম্বাররা সামাজিক বিচার-আচার করতে গিয়ে কুরআন-হাদীছ বিরোধী কাজ করেন। তারা একাজের জন্য দায়ী হবেন কি?	(১০/৯০)
,,	'হজ্জ মানুষের পাপকে ধুয়ে দেয় যেভাবে পানি ময়লাকে ধুয়ে দেয়' এ হাদীছ কি ঠিক?	(১১/৯১)
,,	মৃতকে দাফন করে ৪০ কদম চলে আসার পর মোর্দাকে কি জীবিত করে প্রশ্ন করা হয়, না রূহের কাছে প্রশ্ন করা হয়?	(১২/৯২)
,,	একটি মসজিদের কিছু অংশ সরকারী জমিতে ও কিছু অংশ মসজিদের নিজস্ব জমিতে রয়েছে। এ মসজিদে জুম'আর ছালাত হবে কি?	(১৩/৯৩)
,,	মসজিদে ই'তেকাফ না করলে মহল্লাবাসী গুনাহগার হয়- একথা কি ঠিক?	(১৪/৯৪)
,,	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইবাদত সম্পর্কে ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।	(১৫/৯৫)
,,	জানাযার ছালাতে ডানে-বামে উভয় দিকে সালাম ফিরাতে হবে কি?	(১৬/৯৬)
,,	পাঞ্জাবী কাদের পোশাক? মুসলমানদের নির্দিষ্ট কোন পোশাক আছে কি?	(১৭/৯৭)
,,	খাৎনা করার সুন্নাত কখন থেকে চালু হয়? কত বছর বয়স হ'লে খাৎনা করাতে হবে?	(১৮/৯৮)
,,	পুরুষের সতর হচ্ছে নাভীর নীচ হ'তে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত। কিন্তু কৃষিকাজ বা অন্য কোন কারণে সতর রক্ষা না হ'লে সেজন্য কবীরা গোনাহ হবে কি?	(১৯/৯৯)
,,	কোন মসজিদে শিরক-বিদ'আত মিশ্রিত আমল করা হয়। অনেক চেষ্টা করেও তা থেকে বিরত করা যায়নি। বিধায় উক্ত মসজিদ থেকে ১০০ গজ দূরে একটি পৃথক মসজিদ তৈরি করে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?	(২০/১০০)
,,	মানুষের ভাগ্যলিপি আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে লিখিত হয়েছে। তাহ'লে যার ভাগ্যে জাহান্নামী হিসাবে লেখা আছে তার এমন কোন আমল আছে কি যার মাধ্যমে সে জান্নাতী হ'তে পারে?	(২১/১০১)
,,	জানাযা ছালাতের পূর্বে নছীহতমূলক আলোচনা করার কোন বিধান আছে কি?	(২২/১০২)
,,	একটি হাদীছে এসেছে, যদি তোমরা পাপ না করতে তাহ'লে আল্লাহ অবশ্যই এমন একদলকে সৃষ্টি করতেন যারা পাপ করত, আবার ক্ষমা চাইত... *(তিরমিযী)*। পক্ষান্তরে আল্লাহ বলেন, 'যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন তবে তোমাদেরকে (পাপ করার কারণে) বিলুপ্ত করে দিবেন এবং নতুন সৃষ্টি আনয়ন করবেন' *(ইবরাহীম ১৯)*। উক্ত বিষয়ের সমাধান কি?	(২৩/১০৩)
,,	কোন যানবাহনে সফরকালীন সময়ে পানি বা মাটি না পাওয়া গেলে কীভাবে ছালাত আদায় করতে হবে?	(২৪/১০৪)
,,	ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিজের লেখা কোন গ্রন্থ আছে কি? ফিক্বহের গ্রন্থ যেমন হিদায়া, শরহে বেকায়া, কুদূরী কিংবা মাযহাবপন্থী কোন কিতাব না মানলে গোনাহ হবে কি?	(২৫/১০৫)
,,	জান্নাতের স্তর সমূহ এবং স্তর সমূহের মধ্যকার ব্যবধান কত?	(২৬/১০৬)
,,	কবরের উপর দিয়ে লোকজনের চলাফেরার কারণে অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে কি? কবর স্থানান্তরের ক্ষেত্রে নতুন করে জানাযার প্রয়োজন আছে কি?	(২৭/১০৭)
,,	সফরে গমনকালে বাড়ীতেই যোহর ও আছরের ছালাত একসাথে জমা করে আদায় করা যাবে কি?	(২৮/১০৮)
,,	আসহাবে কাহফের ঘটনা বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৯/১০৯)
,,	মহিলারা ভূমিষ্ঠ সন্তানের কানে আযান দিতে পারবে কি?	(৩০/১১০)
,,	ইচ্ছাকৃতভাবে সুন্নাত ছালাত ছেড়ে দিলে তার পরিণাম কি হবে?	(৩১/১১১)
,,	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জানাযার ছালাত কে পড়ান?	(৩২/১১২)
,,	চাচার মৃত্যুর পর ভাতিজা কি চাচীকে বিবাহ করতে পারবে?	(৩৩/১১৩)
,,	জানাবাত তথা গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা বা মসজিদে প্রবেশ করা যাবে কি?	(৩৪/১১৪)
,,	স্ত্রীর পক্ষ থেকে রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম স্বামী পালন করতে পারে কি?	(৩৫/১১৫)
,,	মানব জীবনের প্রতিটি বিষয় তাক্বদীরে কিভাবে পূর্ব নির্ধারিত?	(৩৬/১১৬)
,,	ইমাম মাহদী কি আগমন করেছেন? তাঁর গায়ের রং নাকি খুবই উজ্জ্বল হবে এবং তাঁর মুখমণ্ডলে বিশেষ নূরের জ্যোতি বিকশিত হবে। এই বিশেষ জ্যোতি দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে?	(৩৭/১১৭)
,,	সূরা ফাতিহার পূর্বে বিসমিল্লাহ আস্তে না জোরে পড়তে হবে?	(৩৮/১১৮)
,,	যুলহিজ্জার চাঁদ উঠলে নখ, চুল ইত্যাদি না কেটে ঈদের ছালাতের পর কাটার এই সুন্নাতটি কি কেবল কুরবানীদাতার জন্য প্রযোজ্য হবে?	(৩৯/১১৯)
,,	আত্মহত্যাকারীর জানাযার ছালাত পড়া যাবে কি?	(৪০/১২০)
জানুয়ারী '১০ (১৩/৪)	**সূরা মায়েদার ১৫নং আয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নূর বলা হয়েছে কি? তিনি কি নূরের তৈরী ছিলেন?**	(১/১২১)

,,	সিজার করে বাচ্চা প্রসব করালে, টিউমার কিংবা অন্য কোন রোগের কারণে কোন মহিলার পেটে অস্ত্রোপচার করা হ'লে এবং এ ধরনের মহিলা মৃত্যুবরণ করলে তাদের নিকটে যাওয়া বা স্পর্শ করা যাবে কি?	(২/১২২)
,,	যেনা কত প্রকার ও কি কি? ব্যাভিচারীর শাস্তি কি? ব্যাভিচারীর তওবা কবুল হয় কি?	(৩/১২৩)
,,	বাড়ীতে অবস্থানকালে অধিকাংশ সময় যদি মহিলাদের মাথায় কাপড় না থাকে তাহ'লে পাপ হবে কি?	(৪/১২৪)
,,	'যাকাতুল ফিতর' ঈদের ছালাতের পূর্বে বণ্টন করতে হবে, নাকি পরে?	(৫/১২৫)
,,	ফজরের আযানে الصلوة خير من النوم বলতে হবে কি?	(৬/১২৬)
,,	গোসল করতে অক্ষম ব্যক্তিকে তায়াম্মুম করতে হবে, না-কি ওযূ করলে চলবে?	(৭/১২৭)
,,	মাগরিবের ছালাতের অল্প সময় পূর্বে মসজিদে উপস্থিত হ'লে দু'রাক'আত ছালাত পড়ে বসতে হবে, না দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করতে হবে?	(৮/১২৮)
,,	জুম'আর দিনে সুস্থ-সবল ইমামকে লাঠি ভর দিয়ে খুৎবা প্রদান করতে দেখা যায়। এর রহস্য কি?	(৯/১২৯)
,,	কাদিয়ানীদের সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে কি? কেউ তাদের সাথে সম্পর্ক রাখলে তার পরিণাম কি হবে?	(১০/১৩০)
,,	জুম'আর খুৎবা কয়টি? হানাফী মসজিদে খুৎবার আযানের পূর্বে বাংলায় দীর্ঘ সময় বয়ান করতে দেখা যায়। অতঃপর খুৎবার আযানের পরে আরবীতে ২টি খুৎবা পাঠ করা হয়। এতে খুৎবা তিনটি হয়ে যায়। এটা কতটুকু হাদীছ সম্মত?	(১১/১৩১)
,,	মৃত ব্যক্তি কিংবা মুমূর্ষু ব্যক্তির শয্যাপাশে বসে কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে কি?	(১২/১৩২)
,,	কোন্ কোন্ দিন ছিয়াম পালন করা নিষেধ? সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম পালনের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ দিন পড়ে গেলে করণীয় কি?	(১৩/১৩৩)
,,	হিন্দুদের সালাম দেয়া যাবে কি? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৪/১৩৪)
,,	স্বামী-স্ত্রীর রক্তের গ্রুপ একই হ'লে সন্তান জন্মের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব পড়ে কি?	(১৫/১৩৫)
,,	জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে অস্ত্রোপচার করানো ব্যক্তির ইমামতিতে ছালাত আদায় হবে কি?	(১৬/১৩৬)
,,	তাহাজ্জুদ ছালাত আলোতে না অন্ধকারে পড়া উত্তম?	(১৭/১৩৭)
,,	দুগ্ধপানকারী ছেলে শিশুর প্রস্রাবে কেবল পানির ছিটা দিয়ে ছালাত আদায় করা যায়। কিন্তু মেয়ে শিশুর বেলায় প্রস্রাবের স্থান পানি দিয়ে ধৌত না করলে পবিত্র হয় না। এর কারণ কি?	(১৮/১৩৮)
,,	অনেক মুছল্লী মসজিদে প্রবেশ করে প্রথমে কিছু সময় বসেন। অতঃপর উঠে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেন। এটা কি ঠিক?	(১৯/১৩৯)
,,	ব্যবসায়ের মূলনীতি কি?	(২০/১৪০)
,,	জাহান্নামের কাজ-কর্মে ১৯ জন ফেরেশতা রয়েছেন। তাদের ৭০ হাযার ডান হাত ও ৭০ হাযার বাম হাত রয়েছে। প্রত্যেক হাতে ৭০ হাযার তালু আছে, প্রত্যেক তালুতে ৭০ হাযার আঙ্গুল আছে। প্রত্যেক আঙ্গুলের মাঝে ৭০ হাযার অজগর সাপ আছে। প্রত্যেক সাপের মুখে একটি করে দেশী সাপ আছে, যার দৈর্ঘ্য ৫০০ বছরের রাস্তা। প্রত্যেক সাপের মুখে ১টি করে বিচ্ছু আছে। ঐ বিচ্ছু একবার কামড় দিলে ৭০ বছর জ্ঞান থাকবে না। এ হাদীছটি কি ছহীহ?	(২১/১৪১)
,,	সহো সিজদার সঠিক পদ্ধতি কি?	(২২/১৪২)
,,	রামাযানে দিনের বেলায় স্বামী জোরপূর্বক স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে স্ত্রীর গোনাহ হবে কি? এক্ষেত্রে স্ত্রীর করণীয় কি?	(২৩/১৪৩)
,,	শিরকের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন কি?	(২৪/১৪৪)
,,	মুস্তাহাব গোসলের নিয়ম কি?	(২৫/১৪৫)
,,	মসজিদের মেহরাব সংলগ্ন দু'পাশের দেয়ালে দৃষ্টিসীমার মধ্যে কা'বা এবং মসজিদে নববীর টাইল্স লাগানো যাবে কি?	(২৬/১৪৬)
,,	মৃত ব্যক্তিকে গোসলের পূর্বে ৭টি মাটির ঢেলা দিয়ে পায়খানার দ্বার মুছে নেয়ার পর গোসল করাতে হয় কি?	(২৭/১৪৭)
,,	যিলহজ্জ মাসের ১ হ'তে ১০ তারিখ পর্যন্ত ছিয়াম রাখা যায় কি?	(২৮/১৪৮)
,,	যিলহজ্জ মাসে যে তাকবীর বলার কথা এসেছে তার নির্দিষ্ট সময় জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৯/১৪৯)
,,	যিলহজ্জ মাসে আইয়ামে বীযের নফল ছিয়াম পালন করা যাবে কি?	(৩০/১৫০)
,,	**গর্ভবতী মহিলা নফল ছিয়াম পালন করতে পারে কি?**	(৩১/১৫১)
,,	জুম'আর দিন নফল ছিয়াম পালনে শারঈ কোন বাধা-নিষেধ আছে কি?	(৩২/১৫২)
,,	ছালাতে দাঁড়ানোর সময় দু'জনের মাঝে ফাঁকা রেখে দাঁড়ালে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?	(৩৩/১৫৩)
,,	পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে সরকারীভাবে চাউল বিতরণ এবং এককালীন অনুদান প্রদান করা যায় কি?	(৩৪/১৫৪)
,,	'ছালাতুত তাসবীহ' সংক্রান্ত হাদীছগুলি কি আমলযোগ্য?	(৩৫/১৫৫)
,,	এক ইহুদী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মি'রাজকে অস্বীকার করে। একদা সে মাছ ক্রয় করে স্ত্রীকে কুটা-বাছার জন্য বলে নদীতে গোসল করতে গিয়ে নদীতে ডুব দিলে নারীতে পরিণত হয়। তারপর তার অন্যত্র বিবাহ হয় এবং তিনটি সন্তান হয়। কোন একদিন আবার গোসল করতে এসে নদীতে ডুব দিলে পুরুষ হয়ে যায়। সে বাড়ীতে ফিরে এসে দেখে তার স্ত্রী মাছ কুটা-বাছা তখনও করছে। সে বলে আমি তিন সন্তানের মা হয়ে আসলাম আর তুমি এখনও মাছ কুটা-বাছাই শেষ করনি। এ ঘটনা কি সত্য?	(৩৬/১৫৬)
,,	মহিলাদের ফরয ছালাতে ইক্বামত দিতে হবে কি?	(৩৭/১৫৭)
,,	মুসাফির ব্যক্তি বাড়ী ফেরার সময় যোহর-আছর জমা ও কছর করতে পারে কি?	(৩৮/১৫৮)
,,	ক্বাযা ছালাতের সুন্নাত আদায় করতে হবে কি?	(৩৯/১৫৯)
,,	**রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জুম'আর খুৎবা সংক্ষিপ্ত হবে আর ছালাত দীর্ঘ হবে। অথচ আমাদের দেশে সব মসজিদেই এ হাদীছের বিপরীত আমল দেখা যায়। এর কারণ কি?**	(৪০/১৬০)
ফেব্রুয়ারী '১০ (১৩/৫)	কবরস্থানের উপর ঘর-বাড়ী, টয়লেট ইত্যাদি নির্মাণ করে বসবাস করা যাবে কি? কেউ এরূপ করলে তার কী ধরনের শাস্তি হবে?	(১/১৬১)
,,	জিন মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে কি?	(২/১৬২)
,,	সদ্যপ্রসূত শিশু মারা যাওয়ার পর জানাযা না পড়েই দাফন করা হয়। অতঃপর পরবর্তী জুম'আর ছালাতের পর মসজিদে উপস্থিত সকল মুছল্লী মিলে জানাযা ছালাত আদায় করা হয়। এমনটি করা কি ঠিক হয়েছে?	(৩/১৬৩)
,,	অনেক টিভি চ্যানেলে কিশোরী ও যুবতী মেয়েদের ইসলামী সংগীত পরিবেশন করতে ও মহিলাদের কুরআন-হাদীছ ভিত্তিক আলোচনা করতে দেখা যায়। এসব অনুষ্ঠান দেখা যাবে কি?	(৪/১৬৪)
,,	মৃত বা জীবিত কোন ব্যক্তির নামে গরু-ছাগল ছাদাক্বা করলে দাতা উক্ত গোশত খেতে পারবে কি?	(৫/১৬৫)

,, মাহলারা নিজ বাড়ীতে ই'তিকাফ করতে পারে কি? (৬/১৬৬)
,, কোন বিবাহিতা মাহিলা স্বামী-সন্তান ফেলে অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'লে ঐ মহিলা পিতার সম্পদের অংশ পাবে কি? তাকে পিতার বাড়ীতে জায়গা দেওয়া যাবে কি? (৭/১৬৭)
,, স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীকে কত দিন ইদ্দত পালন করতে হবে? ইদ্দত পালনকালে সে তার পরিহিত অলংকার খুলে রাখবে কি এবং এ সময়ে সে কোন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে যেতে পারবে কি? ইদ্দত পালনকালে তাকে কি স্বামীর বাড়ীতেই অবস্থান করতে হবে? (৮/১৬৮)
,, মানুষ মারা যাওয়ার পর ঢেকে দেওয়া হয় কেন? (৯/১৬৯)
,, 'তোমরা কম সম্পদ ও অধিক সন্তান হ'তে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও' এ হাদীছটি কি ছহীহ? (১০/১৭০)
,, সর্বনিম্ন কতজন মুছল্লী হ'লে জুম'আ কায়েম করা যায়? (১১/১৭১)
,, সঊদী আরবে ইমাম-মুক্তাদী সকলেই জানাযার ছালাতে একদিকে সালাম ফিরান। এটা কতটুকু সঠিক? (১২/১৭২)
,, জনৈক অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করলে মসজিদে ১০ শতক জমি দান করবেন বলে মানত করেন। কিন্তু সুস্থ হওয়ার পর উক্ত জমি মসজিদের পরিবর্তে গোরস্থানে দিতে চায়। এটা কি শরী'আত সম্মত হবে? (১৩/১৭৩)
,, ইক্বামতের উত্তর দিতে হবে কি? (১৪/১৭৪)
,, গরু ও ছাগল খাসী করার শারঈ কোন বিধি-নিষেধ আছে কি? (১৫/১৭৫)
,, এক কবরে একাধিক লাশ রাখা যায় কি? (১৬/১৭৬)
,, জানাযা ও দুই ঈদের অতিরিক্ত তাকবীরগুলোতে হাত উঠানো যাবে কি? (১৭/১৭৭)
,, নেয়ামুল কুরআনে উল্লেখিত দরূদে তাজ, দরূদে মাহী, দরূদে ফতুহাত প্রভৃতি কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত? (১৮/১৭৮)
,, সরকারী খরচে হজ্জ করলে তার ফরীযয়াত আদায় হবে কি? (১৯/১৭৯)
,, পিতা-মাতাকে তুই বা তুমি বলে ডাকা যাবে কি? (২০/১৮০)
,, **রেডিও-টিভিতে সম্প্রচারিত ফরয ছালাতের ইমামের অনুসরণে বাড়ীতে ছালাত আদায় করা বৈধ হবে কি?** (২১/১৮১)
,, ফজরের ছালাতের সময়ের এক ঘণ্টা আগে ভুলবশত আযান দিয়ে জামা'আত সহ ছালাত আদায় করে ভুল বুঝতে পারলে ঐ ছালাত কি পুনরায় পড়তে হবে? (২২/১৮২)
,, রোগীর দো'আ ফেরেশতাগণের দো'আর ন্যায় কি? (২৩/১৮৩)
,, বদ নযর থেকে বাঁচার জন্য সন্তানের কপালে কাল টিপ দেওয়া যাবে কি? এতে তার কোন উপকার হবে কি? (২৪/১৮৪)
,, মা হাওয়া নাকের কোন্ দিকে নাকফুল ব্যবহার করতেন? আমরা নাকের ডান দিকে নাকফুল ব্যবহার করি। কারণ রাসূল (ছাঃ) সব কাজ ডান দিক থেকে করা ভালবাসতেন। আমাদের একাজ কি শরী'আত সম্মত হচ্ছে? (২৫/১৮৫)
,, **ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ৪০ বছর ঘুমাননি। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?** (২৬/১৮৬)
,, কুরআন হেফয করার পর মুখস্থ না রাখতে পারলে গোনাহগার হবে কি? (২৭/১৮৭)
,, মহিলাদেরকে জুম'আর খুৎবা শুনানোর জন্য মসজিদের ছাদে মাইক দেয়া যাবে কি? (২৮/১৮৮)
,, ঘুমানোর সময় চোখে সুরমা দেওয়া যাবে কি? (২৯/১৮৯)
,, মৃতের কাফন পরানোর সময় তার কপালে সুগন্ধি দ্বারা আল্লাহ ও মুহাম্মাদ লেখার কোন দলীল আছে কি? (৩০/১৯০)
,, তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট যাবতীয় কিছু প্রার্থনা কর। এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে সেটাও চাও। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ? (৩১/১৯১)
,, মুক্তিযোদ্ধা মারা যাওয়ার পর তার কাফনকে ঘিরে সরকারীভাবে যে শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং যে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয় তা-কি শরী'আত সম্মত? (৩২/১৯২)
,, কুরআন পড়ে অন্যের নামে বখশাতে পারে কি? (৩৩/১৯৩)
,, মরণোত্তর চক্ষুদান বা দেহ দান করা যাবে কি? (৩৪/১৯৪)
,, মসজিদের সামনে আরবীতে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লেখা এবং মিম্বরে টাইল্স বসানো যাবে কি? (৩৫/১৯৫)
,, মসজিদে জানাযার খাটলি রাখা যাবে কি? (৩৬/১৯৬)
,, মসজিদ নির্মাণের জন্য জনৈক ব্যক্তি মসজিদে জমি দান করেছেন। কিন্তু জমির দলীলের শেষে লিখা আছে, আল্লাহ না করুন যদি মসজিদ ঘরটি ভেঙ্গে যায় বা অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়, তাহ'লে উক্ত জমি মালিকের নামে বর্তাবে। এভাবে জমি দান করা কি শরী'আত সম্মত? (৩৭/১৯৭)
,, দ্বীনে হানীফ কাকে বলে? ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীনের নাম কী ছিল? উম্মী বলে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? (৩৮/১৯৮)
,, ভাগ্য পরিবর্তনের দো'আ হিসাবে 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন জাহদিল বালা-য়ে ওয়া দারাকিশ শাক্বা-য়ে ওয়া সূইল ক্বাযা-য়ে' পড়া যাবে কি? (৩৯/১৯৯)
,, **টিকটিকি মারলে নেকী হয় কি? টিকটিকির অপরাধ কী?** (৪০/২০০)
মার্চ '১০ (১৩/৬) টেস্টটিউবের মাধ্যমে শিশু জন্ম দেওয়া কি বৈধ? উক্ত শিশু সমাজে কিভাবে পরিচিতি লাভ করবে? (১/২০১)
,, হিজড়া ছাগল কুরবানী করা বা তার গোশত খাওয়া যাবে কি? (২/২০২)
,, ফরয ছালাতের জন্য 'আল্লাহুম্মা বা'ইদ বায়নী' এবং নফল ছালাতের জন্য 'সুবহা-নাকা আল্লাহুম্মা...' ছানা পড়তে হবে। ফরয ছালাতের ছানা নফল ছালাতে এবং নফলের ছানা ফরয ছালাতে পড়া যাবে কি? (৩/২০৩)
,, সুন্নাত দুই প্রকার। মুওয়াক্কাদা ও গায়ের মুওয়াক্কাদা। সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা আদায় না করলে গোনাহ হয় কি? (৪/২০৪)
,, কুরবানীর পশু কোন্ দিকে কাত করে এবং কোন্ দিকে মাথা রেখে যবেহ করতে হবে? (৫/২০৫)
,, এশার ছালাতের পর বিতর পড়লে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার পর পুনরায় বিতর পড়তে হবে কি? (৬/২০৬)
,, কোন্ মাসে পবিত্র কুরআন নাযিল হয়? (৭/২০৭)
,, মাঠে-ময়দানে, বনে-জঙ্গলে, রেলগাড়ী ও উড়োজাহাজে সর্বত্র উচ্চৈঃস্বরে আযান দিয়ে ছালাত আদায় করতে হবে কি? (৮/২০৮)
,, জুতা-স্যান্ডেল পরে জানাযার ছালাত আদায় করা ও কবরে মাটি দেওয়া যাবে কি? (৯/২০৯)
,, পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা কি ৬,৬৬৬টি, না ৬,২৩৬টি? (১০/২১০)
,, মুছল্লীর সামনে কোন ময়লা থাকলে, সিজদায় গিয়ে তা ফু দিয়ে বা হাত দিয়ে সরানো যাবে কি? (১১/২১১)

,, যেনা ও সূদের কারণে গযব নাযিল হয় কি? অনেকে এই জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত থাকলেও তাদের প্রতি তো কোন গযব অবতীর্ণ হয় না। আবার অনেকে সামান্য পাপে জড়িয়ে বিভিন্ন বিপদাপদে পতিত হয়। এর কারণ কী? (১২/২১২)

,, ফরয ছালাতে প্রতিদিন নির্দিষ্ট একটি সূরা পড়া যাবে কি? (১৩/২১৩)

,, জামা'আত শেষ হওয়ার পর আগত কোন মুছল্লীর সাথে প্রথম জামা'আতের কোন মুছল্লী পুনরায় তার সাথে জামা'আত করে ছালাত আদায় করতে পারবে কি? এটা কোন্ প্রকারের ছালাত হিসাবে গণ্য হবে? (১৪/২১৪)

,, ছালাতে দাঁড়িয়ে বার বার দাড়ি ও মুখমণ্ডলে হাত বুলানো ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চুলকানো যাবে কি? (১৫/২১৫)

,, সহবাসের পরে গোসল না করে স্ত্রী ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করে খাবার পাক করলে ঐ খাদ্য খাওয়া যাবে কি? (১৬/২১৬)

,, হাওয়ার সৃষ্টির বিবরণ জানিয়ে বাধিত করবেন। (১৭/২১৭)

,, কত হিজরী থেকে কুরআন ও হাদীছ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে? (১৮/২১৮)

,, প্রখর রৌদ্রের কারণে ঈদের মাঠে সামিয়ানা টানানো যাবে কি? (১৯/২১৯)

,, টাকা ধার দিয়ে লাভ নেয়া কি শরী'আত সম্মত? (২০/২২০)

,, ছালাতুত তাসবীহ পড়া যাবে কি? (২১/২২১)

,, আমি টাকার যাকাত নিয়মিত দিই। আমার ৬ ভরি স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে কি? (২২/২২২)

,, কোন হিন্দু লোক মারা গেলে হিন্দু-মুসলিম সবাই মিলে তাকে দাফন করা যাবে কি? (২৩/২২৩)

,, নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে কয়েক বছরের জন্য জমি বন্ধক রাখা যাবে কি? (২৪/২২৪)

,, প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স সহ দেশে যেসব ইসলামী বীমা আছে সেগুলো কি সূদমুক্ত? (২৫/২২৫)

,, আর-রাহীকুল মাখতূম গ্রন্থের ২৬৭ পৃঃ বলা হয়েছে, 'আমার পূর্বে এমন এক যুবককে নবী হিসাবে পাঠানো হয়েছে যার উম্মতের সংখ্যা আমার উম্মতের তুলনায় অধিক হবে'। এখানে যুবক বলে কোন নবীকে বুঝানো হয়েছে? (২৬/২২৬)

,, বৃষ্টির কারণে আছরের ছালাত যোহরের সময়ে পড়া যাবে কি? আছরের সময়ে বৃষ্টি না থাকলে ঐ ছালাত আছরের সময় আবার আদায় করতে হবে কি? (২৭/২২৭)

,, জুম'আর ছালাতের রুকূ পেলে রাক'আত হবে কি? (২৮/২২৮)

,, আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না *(বাক্বারাহ ২৫৮)*। তাহ'লে ওমর, খালিদ, আবু সুফিয়ান (রাঃ)-কে আল্লাহ হেদায়াত করলেন কেন? (২৯/২২৯)

,, ব্যভিচারী ব্যভিচার করার সময় মুমিন থাকে কি? এ অবস্থায় মারা গেলে স্থায়ী জাহান্নামী হবে কি? (৩০/২৩০)

,, হজ্জের সময় যেসব তাসবীহ পাঠ করা হয় সেগুলো বাড়ীতে পড়া যাবে কি? পড়া গেলে কোন সময় পড়তে হবে? (৩১/২৩১)

,, পিতার পাপ ছেলের উপর বর্তাবে কি? (৩২/২৩২)

,, বিভিন্ন প্রাণী যেমন মশা-মাছি, সাপ-ব্যাঙ ইত্যাদি সৃষ্টির রহস্য কী? এগুলোর প্রয়োজনীয়তা কী? (৩৩/২৩৩)

,, **খাওয়ার পরে পঠনীয় ছহীহ দো'আ কোনটি?** (৩৪/২৩৪)

,, লেপের মধ্যে হাটুর উপর কাপড় উঠে গেলে অথবা অন্য কোন সময় হাটুর উপর কাপড় উঠলে ওযূ নষ্ট হবে কি? (৩৫/২৩৫)

,, খাদ্য কতদিন পর্যন্ত জমা করে রাখা যায়? (৩৬/২৩৬)

,, গান-বাজনা শুনতে পেলে নবী করীম (ছাঃ) কানে আংগুল দিতেন কি? (৩৭/২৩৭)

,, অসুখ হয় পাপ মোচনের জন্য। কিন্তু শিশুরা তো নিষ্পাপ। তাহ'লে তাদের অসুখ হয় কেন? (৩৮/২৩৮)

,, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ জান্নাত সৃষ্টি করতেন না। উক্ত বক্তব্য কি সাঠক? (৩৯/২৩৯)

,, নবীর উপর দরূদ পাঠ ঐরূপ ফরয, যেরূপ ছালাত ও যাকাত ফরয। অনুরূপভাবে মি'রাজের রাতে সিদরাতুল মুনতাহার উপরে যেতে জিব্রীল অপারগতা প্রকাশ করেন। কারণ ওটা ছিল নূরের জগত। তাই নূরুম মিন নূরিল্লাহ হিসাবে রাসূল একাই রফরফ যোগে সেখানে যান। অতঃপর তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে গিয়ে জাগতিক সময়ের হিসাবে ২৭ বছর কাল যাবৎ বাক্যালাপ করেন। উক্ত কথাগুলি কি ঠিক? (৪০/২৪০)

এপ্রিল'১০ (১৩/৭) মহিলারা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত মসজিদে গিয়ে আদায় করতে পারবে কি? (১/২৪১)

,, যারা ছালাত আদায় করে না; বরং অশ্লীল কাজের সাথে জড়িত। তাদের সাথে থাকা যাবে কি? (২/২৪২)

,, আমি জনৈক ব্যক্তির কর্মচারী। তিনি আমাকে কিছু যাকাতের টাকা দেন এলাকায় বণ্টন করার জন্য। কিন্তু আমি নিজেকে এ সম্পদের হক্বদার মনে করে আমার জন্য কিছু রেখে দেই। এতে কি আমি গোনাহগার হব? (৩/২৪৩)

,, ধন-সম্পদের যাকাত দেওয়ার পদ্ধতি কি? (৪/২৪৪)

,, মাদরাসা, মসজিদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের অর্থ ব্যাংকে জমা থাকলে তার যাকাত দিতে হবে কি? (৫/২৪৫)

,, ৫টি স্থানে মিথ্যা বলা জায়েয। ১. জিহাদের সময় ২. মীমাংসার সময় ৩. স্ত্রীর মন জয় করার জন্য ৪. ছেলে-মেয়েকে পড়ানোর ব্যাপারে উৎসাহিত করার জন্য ৫. কথা বলার ইচ্ছা নেই তবুও বলতে হয়, এমন অবস্থায়। এগুলো কি ঠিক? (৬/২৪৬)

,, তাসবীহ গণনা করার নিয়ম কী? তাসবীহ দানায় তাসবীহ গণনা করা যাবে কি? (৭/২৪৭)

,, বর্তমানে জন্ম নিয়ন্ত্রণের যে পদ্ধতি চালু আছে তা কি শরী'আত সম্মত? (৮/২৪৮)

,, মুনাজাতের সময় 'ক্ষমা ভিক্ষা দাও' এ ধরনের বাক্য বলা যাবে কি? (৯/২৪৯)

,, আয়েশা (রাঃ) আযান ও ইক্বামত কি উচ্চৈঃস্বরে দিতেন? (১০/২৫০)

,, ঘুষ প্রদান করা যাবে কি? ঘুষ দিয়ে চাকুরী নিলে উপার্জিত অর্থ বৈধ হবে কি? (১১/২৫১)

,, বিপদে পড়ে মিথ্যা কথা বলা বা অন্যায় পথ অবলম্বন করা যাবে কি? (১২/২৫২)

,, ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র ও টাকা সঙ্গে নিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি? (১৩/২৫৩)

,, মাসবূক মুছল্লী ইমামের এক সালামের পর দাঁড়াবে, না দুই সালামের পর দাঁড়াবে? (১৪/২৫৪)

,, সুলায়মান (আঃ)-এর আংটিতে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' নকশা করা ছিল কি? (১৫/২৫৫)

,, মুক্তাদী ছালাতের মধ্যে কোন সূরা, দো'আ কিংবা কোন কিছু সরবে বলতে পারবে কি? (১৬/২৫৬)

,, অমুসলিম প্রতিবেশীর সাথে টাকা-পয়সা লেনদেন করা এবং প্রয়োজনে তার বাড়ীতে যাতায়াত করা যাবে কি? (১৭/২৫৭)

,, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি মাটির তৈরী ছিলেন, না নূরের? (১৮/২৫৮)

,, মাইয়েতকে কাফন পরানোর সময় কোন দিক থেকে কাপড় উত্তোলন করতে হবে? (১৯/২৫৯)

,, জমিতে আলু থাকাবস্থায় গাছ দেখে অনুমান করে ক্রয়-বিক্রয় করা কি জায়েয? (২০/২৬০)

,,	জুম'আর খুৎবা চলাকালীন সময়ে মুছল্লীবৃন্দ কীভাবে বসে খুৎবা শ্রবণ করবে?	(২১/২৬১)
,,	কোন হিন্দু কোন মুসলিমকে কাপড় দান করলে তা গ্রহণ করা এবং সে কাপড় পরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(২২/২৬২)
,,	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন্ ধাতুর আংটি পরতেন এবং কোন্ হাতে পরতেন? পুরুষরা অষ্টধাতুর আংটি ব্যবহার করতে পারবে কি?	(২৩/২৬৩)
,,	যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুম'আর দিন নিজের পিতা-মাতার অথবা তাঁদের একজনের কবর যিয়ারত করবে তাকে ক্ষমা করা হবে এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী ব্যক্তি বলে গণ্য হবে *(বায়হাক্বী)*। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?	(২৪/২৬৪)
,,	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু করা যাবে কি?	(২৫/২৬৫)
,,	আল্লাহ বলেছেন, মুমিন হ'তে পারলে শাসন ক্ষমতা দান করবেন। এই মুমিন কারা? তাদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য কী?	(২৬/২৬৬)
,,	রৌপ্য নির্মিত আংটিতে স্বর্ণের প্রলেপ লাগিয়ে ব্যবহার করা বৈধ হবে কি?	(২৭/২৬৭)
,,	আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) গোঁফ এত ছোট করতেন যে, চামড়ার শুভ্রতা দেখা যেত। তিনি গোঁফ ও দাড়ির মধ্যবর্তী স্থানের লোম কেটে ফেলতেন *(বুখারী)*। আমরা এর বিপরীত করি কেন?	(২৮/২৬৮)
,,	মানুষ মারা গেলে মাইকে কিংবা মোবাইলে সংবাদ প্রচার করা যাবে কি?	(২৯/২৬৯)
,,	ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পড়ে বুকে ফুঁক দেয়ার ছহীহ দলীল আছে কি?	(৩০/২৭০)
,,	প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে আইয়ামে বীযের নফল ছিয়াম পালনের সাথে সাথে সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম পালন করা যাবে কি?	(৩১/২৭১)
,,	সৎ ও তাক্বওয়াশীল পাত্র-পাত্রী ছাড়া বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে কি?	(৩২/২৭২)
,,	নতুন মসজিদ উদ্বোধন করার শারঈ পদ্ধতি কি?	(৩৩/২৭৩)
,,	দাজ্জাল কি মৃত্যুবরণ করবে? সে কিভাবে মারা যাবে?	(৩৪/২৭৪)
,,	কুনূতে নাযিলা বাংলায় পড়া যাবে কি? আরবীতে মুখস্থ করতে না পারলে করণীয় কী?	(৩৫/২৭৫)
,,	পাপ থেকে তওবা করার শারঈ পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৬/২৭৬)
,,	সূরা জিন ৭০০ বার পড়লে জিন হাযির হয়। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।	(৩৭/২৭৭)
,,	মুছল্লী বেশী হওয়ার কারণে মসজিদে জায়গা সংকুলান না হ'লে ঈদের মাঠে ছালাত আদায় করা যাবে কি? ঈদের মাঠে ঈদের ছালাত ব্যতীত অন্য ছালাত হবে না- একথা কতটুকু সঠিক?	(৩৮/২৭৮)
,,	দাজ্জাল কি মৃত্যুবরণ করবে? সে কিভাবে মারা যাবে?	(৩৯/২৭৯)
,,	**'সত্য কথাই তিতা'। হাদীছটি কি ছহীহ?**	(৪০/২৮০)
মে '১০ (১৩/৮)	স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেই যদি নেক আমল করে তাহ'লে মৃত্যুর পর তাদের দু'জনের সাক্ষাৎ হবে কি?	(১/২৮১)
,,	শিশু সন্তান মারা গেলে তারা কি ক্বিয়ামতের দিন পিতা-মাতার জন্য সুফারিশ করবে?	(২/২৮২)
,,	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি নিজ পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য জমা রাখতেন?	(৩/২৮৩)
,,	ছালাতের জন্য ওযূ করতে বসলে চারজন ফেরেশতা একটি চাদরের চার কোণা ধরে ওযূকারীর মাথার উপর ধরে রাখে। ওযূকারী পরপর চারটি কথা বললে ফেরেশতাগণ চাদর ছেড়ে দিয়ে চলে যান। এ বক্তব্য কি সত্য?	(৪/২৮৪)
,,	মুহাম্মাদ (ছাঃ) ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই সিজদায় পড়ে 'ইয়া উম্মাতী' 'ইয়া উম্মাতী' বলেছিলেন কি?	(৫/২৮৫)
,,	'যে ব্যক্তি আছরের পর ঘুমায়, তার জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তখন সে কেবল নিজেকেই ধিক্কার দিতে থাকে'। হাদীছটি কি ছহীহ?	(৬/২৮৬)
,,	জমি বন্ধক রাখা কি জায়েয?	(৭/২৮৭)
,,	ইমাম রুকূতে যাওয়া অবস্থায় জামা'আতে শরীক হ'লে সূরা ফাতিহা পড়ে শরীক হ'তে হবে, না ইমাম যে অবস্থায় আছেন সে অবস্থায় শরীক হ'তে হবে?	(৮/২৮৮)
,,	অন্যের জন্য কীভাবে দো'আ করতে হবে?	(৯/২৮৯)
,,	পিতার আগে ছেলে মারা গেলে সেই ছেলের সন্তানেরা পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিছ হয় কি?	(১০/২৯০)
,,	মৃত ব্যক্তির জন্য মসজিদের মুছল্লীদেরকে নিয়ে হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি? কেউ মৃতের জন্য দো'আ চাইলে কীভাবে দো'আ করতে হবে?	(১১/২৯১)
,,	ইক্বামতের শব্দগুলো দু'বার করে বলতে হবে, না একবার করে বলতে হবে?	(১২/২৯২)
,,	কসম ভঙ্গের কাফফারা হচ্ছে একটানা ৩টি ছিয়াম পালন করা। মাঝে একটি ছুটে গেলে তিনটির সাথে আরো একটি যোগ করতে হবে কি?	(১৩/২৯৩)
,,	নূহ (আঃ)-এর এক ছেলে সাগরে নামলে তার এক হাঁটু পানি হ'ত এবং সে সাগরের মাছ ধরে সূর্যের তাপে সিদ্ধ করে খেত কি?	(১৪/২৯৪)
,,	নবী করীম (ছাঃ) ওযূ ও গোসলে সাধারণত কতটুকু পানি খরচ করতেন?	(১৫/২৯৫)
,,	ফিক্বহ শাস্ত্রের উৎপত্তি কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে হয়েছে? একবার মু'আয ইবনু জাবালকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইয়ামনে গভর্ণর করে পাঠালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে বিচার করবে? তিনি বললেন, কুরআন দ্বারা। রাসূল (ছাঃ) বললেন, কুরআনে না পেলে? তিনি বললেন, হাদীছ দ্বারা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হাদীছে না পেলে? তিনি বললেন, আমি আমার রায় দ্বারা ইজতিহাদ করব। তখন তিনি তার উপর খুশী হ'লেন। এ হাদীছ কি ছহীহ?	(১৬/২৯৬)
,,	(১) মিথ্যা কথা বলা (২) গীবত করা (৩) চোগলখুরী করা (৪) মিথ্যা কসম করা (৫) কোন নারীর প্রতি কুদৃষ্টি দেয়া। এই পাঁচটি কারণে ছিয়াম নষ্ট হয় কি?	(১৭/২৯৭)
,,	সন্তানের নাম আরাবী রাখা যাবে কি?	(১৮/২৯৮)
,,	সহো সিজদা দেয়ার পূর্ণ প্রস্তুতি নেয়ার পর যদি সহো সিজদা দিতে ভুলে যায় তাহ'লে করণীয় কী?	(১৯/২৯৯)
,,	শুধু রামাযান মাসে সাহারীর আযান দেয়া হয়, বাকী ১১ মাস দেয়া হয় না। এটা কি বিদ'আত নয়?	(২০/৩০০)
,,	ইমামের ক্বিরাআত শুদ্ধ নয় এবং অনেক সময় হরকতেও ভুল হয়। অনেক মুছল্লী তার পিছনে ছালাত আদায় করতে চায় না। কিছু প্রভাবশালী লোকের সহযোগিতায় ইমামতি করেন। এ অবস্থায় তার পিছনে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?	(২১/৩০১)
,,	কোর্টের মাধ্যমে দেড় বছর পূর্বে তালাক দেয়া স্ত্রীকে ফেরত নেয়া যাবে কি?	(২২/৩০২)

,,	ওয়াকফকৃত জামতে মসাজিদ তৈরী করা হয়েছে। এখন ওয়াকফকারী অন্য জামতে মসাজিদ করে দিতে চায় এবং পূর্বের মসজিদ নিজ কাজে ব্যবহার করতে চায়। এভাবে পরিবর্তন করা যাবে কি?	(২৩/৩০৩)
,,	বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আলেম-ওলামা ও বুযর্গ ব্যক্তিদের উদ্ধৃতি দিয়ে লটারী বিক্রয় এবং ভাগ্য পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্য সহ সিংগাপুরের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ মুসলিম লটারী ক্রয় করে। এটা কি শরী'আত সম্মত?	(২৪/৩০৪)
,,	মোহাম্মদ বায়োজিদ খান পন্নী তার 'দাজ্জাল! ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা' বইয়ে দাবী করেছেন যে, আধুনিক ইহুদী-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাই দাজ্জাল। এ বিষয়ে একটি সিডিও বাজারে ছাড়া হয়েছে। লেখকের দাবী কি সঠিক?	(২৫/৩০৫)
,,	গান গাওয়া, লেখা, সুর করা, বাদ্যযন্ত্র বাজানো প্রভৃতিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা এবং এর সমর্থক হওয়া যাবে কি?	(২৬/৩০৬)
,,	সূর্যাস্তের কত সময় পূর্ব থেকে ছালাতের নিষিদ্ধ সময় শুরু হয়?	(২৭/৩০৭)
,,	বিতর ছালাতে বুকে হাত বেঁধেই দো'আ কুনূত পাঠ করা এবং দো'আ শেষে দু'হাত মুখে মাসাহ করা কি হাদীছ সম্মত?	(২৮/৩০৮)
,,	রুকূ' ও সিজদায় কত বার তাসবীহ পাঠ করতে হবে?	(২৯/৩০৯)
,,	দারিদ্র ব্যক্তি আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে বিবাহ না করলে তার গোনাহ হবে কি?	(৩০/৩১০)
,,	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের কেউ কি কখনো জিনদের সাহায্য গ্রহণ করেছেন এবং জিনদের সহায়তায় কারো চিকিৎসা করেছেন?	(৩১/৩১১)
,,	রোগমুক্তির জন্য কোন আলেমের দেওয়া তাবীয ব্যবহার করা যাবে কি?	(৩২/৩১২)
,,	ওযূ করে মসজিদে প্রবেশ করে ২ রাক'আত 'তাহিইয়াতুল ওযূ' ছালাত আদায় করার পর ২ রাক'আত 'তাহিইয়াতুল মসজিদ' আদায় করা যাবে কি? প্রতি ওয়াক্তে এভাবে পড়া যাবে কি?	(৩৩/৩১৩)
,,	ছালাতের জামা'আতে ছোট বাচ্চারা কোথায় দাঁড়াবে? কোন কোন মসজিদে বাচ্চারা সামনের কাতারে দাঁড়ালে বয়স্করা তাদের ধমকায়। ফলে তারা ছালাত ছেড়ে দিয়ে পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়। এটা কি হাদীছ সম্মত?	(৩৪/৩১৪)
,,	ক্বিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে প্রত্যেক মানুষ তার নিজ পাপের সমপরিমাণ ঘামের মধ্যে নিমজ্জিত থাকবে কি?	(৩৫/৩১৫)
,,	কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের চরিত্র ঠিক রাখার জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চুক্তি ভিত্তিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে কি?	(৩৬/৩১৬)
,,	শহীদ কারা? প্রকৃত শহীদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৭/৩১৭)
,,	আমি বিবাহের সময় কনের পক্ষের লোকজনের চাপে ধার্যকৃত ৫ লক্ষ টাকা মোহরের সম্পূর্ণটা বাকী। কিন্তু কাবিন-নামায় গহনা বাবদ ২ লক্ষ টাকা নগদ ও ৩ লক্ষ টাকা বাকী উল্লেখ করা হয়, যার সবই। উক্ত বিবাহ কি বৈধ হয়েছে? এখন আমাকে কি ঐ সমুদয় টাকা পরিশোধ করতে হবে? বর্তমানে পুনরায় মোহর নির্ধারণের কোন সুযোগ আছে কি?	(৩৮/৬১৮)
,,	পবিত্র কুরআনে দাস প্রথা নিষিদ্ধ করা না হ'লেও বিদায় হজ্জের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা রহিত করেছেন। শরী'আতে এরূপ আর কী কী বিধান আছে, যা কুরআনে নিষিদ্ধ করা হয়নি কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা নিষিদ্ধ করেছেন?	(৩৯/৩১৯)
,,	মসজিদের নিজস্ব জমিতে স্থায়ীভাবে মসজিদ নির্মাণের স্বার্থে নির্মাণকালীন সময়ের জন্য পার্শ্ববর্তী সরকারী জমিতে সরকারের অনুমতিক্রমে অস্থায়ীভাবে মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে জুম'আ-জামা'আত কায়েম করা যাবে কি?	(৪০/৩২০)
জুন '১০ (১৩/৯)	সার, ডিজেল ও মুদির দোকানদাররা বাকী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ২০% জোরপূর্বক লাভ নেয়া কি বৈধ হবে?	(১/৩২১)
,,	ব্যবসার ব্যস্ততার কারণে জামা'আতে ছালাত আদায়ের পরিবর্তে মাঝে-মধ্যে দোকানে বা বাসায় একাকী ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?	(২/৩২২)
,,	তিন রাক'আত বিতর ব্যতীত তাহাজ্জুদ ছালাত সর্বনিম্ন কত রাক'আত আদায় করা যায়?	(৩/৩২৩)
,,	বিভিন্ন তরীকা ও মাযহাবে বিভক্ত মুসলিম মিল্লাতের জন্য 'ওয়া'তাছিমু বিহাবলিল্লা-হি জামী'আওঁ ওয়ালা তাফাররাকূ' এ আয়াতের নির্দেশ কীভাবে বাস্তবায়িত হবে?	(৪/৩২৪)
,,	যুল কিফল কি বনী ইসরাঈলের একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি ছিলেন, না তিনি নবী ছিলেন?	(৫/৩২৫)
,,	পর্দার খেলাফ হবে এই আশংকায় আমি গর্ভাবস্থায় দো'আ করতাম যে, আমার প্রসব যেন অস্ত্রোপচারহীন হয়। কিন্তু বাধ্য হয়ে অপারেশন করতে হয়েছে এবং পরবর্তীতেও বাচ্চা নিলে অপারেশন করতে হবে বলে ডাক্তার জানিয়েছেন। এজন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমি আর বাচ্চা নেব না। এরূপ সিদ্ধান্ত কি সঠিক হয়েছে?	(৬/৩২৬)
,,	আমি আহলেহাদীছ। কিন্তু হানাফী এলাকায় বসবাস করায় বাধ্য হয়ে হানাফী ইমামের পিছনে জামা'আতে ছালাত আদায় করতে হয়। ঐ ইমাম রাফ'উল ইয়াদায়েন, জোরে আমীন বলা সহ অনেক সুন্নাতই আমল করেন না। অথচ আমি সেগুলো পালন করি। এমতাবস্থায় ইমামের অনুসরণ করা হবে কি?	(৭/৩২৭)
,,	মসজিদের মধ্যে জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৮/৩২৮)
,,	উভয় পক্ষের অভিভাবকদের উপস্থিতিতে বর ও কনের মধ্যে বিবাহ রেজিষ্ট্রি হওয়ার পরে সমাজের প্রথা অনুযায়ী তিন/চার মাস পরে আনুষ্ঠানিকভাবে খুৎবা পড়িয়ে বিবাহ সম্পাদন করে বৌ উঠানো কি শরী'আত সম্মত?	(৯/৩২৯)
,,	আপনি কেমন আছেন? এর উত্তরে আল্লাহর রহমতে ও আপনাদের দো'আয় ভাল আছি। এরূপ বলা যাবে কি?	(১০/৩৩০)
,,	ওশর, ফিৎরা ও কুরবানীর টাকা মাদরাসায় দেওয়া যাবে কি?	(১১/৩৩১)
,,	পবিত্র কুরআন কি ৩০ পারা, না ৯০ পারা?	(১২/৩৩২)
,,	শরী'আত বিরোধী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে কি?	(১৩/৩৩৩)
,,	ছালাত কখন কছর করতে হয়? কছর করা ওয়াজিব না সুন্নাত? ছালাতে কছর না করলে গোনাহ হবে কি? রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কি কছর করতেন?	(১৪/৩৩৪)
,,	সূরা বাক্বারায় কি এমন একটি আয়াত আছে যা পাঠ করলে কেউ জাহান্নামে গেলেও তাকে আগুনের তাপ লাগবে না, একটি পশমও পুড়বে না? থাকলে সেটা কত নম্বর আয়াত এবং কতবার পড়তে হবে?	(১৫/৩৩৫)
,,	কেউ আল্লাহর কসম! আমি বাকী জীবনে এই পাপ আর করব না। এরূপ শপথের পরে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে পুনরায় ঐ পাপে লিপ্ত হ'লে তার হুকুম কী?	(১৬/৩৩৬)
,,	মসজিদের ভিতরের অংশ উঁচু এবং বারান্দা অংশ নীচু। এতে ছালাতের কোন সমস্যা হবে কি?	(১৭/৩৩৭)
,,	স্বামী তার স্ত্রীকে হাসতে হাসতে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক, বায়েন তালাক বললে স্ত্রী কি সত্যি সত্যি তালাক হয়ে যাবে? তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করা যাবে কি?	(১৮/৩৩৮)

,, ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদেরকে সে দেশের অমুসলিম সরকার কর্তৃক যথাসময়ে পরিশোধ করার শর্তে ঋণ দিলে কোন মুসলিম সেই ঋণ নিয়ে ব্যবসা করতে পারবে কি? (১৯/৩৩৯)

,, সুন্নাত ছালাতে রুকূর সময় কোন ব্যক্তি সিজদার দো'আ পড়লে এবং রুকূ শেষে দাঁড়িয়ে গেলে তার জন্য করণীয় কী? (২০/৩৪০)

,, উচ্চ শিক্ষিতা জনৈক মেয়ে পিতা-মাতাকে না জানিয়ে ওয়ালীবিহীন বিয়ে করেছে। বিয়েতে সাক্ষী ছিল ১ জন ছেলে ও ১ জন মেয়ে। এতে ১ লক্ষ টাকা মোহর নির্ধারিত হয়েছিল। মেয়ের পরিবার উক্ত বিয়ে মেনে নেয়নি; বরং তারা জোরপূর্বক মেয়েকে ডিভোর্স লেটারে সাইন করিয়েছে। ইতিমধ্যে ২টা ডিভোর্স লেটার পাঠানো হয়েছে। এক্ষণে স্বামীর কাছে প্রত্যাবর্তনের জন্য মেয়ের করণীয় কি? (২১/৩৪১)

,, দাড়ি কাটা, ছেটে সাইজ করা এবং টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরার বিধান কী? (২২/৩৪২)

,, পত্তন দেওয়া জমি থেকে প্রাপ্ত ফসলের ওশর দিতে হবে কি? (২৩/৩৪৩)

,, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনের কবরস্থানে যাওয়া সম্ভব না হ'লে একা একা যেকোন স্থান হ'তে হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি? (২৪/৩৪৪)

,, মাসিক আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত 'পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী' প্রবন্ধে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর শানে 'আমরা' ব্যবহার করার কারণ কী? (২৫/৩৪৫)

,, জাহান্নাম কি আসমানে? সাত সমুদ্র, সাতটি জাহান্নাম এবং সপ্তম যমীনের নীচে জাহান্নাম অবস্থিত কি? (২৬/৩৪৬)

,, হিংসা মানুষের সৎকর্মকে খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন কাঠ খেয়ে ফেলে। এ হাদীছের সারমর্ম কী? (২৭/৩৪৭)

,, রাতের তিন ভাগের এক ভাগ বাকী থাকে তখন আল্লাহ প্রথম আকাশে নেমে আসেন, অথচ পৃথিবীতে রাত-দিন এক সাথে হয় না। অতএব এর ব্যাখ্যা জানতে চাই। (২৮/৩৪৮)

,, আমার পিতার পক্ষ থেকে আমি হজ্জ করতে পারি কি? (২৯/৩৪৯)

,, বিদ'আতী মসজিদের পরিচালনা কমিটির সভাপতি, সেক্রেটারী অথবা সদস্য হওয়া যাবে কি? (৩০/৩৫০)

,, মানুষ মারা গেলে, জুম'আর দিন মসজিদের মুছল্লীদেরকে জিলাপি দেয়া ও ইমামকে মৃতের জন্য দো'আ করতে বলা এবং তিনি ছালাত শেষে সকলকে নিয়ে দো'আ করা কি শরী'আত সম্মত? (৩১/৩৫১)

,, প্রায় তিন বছর যাবৎ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন স্ত্রী আমার কাছ থেকে মোহরানা নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চাইলে করণীয় কী? (৩২/৩৫২)

,, চার রাক'আত অথবা তিন রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের শেষ দু'রাক'আতে কিংবা এক রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তে হয় কেন? (৩৩/৩৫৩)

,, ছালাতের প্রথম এবং তৃতীয় রাক'আতে সিজদার পর তাড়াতাড়ি উঠতে হবে, না একটু থেমে উঠতে হবে? (৩৪/৩৫৪)

,, কোন ব্যক্তি ছিয়াম পালন করতে সক্ষম না হ'লে তাকে ফিদইয়া দিতে হবে কি? সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ নং আয়াতটি কি রহিত হয়ে গেছে? (৩৫/৩৫৫)

,, বিবাহের পূর্বে অবৈধ সম্পর্ক হ'লে বিবাহের পর ঐ পাপ মাফ হবে কি? (৩৬/৩৫৬)

,, আমি হানাফী মাযহাবের অনুসরণ না করলে আমার শ্বশুর সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। এখন আমার করণীয় কী? (৩৭/৩৫৭)

,, ইজতেমার আয়োজন করা যাবে কি? ইজতেমা বা ধর্মীয় সভার জন্য স্টেজ সাজানো কি শরী'আত সম্মত? (৩৮/৩৫৮)

,, যে ওযূ দ্বারা জানাযার ছালাত আদায় করা হয়, সেই ওযূতে ফরয ছালাত আদায় করা যাবে কি? (৩৯/৩৫৯)

,, নবী করীম (ছাঃ) কদরের রাত দেখেছেন কি? কদরের রাত কিভাবে বুঝা যাবে? (৪০/৩৬০)

জুলাই'১০ (১৩/১০) সৈয়দপুর সেনানিবাসে গ্যারিসন কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সহ মোট ৪টি জুম'আ মসজিদ আছে। এক্ষণে মুছল্লী বৃদ্ধির জন্য বাকী তিনটি ওয়াক্তিয়া রেখে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে কেবলমাত্র একটি জুম'আ করা কি শরী'আত সম্মত হবে? (১/৩৬১)

,, কালেমা ত্বাইয়েবা কোনটি? (২/৩৬২)

,, মৃতব্যক্তির সম্পদের কত অংশ স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যারা পাবে? (৩/৩৬৩)

,, ইমামের পিছনে ছালাতরত অবস্থায় শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ ও দরূদ পড়ার পর বায়ু নির্গত হ'লে মুক্তাদী কি পুনরায় সম্পূর্ণ ছালাত আদায় করবে? নাকি শুধু শেষ রাক'আত আদায় করবে? (৪/৩৬৪)

,, **আল্লাহর আকার আছে কি? আল্লাহর আকার থাকলে তা তাঁর 'অসীম' গুণ সসীম হয় না কি?** (৫/৩৬৫)

,, অল্প বয়সে কারো চুল পেকে গেলে এবং চিকিৎসায় কোন ফল না হ'লে কালো খেযাব বা কলপ ব্যবহার করা যাবে কি? (৬/৩৬৬)

,, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি লাঠি হাতে নিয়ে খুৎবা দিতেন? (৭/৩৬৭)

,, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি কিভাবে তার ওয়ারিছগণের মধ্যে বণ্টিত হবে? মৃতব্যক্তি কোন অছিয়ত করে গেলে এবং তার ওয়ারিছগণ ইচ্ছাকৃতভাবে সেই অছিয়ত পূরণ না করলে কে দায়ী হবে? এজন্য মৃতব্যক্তির কবরে আযাব হবে কি? (৮/৩৬৮)

,, এক ব্যক্তি ঈদগাহের জমি নিজের নামে রেকর্ড করে নেন। উল্লেখ্য যে, জমিটি সরকারী খাসের ছিল এবং ঈদগাহের নামে জমিটি মৌখিকভাবে দান করা ছিল। এখন ঐ ব্যক্তি নিজ সুবিধার জন্য গ্রামবাসীকে জমিটি ফিরিয়ে দিতে চান এবং এতে গ্রামবাসীরা দু'টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় উক্ত ঐ ঈদগাহে ছালাত আদায় করা বৈধ হবে কি? (৯/৩৬৯)

,, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্বপ্নে কারা দেখতে পারে? তাঁকে স্বপ্নে দেখার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি? হাদীছে বর্ণিত শামায়েলে রাসূলের সাথে স্বপ্নে দেখা ব্যক্তির মিল হ'লে রাসূলকে দেখেছেন বলে সাব্যস্ত হবে কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখলে সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে এবং জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করবে না। এটা কি ঠিক? (১০/৩৭০)

,, ছালাতের মধ্যে কোথায় হাত বাঁধতে হবে? (১১/৩৭১)

,, 'আখেরী চাহারশম্বা' কাকে বলে। শরী'আতে এ দিবসে কোন আনুষ্ঠানিকতা আছে কি? (১২/৩৭২)

,, আল্লাহ আদমকে কেন সিজদা করার নির্দেশ দিলেন? (১৩/৩৭৩)

,, বিতর ছালাতের সঠিক পদ্ধতি কী? উক্ত ছালাত কত রাক'আত পড়া যায়? (১৪/৩৭৪)

,, প্রস্রাব করার পর পবিত্রতার জন্য ঢিলা-কুলুখ নিয়ে চাল্লিশ কদম হাঁটতে ও কাশি দিতে হবে কি? (১৫/৩৭৫)

,, যাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি, তাদের জন্য আখেরাতে আল্লাহর বিশেষ ব্যবস্থাপনা থাকবে। আর সেটা এই যে, তাদের পরীক্ষার জন্য আল্লাহ তাদের কাছে একজন রাসূল পাঠাবেন। ঐ রাসূলের নাম কী? (১৬/৩৭৬)

,, তাফসীর ইবনে কাছীরে উল্লেখ আছে, প্রত্যেক যমীনের পুরুত্ব পাঁচশ' বছর। এক যমীন থেকে অপর যমীন ও দূরত্ব পাঁচশ' বছরের। আবার সপ্তম আসমান থেকে আরশে আযীমের দূরত্ব হচ্ছে ৩৬ হাযার বছরের। এসব তথ্য কি সঠিক? (১৭/৩৭৭)

,, আল্লাহর কাছে দো'আ করার সময় আল্লাহ সুবহা-নাহু ওয়া তা'আলা, আল্লাহ পাক, আল্লাহ তা'আলা এসব শব্দ ব্যবহার করা যাবে কি? (১৮/৩৭৮)

,,	বাহাউল্লাহ অর্থ কী? বাহাঈ মতবাদের প্রবর্তক কে? এটা কখন চালু হয়েছে? এ মতবাদের অনুসারীরা কি মুসলিম?	(১৯/৩৭৯)
,,	দাওয়াতের কাজে বের হয়ে নিজের প্রয়োজনে ১ টাকা খরচ করলে ৭ লক্ষ টাকা ছাদাক্বা করার সমান ছওয়াব এবং একবার সুবহানাল্লাহ বললে ৪৯ কোটি ছওয়াব আমলনামায় লেখা হয় কি? দাওয়াতী কাজের সঠিক পদ্ধতি কি?	(২০/৩৮০)
,,	মসজিদের ইমাম সচ্ছল হ'লে বেতন নিয়ে ইমামতি করতে পারবেন কি?	(২১/৩৮১)
,,	যারা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে না তারা মসজিদ কমিটির সদস্য হ'তে পারে কী?	(২২/৩৮২)
,,	সুন্নাত আরম্ভ করার পরেই ইমাম ছাহেব ফরয ছালাত আরম্ভ করলে তাড়াতাড়ি করে সুন্নাত পড়া যাবে কি?	(২৩/৩৮৩)
,,	সূরা আ'রাফের ২০৪ নং আয়াতে কুরআন তেলাওয়াতের সময় চুপ থাকতে বলা হয়েছে। এক্ষণে সূরা ফাতিহা ইমামের পিছনে পড়তে হবে কি?	(২৪/৩৮৪)
,,	পুরুষের বড় চুল রাখা শরী'আত সম্মত কি?	(২৫/৩৮৫)
,,	জিনিসপত্র বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লাভের কোন সীমা আছে কি?	(২৬/৩৮৬)
,,	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা কি জাহান্নামী এবং কেন তারা জাহান্নামী? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুফারিশ করে তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেন কী?	(২৭/৩৮৭)
,,	স্বামী-স্ত্রী দু'জনের একজন ছালাত আদায় না করলে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কি? ফেরাউন ও তার স্ত্রী আসিয়ার সম্পর্ক কিভাবে ঠিক ছিল?	(২৮/৩৮৮)
,,	নির্দিষ্ট একটি দিনকে দো'আ দিবস বা দলীয়ভাবে ছিয়াম রাখার জন্য নির্দিষ্ট করা কি শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয হবে?	(২৯/৩৮৯)
,,	লাশ কবরে নিয়ে যাওয়ার সময় চারজন ব্যক্তি খাটিয়া কাঁধে নেয়। রাস্তায় তারা কাঁধ পরিবর্তন করে এবং মুখে বলতে থাকে 'আল্লাহ রাব্বী' 'মুহাম্মাদ নাবী'। এরূপ বলা যায় কি?	(৩০/৩৯০)
,,	কোন সৎ উদ্দেশ্যে পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া যাবে কি?	(৩১/৩৯১)
,,	জনৈক ব্যক্তি অন্য মেয়েদের না জানিয়ে ছোট মেয়ের নামে কিছু জমি লিখে দেন। একাজ বৈধ হয়েছে কি?	(৩২/৩৯২)
,,	কে কত খেতে পারে- এরকম প্রতিযোগিতা করা যাবে কি?	(৩৩/৩৯৩)
,,	মসজিদ কমিটি কর্তৃক বিবাহ উপলক্ষে বর পক্ষ হ'তে বাধ্যতামূলক ৩০০, ৫০০ কিংবা ১০০০, ২৫০০ টাকা নেওয়া কি বৈধ?	(৩৪/৩৯৪)
,,	একটি গিটার ক্রয় করা এবং তা ভাল কাজে ব্যবহার করা বৈধ হবে কি?	(৩৫/৩৯৫)
,,	সোহেল রানা নামের শুদ্ধ আরবী-বাংলা উচ্চারণ এবং অর্থ জানতে চাই।	(৩৬/৩৯৬)
,,	আদম (আঃ) ৬০ হাত লম্বা এবং তাঁর শরীরের প্রশস্ততা ৭ ফুট ছিল কি?	(৩৭/৩৯৭)
,,	'আক্বীদার মানদণ্ডে তাবিজ' বইয়ের ৬২ পৃষ্ঠায় রয়েছে- ছালাত ত্যাগকারীর প্রতি শরীয়তের বিধান- প্রথমতঃ তাকে কোন মুসলিম মহিলার সাথে বিবাহ দেয়া শুদ্ধ হবে না। ছালাত না পড়া অবস্থায় যদি তার আকদ বা বিবাহ সম্পাদন করা হয় তাহ'লেও তার বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। এই বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে উক্ত স্ত্রী স্বামীর জন্য হালাল হবে না। দ্বিতীয়তঃ বিবাহ বন্ধন সম্পাদন হওয়ার পর যদি সে ছালাত ত্যাগ করে তাহ'লেও তার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। বিবাহ বাতিল হওয়ার ব্যাপারে স্ত্রী মিলনের আগে হউক বা পরে হউক এতে কোন পার্থক্য নেই। তৃতীয়তঃ যে ব্যক্তি ছালাত পড়ে না, তার যবেহকৃত পশু খাওয়া যাবে না। উক্ত যবেহকৃত পশু হারাম। যদি কোন ইহুদী অথবা নাছারা খৃষ্টান যবেহ করে তা আমাদের জন্য খাওয়া হালাল। এসব কথা কি সঠিক?	(৩৮/৩৯৮)
,,	সকলেই কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করেন। কিন্তু কা'বা ঘরের ভিতরে কেউ ছালাত আদায় করেছেন কি? যদি কেউ আদায় করে থাকেন তাহ'লে কোন দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করেছেন?	(৩৯/৩৯৯)
,,	আহলেহাদীছদেরকে কটাক্ষ করে লাবু ঝাবু বলা হয় কেন?	(৪০/৪০০)
আগষ্ট '১০ (১৩/১১)	পিতার অবৈধ সম্পত্তি সন্তান ভোগ করলে গোনাহগার হবে কি?	(১/৪০১)
,,	যদি কেউ জেনে-শুনে পাপ কাজে লিপ্ত হয় এবং পরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তাহ'লে তার পাপ ক্ষমা হবে কি? ক্ষমা চাওয়ার পদ্ধতি কী? শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার উপায় কী?	(২/৪০২)
,,	ই'তেকাফে বসার এবং বের হওয়ার সঠিক পদ্ধতি কি?	(৩/৪০৩)
,,	তা'লীমী বৈঠকে 'ফাযায়েলে আমল' ও 'ফাযায়েলে ছাদাক্বা' বইয়ের তা'লীম দেয়া কি ঠিক?	(৪/৪০৪)
,,	পিতার যৌথ সংসারে পাঁচ ভাই কাজ করলে এবং কোন কোন ভাই গোপনে টাকা-পয়সা, ধান-চাল বিক্রয় করে জমা রাখলে, এ ব্যাপারে শারঈ বিধান কি?	(৫/৪০৫)
,,	গান শোনা কি জায়েয? গান শুনলে কী ধরনের গুনাহ হয়?	(৬/৪০৬)
,,	মৃত ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার নির্দিষ্ট কোন দো'আ আছে কি?	(৭/৪০৭)
,,	আল্লাহ তা'আলা রামাযান মাসে কোন ধরনের জাহান্নামীকে মুক্তি দেন? এটা কি তাকদীর অনুসারে হয়ে থাকে? এ মাসে সকল মুমিনের কবর আযাব ক্ষমা করে দেওয়া হয় কি? কবর আযাব ক্ষমা করা হ'লে তাকি কেবল রামাযানের ৩০ দিনের জন্য, না ক্বিয়ামত পর্যন্ত?	(৮/৪০৮)
,,	অপবিত্র অবস্থায় বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানো যাবে কি?	(৯/৪০৯)
,,	আমি প্রায় তিন বছর ধরে এক জায়গায় চাকুরীরত। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাকে কিছু দিনের জন্য বাড়িতে যেতে হয়। আমি কি বাড়িতে গিয়ে ক্বছর ছালাত আদায় করতে পারি?	(১০/৪১০)
,,	ঘেরা গোসলখানায় বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করা যায় কি? এ সময় ছালাত আদায়ের জন্য পুনরায় ওযূ করতে হবে কি?	(১১/৪১১)
,,	আমার পিছনে একজন বসে আছে। তার পিছনে একজন ছালাত আদায় করছে আমি আমার পিছনের লোককে সুতরা ধরে উঠে চলে যেতে পারি কি?	(১২/৪১২)
,,	প্রতিদিন ফজরের আযান শেষে প্রতিটি বাড়ির দরজায় গিয়ে ছালাতের জন্য ডাকা এবং জামা'আত শুরুর ৫ মিনিট পূর্বে মসজিদ থেকে ডাকা কি ঠিক?	(১৩/৪১৩)
,,	কোন কারণ ছাড়া পরিবার পরিকল্পনা করা যাবে কি?	(১৪/৪১৪)

,,	শাক্বীক্ব ইবনু সালামা (রাঃ) প্রায়ই নিম্নের দো'আটি করতেন। 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হতভাগ্য ও পাপিষ্ঠদের তালিকাভুক্ত করে থাকলে তা মুছে ফেলুন এবং পুণ্যবান ও সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আর আমাকে সৎকর্মশীলদের তালিকাভুক্ত করে থাকলে তা বাকী রাখুন। আপনি যা ইচ্ছা মিটিয়ে থাকেন ও যা ইচ্ছা বাকী রাখেন। প্রকৃত লিখন আপনার কাছেই রয়েছে। এ হাদীছটি কি ছহীহ? এ দো'আ সিজদায় ও তাশাহহুদের বৈঠকে পড়া যাবে কি?	(১৫/৪১৫)
,,	কালেমা মোট কয়টি ও কী কী? ৪ কালেমা না জানলে মানুষ মুসলমান থাকে না, একথা কি সঠিক?	(১৬/৪১৬)
,,	অনেক সময় সম্পদশালী লোকেরা গরীব দুস্থদের ঘৃণা করে। এ আচরণের পরিণাম কি?	(১৭/৪১৭)
,,	অনেক সময় কোন ছেলে কোন মেয়েকে পসন্দ করে কিন্তু পিতা-মাতা রাযী থাকেন না। এ সময় করণীয় কী?	(১৮/৪১৮)
,,	আযান চলা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলে আযানের উত্তর দেয়া উত্তম হবে, না সুন্নাত পড়া উত্তম হবে?	(১৯/৪১৯)
,,	যে মসজিদে কবর রয়েছে সেখানে ছালাত হবে কি?	(২০/৪২০)
,,	হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) যে গুহায় লুকিয়েছিলেন তার মুখে মাকড়সার জাল বুনানো ও কবুতরের ডিম পাড়া সংক্রান্ত হাদীছটি কি ছহীহ?	(২১/৪২১)
,,	**মীলাদ পড়া বিদ'আত। কিন্তু মীলাদের ফিরনী-পায়েশ ইত্যাদি কেউ বাড়ীতে দিয়ে গেলে তা খাওয়া যাবে কি?**	(২২/৪২২)
,,	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছর বয়সী খাদীজা (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আর ৬ বৎসর বয়সী আয়েশা (রাঃ)-কে বিবাহ করেন এবং ৯ বৎসর বয়সী আয়েশার সাথে বাসর যাপন করেন। এসব কি সঠিক?	(২৩/৪২৩)
,,	ছালাতে পবিত্র কুরআনের যেকোন সূরার ৩ আয়াতের কম তেলাওয়াত করলে ছালাত হবে কি?	(২৪/৪২৪)
,,	৬ বৎসরের দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী আমার কথামত কখনো চলেনি। মেনে চলেনি শারঈ কোন বিধিবিধান। ইতিমধ্যে সে আমার কথা অমান্য করে পিত্রালয়ে গিয়ে ফিরে না আসায় তিন মাস অতিবাহিত হ'লে কাযীর মাধ্যমে আমি একত্রে তিন তালাক প্রদান করি। ফলে সে যৌতুক গ্রহণের মিথ্যা মামলা দায়ের করে আমাকে জেল খাটায়। এখন আমি ঐ স্ত্রীকে ফেরৎ না নিলে গোনাহগার হব কি?	(২৫/৪২৫)
,,	ঈদগাহের চারিদিকে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা যাবে কি?	(২৬/৪২৬)
,,	সূদ গ্রহণের কোন নির্ধারিত শাস্তি আছে কি?	(২৭/৪২৭)
,,	আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও ভালবাসা লাভের উদ্দেশ্যে কেউ ইয়াতীম-অনাথ, অসুন্দর কোন মেয়েকে বিবাহ করলে সে কেমন ছওয়াবের অধিকারী হবে?	(২৮/৪২৮)
,,	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর পালক পুত্র যায়েদ বিন হারিছার স্ত্রী যয়নাবকে বিবাহ করেছিলেন কি?	(২৯/৪২৯)
,,	কারো উপরে জিন আছর করলে কবিরাজের নিকট থেকে তদবীর করা যাবে কি? এরূপ করা না গেলে কিভাবে তার চিকিৎসা করতে হবে?	(৩০/৪৩০)
,,	ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স শরী'আত সম্মত কি? ইসলামী জীবন বীমা করা যাবে কি?	(৩১/৪৩১)
,,	নবী-রাসূলগণের সংখ্যা কি ১ লক্ষ ২৪ হাযার?	(৩২/৪৩২)
,,	দাবা খেলা কি হারাম?	(৩৩/৪৩৩)
,,	ইমাম ডানে-বামে সালাম ফিরালে কি মাসবূক অবশিষ্ট ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়াবে?	(৩৪/৪৩৪)
,,	মাসবূক ব্যক্তির সুতরা কী? কত দূরত্ব পর্যন্ত সুতরা হিসাবে গণ্য করা যায়? মাসবূকের জন্য কী কী জিনিস দ্বারা সুতরা করা যেতে পারে?	(৩৫/৪৩৫)
,,	মৃতব্যক্তির স্ত্রী, মা, বোন দাফনের পরে কবরস্থানে যেতে পারে কী? মহিলাদের কবর যিয়ারতের নিয়ম কী? ধূমপায়ী ও ছালাত পড়ে না এমন ব্যক্তি কবর খনন করলে ঐ কবরে কোন মুছল্লী ব্যক্তিকে দাফনে কোন বিধি-নিষেধ আছে কি?	(৩৬/৪৩৬)
,,	পিতা হারাম-হালালের বিধান না মেনে ব্যবসা করলে তার বাড়ীতে সন্তান হিসাবে আমার থাকা-খাওয়া বৈধ হবে কি?	(৩৭/৪৩৭)
,,	কুরআনের আয়াতকে বাক্য না বলে আয়াত বলা হয় কেন? কুরআনের আয়াত বাংলায় উচ্চারণ করে পড়লে কি প্রতি অক্ষরে ১০টি ছওয়াব পাওয়া যাবে? আত-তাহরীক ও অন্য কোন হাদীছগ্রন্থ পাঠ করলে কেমন ছওয়াব পাওয়া যাবে? কোন অমুসলিম আরবী শিখে কুরআন তেলাওয়াত করলে সে কি প্রতি অক্ষরে ১০টি করে নেকী পাবে?	(৩৮/৪৩৮)
,,	জুম'আর ছালাতে রুকূ না পেয়ে শুধু তাশাহহুদ পেলে কিভাবে ছালাত শেষ করতে হবে।	(৩৯/৪৩৯)
,,	রামাযান মাসে কিংবা অন্য মাসে ছিয়াম অবস্থায় অথবা তাহাজ্জুদ ছালাতে একাকী হাত তুলে প্রার্থনা করলে বিদ'আত হবে কি?	(৪০/৪৪০)
সেপ্টেম্বর'১০ (১৩/১২)	জান্নাত ও জাহান্নাম কয়টি ও কি কি? নাম সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১/৪৪১)
,,	ইবরাহীম (আঃ) কি ইসমাঈলকে কুরবানী করেছিলেন, না ইসহাককে? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২/৪৪২)
,,	আমি একটি কোম্পানীতে চাকুরী করি। ছালাতের জন্য যথাসময়ে ছুটি না পাওয়ায় প্রত্যহ আছরের ছালাত নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই আদায় করি। বাধ্যগত অবস্থায় এভাবে ছালাত আদায় করা সঠিক হচ্ছে কি? অন্যথায় আমার করণীয় কি?	(৩/৪৪৩)
,,	মসজিদে অনুষ্ঠিত তারাবীহ ছালাতের জামা'আতে মহিলারা শরীক হ'তে পারবে কি?	(৪/৪৪৪)
,,	জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য ক্বিরাআত সরবে পড়তে হবে না নীরবে পড়তে হবে?	(৫/৪৪৫)
,,	কোন কোন মসজিদে কমিটির সভাপতি বা মোতাওয়াল্লির জন্য ইমামের পিছনে প্রথম কাতারের মাঝখানের জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। যদিও তার পূর্বে অনেক মুছল্লী মসজিদে উপস্থিত হন। এভাবে কারো জন্য মসজিদের কোন স্থান নির্দিষ্ট রাখা কি বৈধ?	(৬/৪৪৬)
,,	কোন মুসলমানের ঘর হিন্দু ব্যক্তিকে ভাড়া দেওয়া এবং প্রাপ্ত ভাড়ার টাকা মুসলিম ব্যক্তি সংসারের ব্যয় নির্বাহের জন্য খরচ করতে পারবে কি-না?	(৭/৪৪৭)
,,	জনৈক বক্তা জুম'আর খুৎবায় বলেন, ছাহাবী আবু ছা'লাবা সম্পদ বৃদ্ধির কারণে জামা'আতে ছালাত ত্যাগ করেছিলেন এবং তিনি যাকাত দিতেও অস্বীকার করেছিলেন। এ ঘটনা কতটুকু সত্য?	(৮/৪৪৮)
,,	**ওমরী ক্বাযা ছালাত আদায় করার কোন ছহীহ দলীল আছে কি?**	(৯/৪৪৯)
,,	মসজিদে প্রদত্ত মানতের জিনিস বিক্রি করে সে অর্থ মসজিদের কাজে লাগানো যাবে কি?	(১০/৪৫০)
,,	মাগরিবের ছালাতের পূর্বে যে দুই রাক'আত নফল ছালাত আদায় করা হয় তার গুরুত্ব কতটুকু?	(১১/৪৫১)

,, জনৈক আলেম বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করতেন এবং সিজদা করতেন (বায়হাক্বী, হাকেম)। তাহলে কি হাজারে আসওয়াদকে সিজদা করা যাবে? (১২/৪৫২)

,, وأفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صمت لك وتوكلت على رزقك উক্ত দো'আ পড়ার কোন দলীল আছে কি? (১৩/৪৫৩)

,, মেডিসিনের সাহায্যে নারীদের সুন্দর হওয়া কি জায়েয? (১৪/৪৫৪)

,, ব্যাঙ, কুঁচে, চিংড়ি এবং কচ্ছপ ও তার ডিম খাওয়া কি জায়েয? (১৫/৪৫৫)

,, কোন্ জিনিস দ্বারা মানত করা যায়? ছালাত, ছিয়াম, টাকা-পয়সা, ফল-মূল, মোমবাতি, আগরবাতি, খিঁচুড়ী এসব মানত করা যায় কি? (১৬/৪৫৬)

,, অনেকের ধারণা ছিয়াম অবস্থায় রক্ত বের হলে ছিয়াম নষ্ট হয় বা দুর্বল হয়ে যায়। উক্ত ধারণা কি সঠিক? (১৭/৪৫৭)

,, একটি জামে মসজিদে অন্তত একজনকে ই'তেকাফে বসতে হবে। একথা কি ঠিক? (১৮/৪৫৮)

,, সূরা নাজম-এর ৩২ নং আয়াতে اَللَّمَمَ বলে কোন ধরনের অপরাধকে বুঝানো হয়েছে। (১৯/৪৫৯)

,, বাল্য অবস্থায় যারা মারা যায় তারা জান্নাতে যাবে, না জাহান্নামে যাবে? (২০/৪৬০)

,, জুম'আর দিন দো'আ কবুলের সময় কখন? খুৎবার সময় চুপে চুপে দো'আ করা যাবে কি? (২১/৪৬১)

,, ওয়াসীলা কাকে বলে? মানুষকে অসীলা ধরা যায় কি? মানুষে বলে অমুকের অসীলায় অমুক পেয়েছি। এভাবে বলা যায় কি? (২২/৪৬২)

,, আমি বড় ছেলের কথা শুনে ত্রাণ আত্মসাৎ করেছি, জমি লুটপাট করেছি এবং দুর্বলদের উপর অত্যাচার করেছি। এখন সমাজের লোকেরা আমাকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করেছে। সূরা মায়েদার ৩৩নং আয়াত অনুযায়ী আমাকে বহিষ্কার করা ঠিক হয়েছে কি? (২৩/৪৬৩)

,, প্রথম আলো ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৯ ইং সংখ্যায় দারুল এহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-এর অধ্যাপক আবুল মনিম খান এক নিবন্ধে বলেন, যে ব্যক্তির কাছে ঈদের দিন সুবহে সাদিকের সময় জীবিকা নির্বাহের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ ব্যতীত সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা সমমূল্যের অন্য কোন সম্পদ থাকে তার উপর ছাদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। এই পরিমাণ সম্পদকে শরীয়তের পরিভাষায় নিছাব বলা হয়। প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের উপর ছাদাকাতুল ফিৎর আদায় করা ওয়াজিব। উক্ত দাবী কি সঠিক? (২৪/৪৬৪)

,, আমাদের কাছে একটি প্রচার পত্র এসেছে যাতে তিন ওয়াক্ত ছালাতের দাবী করা হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত নাকি নেই। বিষয়টি জানতে চাই। (২৫/৪৬৫)

,, জনৈক ইমাম বলেন, রাসূল (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে খাবার নিয়ে আসার জন্য বললেন। ঐ ব্যক্তি গিয়ে দেখে যে কুকুরে খাদ্য খাচ্ছে। অতঃপর রাসূলকে গিয়ে বললে তিনি বললেন, সেখান থেকে ফেলে দিয়ে নিয়ে এসো। অতঃপর গিয়ে দেখে শূকরে খাচ্ছে। সে ফিরে এসে রাসূলকে বললে তিনি বলেন, সেখান থেকে ফেলে দিয়ে নিয়ে এসো। অতঃপর গিয়ে দেখে যে বেনামাযী খাচ্ছে। এবার রাসূলকে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, আর খাওয়া যাবে না সবটুকু ফেলে দাও। এর দ্বারা তিনি বেনামাযীর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? (২৬/৪৬৬)

,, তারাবীহর ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট কোন দো'আ আছে কি? বিভিন্ন মসজিদে তারাবীহর ছালাতে মুনাজাতের সময় 'ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু' বলে যে দো'আ পড়া হয় তা বলা যাবে কি? (২৭/৪৬৭)

,, খাৎনা অনুষ্ঠান করা এবং দাওয়াত খাওয়া যাবে কি? (২৮/৪৬৮)

,, এমন কোন আমল আছে কি যা করলে আমি কবরের চাপ থেকে মুক্তি পাব? (২৯/৪৬৯)

,, বাথরুমে নাকি আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা যায় না। কিন্তু এখন প্রায়ই বাথরুমে ওযূ-গোসল করতে হয়। এ সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে ওযূ করা যাবে কি? (৩০/৪৭০)

,, তাবলীগ জামাতের লোকেরা বলে, জীবনে অন্তত তিন চিল্লা দিতে হবে। এ সময় আহল-পরিবার ছেড়ে যেতে হয়। এভাবে চিল্লা দেয়া কি জায়েয? (৩১/৪৭১)

,, অনেক দাড়ি-টুপিওয়ালা লোক ফেরী করে বাসায় বাসায় গিয়ে মহিলাদের মাঝে শাড়ি-কাপড় চুড়ি আলতা ফিতা ও তরি-তরকারী বিক্রয় করে। অনেক সময় মহিলাদের হাতে চুড়ি পরিয়ে দেয়। এ ব্যবসা কি জায়েয? (৩২/৪৭২)

,, রামাযান মাসে ক্বদরের রাত্রে পশু-পাখি, গাছপালা, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি সবই আল্লাহকে সিজদা করে। একথা কি সঠিক? (৩৩/৪৭৩)

,, ঋণ করে ফিৎরা দেওয়া ও কুরবানী করা যাবে কি? (৩৪/৪৭৪)

,, আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে মি'রাজে নিয়ে গেলে রাসূল (ছাঃ) আল্লাহকে 'আত্তাহিয়াতু'... বলে অভ্যর্থনা জানান। ফলে আল্লাহও তাঁকে সালাম দেন। এর ছহীহ দলীল জানতে চাই। (৩৫/৪৭৫)

,, আমরা জানি, আবাবীল নামক পাখির মাধ্যমে আল্লাহ আবরাহা ও তার সৈন্য বাহিনীকে ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু জনৈক মাওলানা খুৎবায় বলেন, উক্ত কথা সঠিক নয়। এখানে আবাবীল অর্থ ঝাঁকে ঝাঁকে। উক্ত দাবীর সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই। (৩৬/৪৭৬)

,, প্রত্যেক ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়ার হাদীছটিকে মিশকাতে যঈফ বলা হয়েছে। তাহলে আমরা এর প্রতি আমল করি কেন? (৩৭/৪৭৭)

,, দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে খাদ্য মজুত রাখার পরিণাম সম্পর্কে জানতে চাই। (৩৮/৪৭৮)

,, সূরা বাক্বারাহ ১১৫ নং আয়াতের সঠিক অর্থ জানতে চাই। وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ (৩৯/৪৭৯)

,, আছহাবুল উখদূদের লোকসংখ্যা কতজন ছিল? সঠিক সংখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন। (৪০/৪৮০)